www.bhraman.com
Subscribe Online: www.swarnakshar.in
ISSN 0971-8885 এপ্রিল ২০১৩ ☐ ২৫ টাকা

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

ভ্রমণ

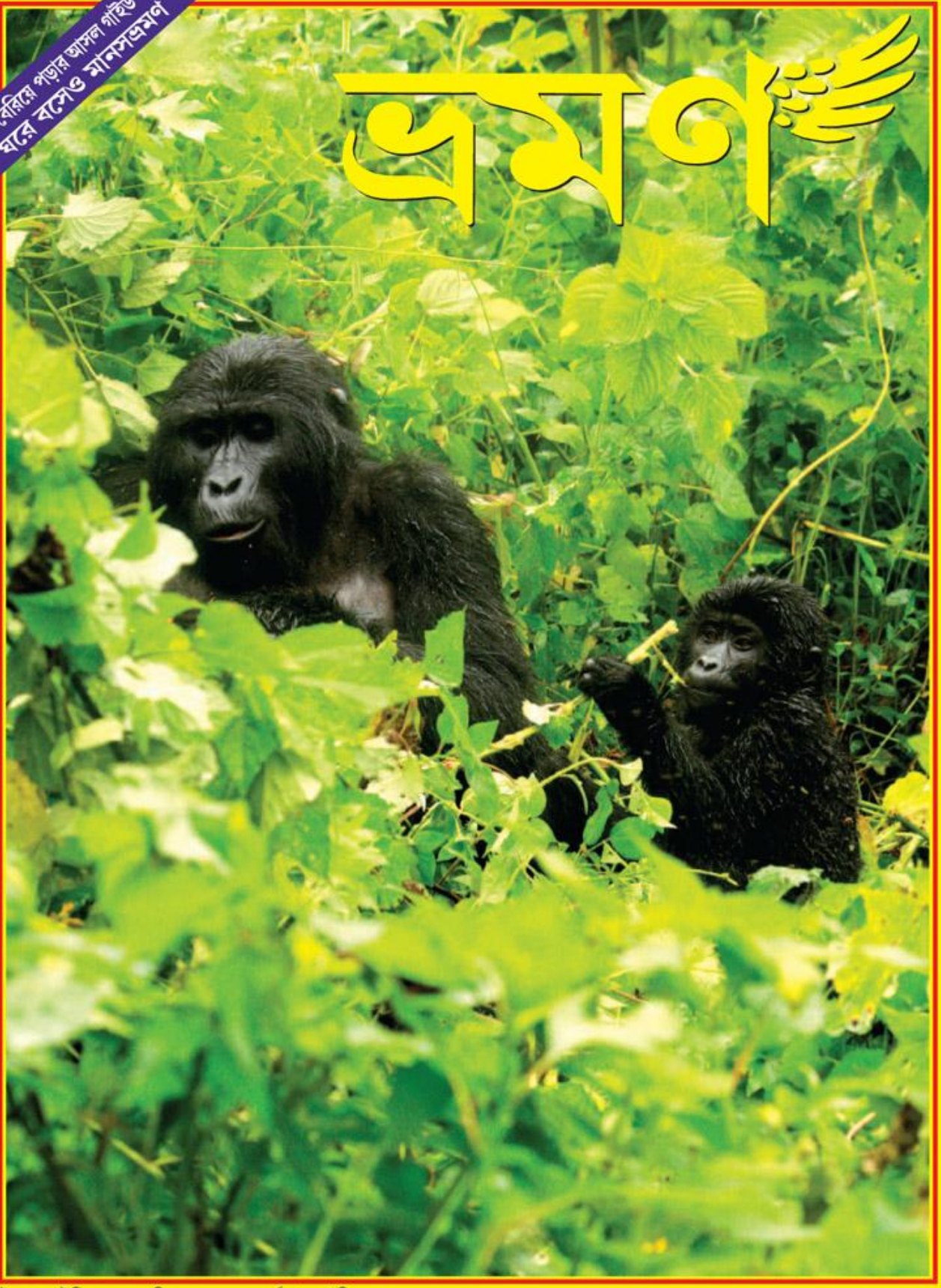

উগান্ডার বুইন্ডির জঙ্গলে গরিলা, এবছর ২০ মার্চের 'ভ্রমণ'-চিত্র

www.ekashtipathar.com

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন
পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে
আগে থেকেই বলে রাখুন।
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

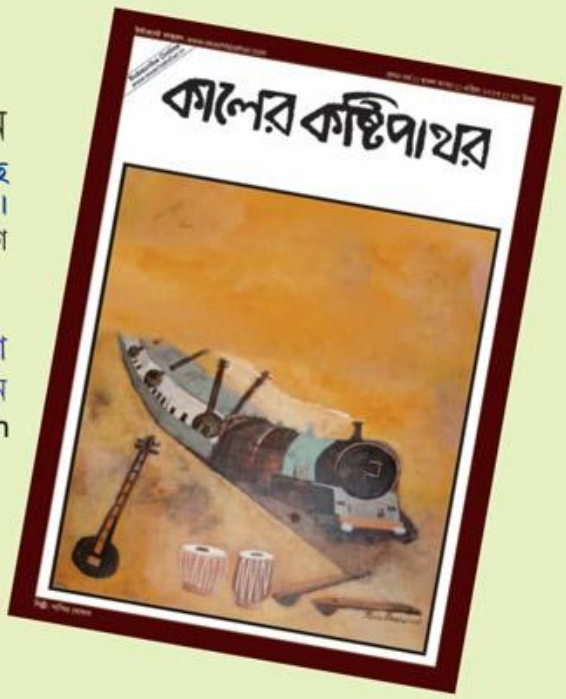

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

Search

ভ্রমণ

এখন ফেসবুকেও ভ্রমণ

এবার আপনার ওয়ালেই
শেয়ার করতে পারবেন
দারুণ সব বেড়ানোর ছবি।
বেড়ানোর কথা।

www.facebook.com/bhramantravelmag

ভ্রমণ

সূ চি প ত্র

একবিংশতি বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা এপ্রিল ২০১৩ বৈশাখ ১৪২০

6 প্রধান সম্পাদকের কথা

8 অতল জলের টানে আন্দামানে
মৌসুমী ঘোষ

34 পাখি দেখতে সিংলিং
দীপঙ্কর রায়

54 কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান
বসন্ত সিংহ রায়

46 খারদুংলা পেরিয়ে নুব্রা উপত্যকা
সঞ্জীব দাস

76 তথ্যেচিত্রে কুলিক

75 বনের পাতা

27 অজন্তা ইলোরা পেঞ্চ
চন্দ্রাণী মজুমদার

38 জানাশোনার বাইরে কানাকোনা
মিতা দত্ত

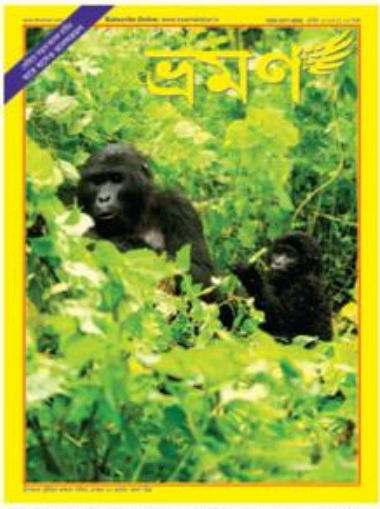

প্রচ্ছদ পরিচিতি: উগান্ডার বুইন্ডি ন্যাশনাল পার্কে গরিলা, এবছরের ২০ মার্চ 'ভ্রমণ'-চিত্রটি তুলেছেন তোর্সা বন্দ্যোপাধ্যায়

42 দারুচিনি দ্বীপ থেকে ছেঁড়াদ্বীপে
সুমনা দে

ফেসবুকেও এখন
ভ্রমণ
www.facebook.com/bhramantravelmag

নিয়মিত বিভাগ

6 প্রধান সম্পাদকের কথা
14 একনজরে ছয় ভ্রমণ
21 পাঠকের পাতা
60 কোথায় যাবেন, শুধু জানান
66 ভ্রমণজিজ্ঞাসা
68 ভ্রমণশব্দছক
69 ফিরে দেখা
70 রেলের সময়সূচি
72 হলিডে হোম
75 বনের পাতা
76 তথ্যেচিত্রে কুলিক
78 নোটবই

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Published for Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. by Amarendra Chakravorty at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed by him at Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

দাম ২৫ টাকা

BHRAMAN
A Bengali Monthly on Travel & Tourism
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2280 8818
Fax: 2287 6448
E-mail: bhraman@swarnakshar.in
www.bhraman.com www.ebhraman.com

কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১৩
ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশে প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

প্রধান সম্পাদকের কথা

ভিক্টোরিয়া নাইলের তীরে লেলওয়েল হার্টেবিস্ট □ ছবি: লেখক

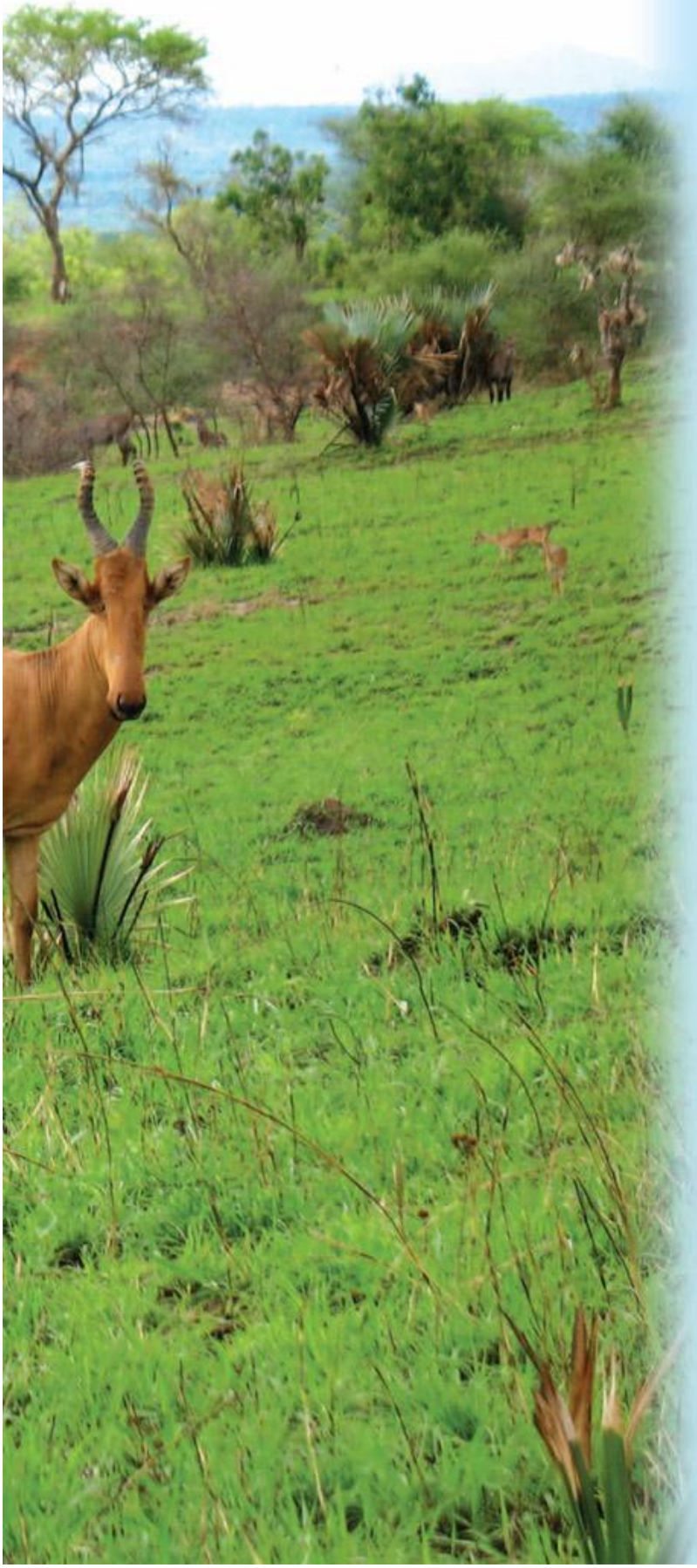

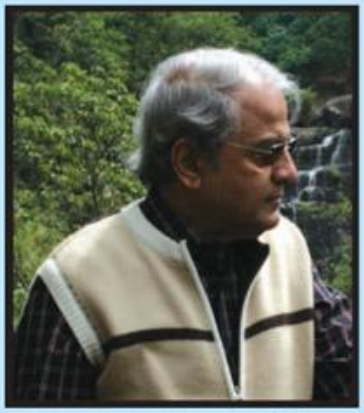

এই মার্চের গোড়ায় মধ্য আফ্রিকার রোয়ান্ডার রেনফরেস্টে বিপন্ন-প্রজাতির পাহাড়ি গরিলার দেখা পেতে প্রবল উৎকণ্ঠায় জলকাদা, পাথর, মাটির ওপর উঁচিয়ে থাকা মোটা মোটা গাছের শেকড়, ঝুলে থাকা ঝুরি, খরস্রোতা পাহাড়ি নালা, কোটি কোটি কীটপতঙ্গ, লাল পিঁপড়ের সারি যখন পায়ে-হেঁটে পার হয়ে যাচ্ছি, তখন প্রায় পনেরো বছর আগে আমাজনের জঙ্গলে ঘোরার স্মৃতি জেগে উঠল। আমাজনের রেন ফরেস্টের সঙ্গে রোয়ান্ডার এই রেনফরেস্টের একটাই তফাৎ— আমাজনে সমতল অরণ্য, এখানে পাহাড়ি জঙ্গল।

আবার আন্টার্কটিকায়, সবাই জানেন, প্রায় সবটাই তুষারে বরফে ঢাকা।

সিরিয়ায় পুরনো দামাস্কাস থেকে পালমিরা যাবার পথে গ্রীষ্মের তপ্ত মরুভূমির বুকে বেদুইনদের তাঁবু অব্দি পদস্মৃতিও আলাদা।

মোঙ্গোলিয়ার স্তেপভূমি বা আলাস্কার তুন্দ্রা অঞ্চলের স্মৃতি তো আমার মনে আজও জ্বলজ্বল করে।

সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ কি উত্তর ভারতের অরণ্যে ঘোরার অভিজ্ঞতাও কি একরকম? উত্তর-পূর্ব ভারতের অরণ্যরাজ্যগুলোয়? শুধু অসমের মানস, কাজিরাঙা আর ওরাংয়ের আরণ্যক স্মৃতিরও কত অন্তরস্পর্শী স্বাতন্ত্র। বিশ্ময় বহুবিচিত্র আঞ্চলিক রূপবৈশিষ্ট্য যেমন ধরা থাকে আমাদের চোখে, তেমনই তার স্পর্শ থাকে আমাদের পায়ে। সেইজন্যই বহুপ্রচলিত, উদারব্যবহৃত 'পায়ের তলায় সর্ষে' এখন বোধহয় বদলে ফেলা দরকার। এই জীর্ণ শব্দবন্ধে অফুরান ভ্রমণতৃষ্ণা ফোটে কি? যাঁদের সদাই মনে হয় 'পৃথিবীটা দু'চোখের পাওনা' তাঁদের পায়ের পাতায় ভূপৃষ্ঠের দাগ।

amarendrachakravorty@gmail.com
www.amarendrachakravorty.com

অতল জলের টানে আন্দামানে

সমুদ্রের গভীরের বর্ণময় জগৎ দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দিনেরবেলায় রঙের হোলিখেলা, রাতের আঁধারে আলোর ফুলঝুরি।

লেখা: মৌসুমী ঘোষ **ছবি:** ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

সমুদ্রের গভীরের ছবি দেখে সেই সৌন্দর্য নিজের চোখে দেখার প্রবল ইচ্ছে হল। স্কুবা ডাইভিং করতে গেলে বিশেষ প্রশিক্ষণের দরকার হয়, সেই স্কুবা ডাইভিং ট্রেনিং কোর্স আমাদের দেশে হয় মূলত আন্দামান আর লাক্ষাদ্বীপে। আন্দামান পৃথিবীর অন্যতম নতুন ডাইভিং ডেস্টিনেশন এবং আমাদের ঘরের কাছেই, তাই আন্দামান থেকে ট্রেনিং নেব ঠিক করলাম।

যাওয়ার দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে আমাদের উত্তেজনার পারদ তত চড়তে থাকে। অবশেষে এবছর ৯ ফেব্রুয়ারি আকাশপথে পোর্টব্লেয়ার পৌঁছলাম বেলা এগারোটা নাগাদ। আমরা দলে বেশ ভারী, ডাইভার আর নন-ডাইভার মিলে মোট এগারোজন। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে এলাম জেটিতে। বেলা আড়াইটের সরকারি ফেরি ধরে হ্যাভলক পৌঁছতে বিকেল হল। জেটি থেকে গাড়ি ধরে পৌঁছলাম ৫ নম্বর বিচে, আমাদের স্কুবা রিসর্টে। অপূর্ব রংবাহারি নীল রঙের লেগুন, তার পাশে ছড়ানো-ছিটানো মোটামুটি বিলাসবহুল তাঁবু। এত সুন্দর জায়গায়

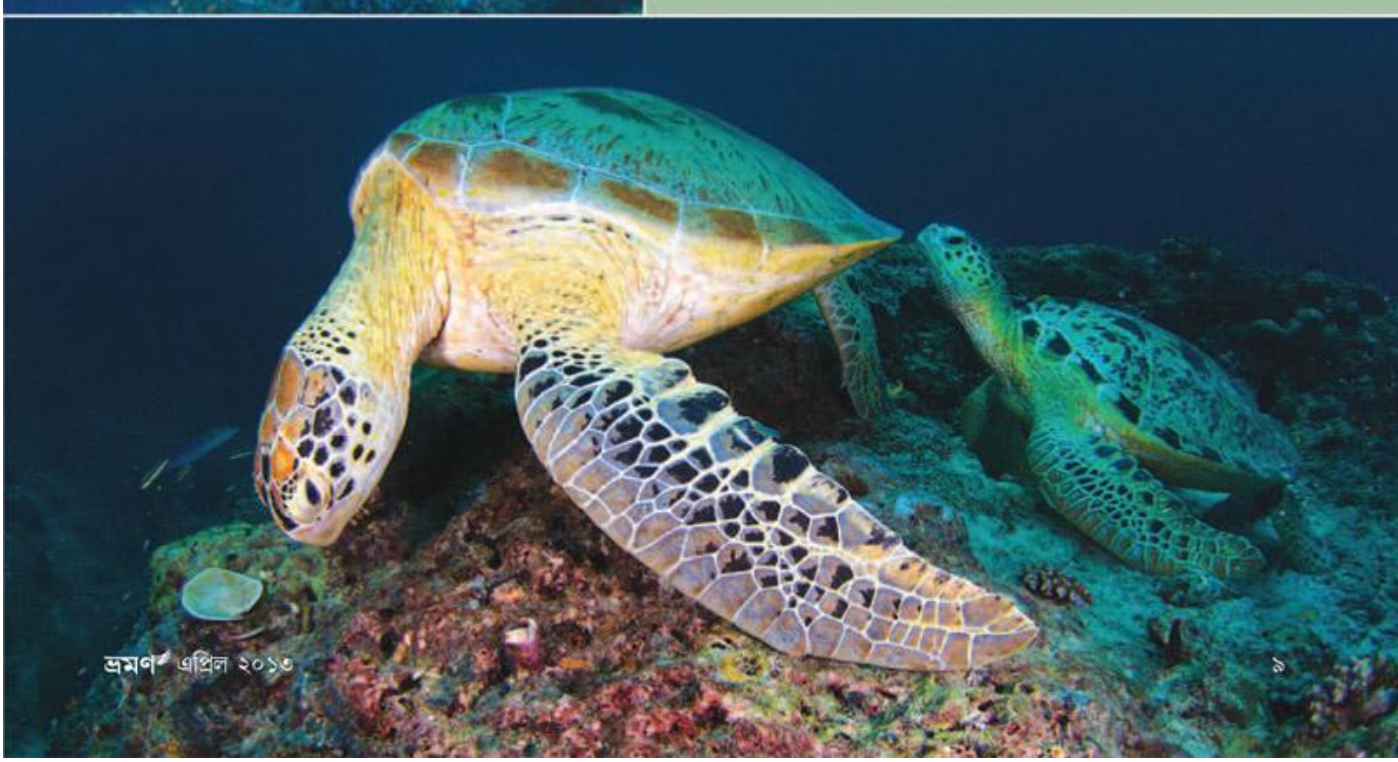

নরম-প্রবাল সাম্রাজ্যে মাছের ঝাঁক

আগামী ৪ দিন থাকা হবে ভেবে মন খুশি হয়ে উঠল।

মালপত্তর তাঁবুতে রেখে সবাই মিলে গেলাম ডাইভ-শপ। নানারকম ফর্ম ভর্তি করেই ট্রেনিং ভিডিও দেখতে হল। কোর্স তো পরদিন থেকে, আজই লেখাপড়া কেন! সারাদিন খাওয়াদাওয়া হয়নি, আমরা এখন ক্লান্ত— আমাদের এসব ওজর-আপত্তি ধোপে টিকল না। এরপর সমুদ্রের ধারে হ্যামকে শুয়ে নানারকম সামুদ্রিক মাছভাজা আর তরমুজের রস খেতে খেতে গভীর রাত অবধি আড্ডা চলল।

১০ ফেব্রুয়ারি

আজ আমাদের সমুদ্র-ডুবুরি হওয়ার হাতেখড়ি। ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল সাতটায় পৌঁছে গেলাম ডাইভ-শপ। মনের মধ্যে উত্তেজনা আর ভয়ের একটা মিলিত অনুভূতি। স্কুবা ইক্যুইপমেন্ট ডেমনস্ট্রেশন-এর পর ব্যক্তিগত সরঞ্জাম বেছে দিলেন আমাদের প্রশিক্ষক। 'স্কুবা' কথাটির অর্থ হল 'সেল্ফ কনটেইন্ড আন্ডারওয়াটার ব্রিদিং অ্যাপারেটাস'। এর মধ্যে রয়েছে বাতাসভর্তি সিলিন্ডার, ব্যুয়েন্সি কন্ট্রোল ডিভাইস নামের একটা জ্যাকেট, যার মধ্যে লাগানো যায় সিলিন্ডারটি, আর তা থেকে ইনফ্লেটর দিয়ে জ্যাকেটের মধ্যে হাওয়া ভরে ভেসে থাকা যায় আর হাওয়া ছেড়ে ডুবে যাওয়া যায়। এই হাওয়া ভরা আর ছাড়ার মধ্যেই রয়েছে জলের নীচে ভেসে বেড়ানোর মূল সূত্র। নিঃশ্বাস নেওয়া আর ছাড়ার জন্য সিলিন্ডারের সঙ্গে লাগানো হয় রেগুলেটার, সেই রেগুলেটারের সাহায্যে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া আর ছাড়া— দুই-ই করতে হয়। আর আছে মাস্ক, ফিন, ওয়েটস্যুট। আমাদের চোখ বায়ুমণ্ডলে কাজ করার জন্য তৈরি, জলমণ্ডলে নয়, তাই চোখের চারপাশে একমুঠো বাতাস ভরে নেওয়ার জন্য এই মাস্ক বা নাক-ঢাকা চশমা। ফিন হল মাছের লেজের মতো দেখতে লম্বা লম্বা জুতো, যার সাহায্যে খুব কম পরিশ্রমে জলের তলায় সাঁতার কাটা যায়।

প্রসঙ্গত, জলের নীচের সাঁতারে হাতের ব্যবহার নেই। সমুদ্রের নীচে মানুষের শরীরের উষ্ণতা বহুগুণ হ্রাস পায়, তাই শরীর গরম রাখার জন্য পরতে হয় বিশেষ ধরণের জামা, সেই জামাই হল ওয়েটস্যুট। নিজের নিজের

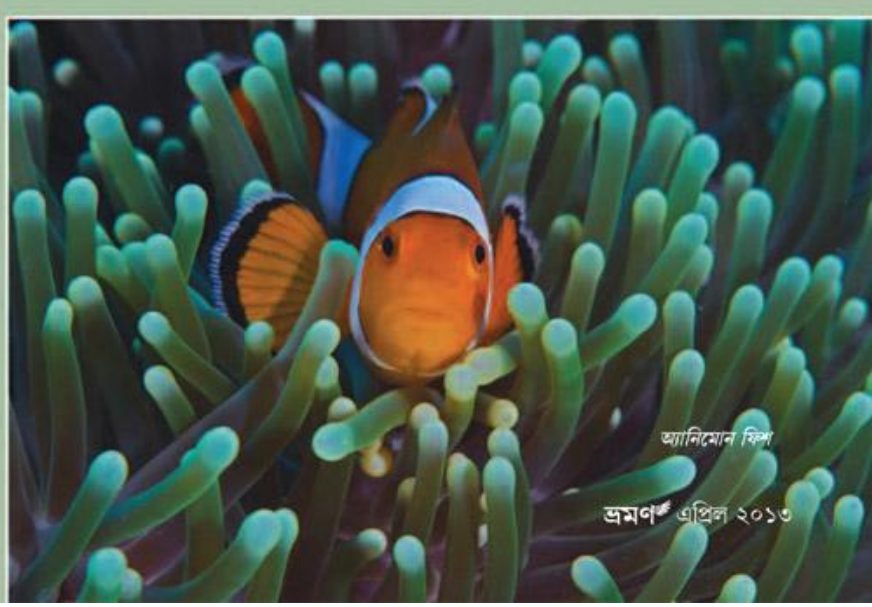

অ্যানিমোন ফিশ

মালপত্তর গুছিয়ে নিয়ে নৌকোয় করে পৌঁছে গেলাম ১০ মিনিটের দূরত্বে, ২ নম্বর বিচের কাছে নিমো রিফ-এ। এখানে জল অগভীর, সমুদ্রের ধারে গাঢ় সবুজ ম্যানগ্রোভের ঘন জঙ্গল। সমুদ্রের গভীরতা এখানে ৩ মিটার থেকে ৯ মিটার। এখানে দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য অ্যানিমোনফিশ বা ক্লাউনফিশ। ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ মাছের গায়ে আড়াআড়ি সাদা ডুরে। ওয়াল্ট ডিজনির ছবি 'ফাইন্ডিং নিমো' এই মাছকে বিখ্যাত করেছে। সেই নিমো-ই হল এই অ্যানিমোনফিশ। নৌকো থেকে লাফ দিয়ে জলে নামলাম, খানিকক্ষণ মাস্ক আর ফিন পড়ে সাঁতার কাটার পর, ডুবজলে হাঁটু গেড়ে বসে ডাইভিং টেকনিক রপ্ত করতে হল। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল আমাদের প্রথম ডাইভ, তিন মিটার জলের নীচে। নতুন ধরণের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে আর টেকনিকগুলো মাথায় রাখতে, সরঞ্জামগুলোর সঠিক ব্যবহার করার চেষ্টায়, আশপাশ দেখার মানসিক অবস্থা আর ছিল না। এই ডাইভের পর ভয় খানিকটা কাটল। এই নিমো রিফ ফটোগ্রাফারদের প্রিয় জায়গা। এখানে পাওয়া যায় রংবেরঙের প্যারটফিশ, স্ন্যাপারফিশ, ড্যামসেলফিশ, স্যুইটলিপস, জ্যাকফিশ ইত্যাদি মাছ। কপাল ভালো থাকলে নাকি কখনও কখনও স্টিং-রে আর সমুদ্র কাছিমও দেখতে পাওয়া যায় এখানে। বারোটা নাগাদ ফিরে এলাম ডাঙায়। স্নান-খাওয়ার পর ঝুম দিয়ে ঘুম নামল দুচোখে, সমুদ্রে কয়েকঘণ্টা হুটোপুটি করার ক্লান্তিতে। কিন্তু ঘুমানোর উপায় নেই; ক্লাস আর ভিডিও দেখা চলল সন্ধে পর্যন্ত। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১১ ফেব্রুয়ারি

আজকের প্রথম ডাইভসাইটের নাম লাইটহাউস। হ্যাভলক জেটির কাছে রয়েছে একটা সাদা রঙের লাইটহাউস, সেই লাইটহাউসের গায়ে নৌকো নোঙর করা হল। এখানে জলের গভীরতা ৬ মিটার থেকে ২০ মিটার। আজ জলে নেমে সব সরঞ্জাম পরতে হল। নিজে নিজে আজ ডাইভ করতে হবে। প্রথম প্রথম ভয় লাগলেও ভয় কাটিয়ে নিজের মনকে শান্ত করলাম। রেগুলেটর মুখে লাগিয়ে বি সি ডি (ব্যুয়েন্সি কন্ট্রোল ডিভাইস)-এর হাওয়া ছেড়ে দিয়ে মাথা ডোবালাম জলের নীচে। জলের নীচে নোঙর করা যে দড়ি নৌকোয় বাঁধা সেই দড়ি ধরে পৌঁছে গেলাম ১০ মিটার জলের নীচে। সমুদ্রের নীচে জলের চাপ ভূপৃষ্ঠের বায়বীয় চাপের থেকে অনেক বেশি হওয়ায় সমুদ্রের নীচে আমাদের কান-ফুসফুস-সাইনাস জলের চাপে সঙ্কুচিত হয়, ক্রমাগত নিঃশ্বাস নিয়ে আর নাক চেপে ধরে কান ফুলিয়ে এই চাপের মোকাবিলা করতে হয়, একে বলে ইক্যুয়ালাইজ করা। স্কুবা ডাইভিং-এ এই ইক্যুয়ালাইজ করা নিঃশ্বাস নেওয়ার মতোই এক জরুরি ব্যাপার। জলের নীচে গিয়ে দড়ি ছেড়ে দিতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অদ্ভুত অপার্থিব জগৎ। এ-জগতের রস-রূপ-গন্ধ আমাদের চেনা মাটির পৃথিবী থেকে একদম আলাদা, বাতাসের বদলে এখানে রয়েছে জল, আর জলের মধ্যে অদ্ভুত-রঙা পাথর, গাছপালা আর রংবেরঙের মাছ। দেখতে পেলাম সাড়ে ৬ ইঞ্চি মাপের সাদাটে মাছ, গায়ে আড়াআড়ি ৬-৭টা ডুরে। এর নাম বেঙ্গল সার্জেন্টফিশ;

যেদিকে চোখ যায় লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-বেগুনি-কমলার হাট বসেছে। দেওয়াল ঢাকা বেগুনি, হলুদ আর লাল রঙের নরম প্রবাল দিয়ে। প্রকৃতির এই হোলি খেলা দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। বিস্ময়ের পর বিস্ময়— পাথরের ওপর বসে বিরাট সাইজের অক্টোপাস, পাথরের মতো দেখতে বিষাক্ত স্টোনফিশ, দাবার ঘোড়ার ঘুঁটির মতো দেখতে স্করপিয়নফিশ।

কোস্টাল লেগুন, কোরাল রিফ থেকে ৬ মিটার অবধি গভীরতায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া দেখলাম আড়াই ফুট লম্বা হলদেটে সবুজ নীল রঙের লং-নোস প্যারটফিশ, ২০ মিটার গভীরতায় এরা বাস করে। এছাড়া নানারকম এঞ্জেলফিশ, চার ইঞ্চি মতো লম্বা এই মাছের কোনওটার রং হলুদ, কোনওটা নীল-হলদে মেশানো, কোনওটা কমলা, কোনওটা-বা ডুরেকাটা; এদের দেখতে পাওয়া যায় ৬০ মিটার পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতায়।

এর পরের ডাইভ হল নিকলসন দ্বীপের

শীতে আমরা বরফ বিক্রি করি
গরমে করি ফুল

Endeavour TOURS

Authorised booking Agent of
Sikkim Govt. Hotel

'সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট'

NORTH SIKKIM PACKAGES
Available Daily
1N /2 Days (Yumthang) - 1600/- per head.
2N /3 Days (Yumthang, G-Dongmar) - 3200/- per head.
3N /4 Days Available for exclusive package only.

Hotel & Resort of Sikkim

Gangtok	— Hotel	Resort
Ravangla	— Hotel	Resort
Pelling	— Hotel	Resort
Rumtek	—	Resort
Borong	—	Resort
Namchi	— Hotel	Resort
Biksthang	—	Resort
Rinchenpong	— Hotel	Resort
Kaluk	— Hotel	Resort
Hee	— Hotel	Resort
Bermiok	— Hotel	
Chayataal	—	Resort
Uttarey	— Hotel	Resort
Yoksom	— Hotel	Resort
Okhrey	— Hotel	
Versay	— Hotel	

BHUTAN Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ANDHRA Vizag, Araku, Hyderabad
ORISSA Puri, Bhubaneshwar
WEST BENGAL Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars
Weekend Tours Mandarmoni, Bakkhali, Digha, Sankarpur, Tajpur.
Contact for: Family Packages, Transport, Sikkim Silk Route Tour.

Contact:
Member TAAB
S. K. Bhaumik
Swati Bhaumik
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Opp. Indira Cinema, Kol-700 025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632
98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.net

দক্ষিণদিকের একটা রিফে, এই ডাইভসাইটের নাম নার্সারি, এখানে জলের গভীরতা ৬-১২ মিটার। ক্লাউনফিশ ছাড়াও হরেক রং আর আয়তনের স্টারফিশ পাওয়া গেল এখানে।

রিসর্টে ফিরে এসে আমরা বিদ্রোহ করলাম, আজ কিছুতেই আর কোনও ক্লাস নয়। সবাই মিলে বিকেলে অটোয় রাধানগর বিচে সূর্যাস্ত দেখতে গেলাম। সমুদ্রকে এত কাছ থেকে দেখা আর অনুভব করার পর, পৃথিবীবিখ্যাত রাধানগর বিচকে আর তেমন ভালো লাগল না। আমাদের ভাত খাওয়ার হোটেলের অসমিয়া রাঁধুনি রোজ বাজার থেকে রকমারি সামুদ্রিক মাছ কিনে এনে আমাদের দেখিয়ে জানতে চায় আমরা কোন মাছটা খাব— নৈশভোজের মেনুতে স্ন্যাপার আর জ্যাকফিশ দেখে, সেই মাছ আর খেতে ইচ্ছে হল না। তাই মাছ বাতিল করে ডিমের ঝোলের অর্ডার দিলাম। রাতে খাওয়ার সময় আমাদের প্রশিক্ষক এসে পরদিনের প্রোগ্রামের ব্রিফিং করে গেলেন, বললেন কাল আমরা বিশেষ ধরণের ডাইভ করব। একটা ডাইভ হবে 'ওয়াল' বা দেওয়ালে, অন্যটা 'রেক'-এ অর্থাৎ কোনও ডুবে যাওয়া জাহাজের মধ্যে।

রাতে ঝড় এল, ঝড়ের দাপটে বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ল— ইলেক্ট্রিকের তার ছিঁড়ল, চারদিকে অন্ধকার, বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজেকে শিপ-রেক হান্টার কল্পনা করে সমুদ্রের নীচে ভাঙা জাহাজের ধ্বংসাবশেষে গুপ্তধন খোঁজার অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

১২ ফেব্রুয়ারি

হ্যাভলক আর নীল দ্বীপের মধ্যেকার চ্যানেলের মধ্যে সমুদ্রের ১০ মিটার থেকে ৫৫ মিটার গভীরতায় দাঁড়িয়ে আছে এই 'ওয়াল' বা পাথুরে দেওয়াল। এই দেওয়ালের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সমুদ্রের স্রোত। হাওয়ার প্রবাহের গতিপথের সঙ্গে দিক বদল করার সময় পরিবর্তিত স্রোতের মধ্যে এসে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ। ১৬ মিটার নীচে গিয়ে অ্যাঙ্কর রোপ ছেড়ে দিয়ে চারদিকে তাকাতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। যা দেখলাম তা অবর্ণনীয়, ঝাঁকে ঝাঁকে বিভিন্ন আকার আর আয়তনের হাজার হাজার মাছ। যেদিকে চোখ যায় লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-বেগুনি-কমলার হাট বসেছে। দেওয়াল ঢাকা বেগুনি, হলুদ আর লাল রঙের নরম প্রবাল দিয়ে। প্রকৃতির এই হোলি খেলা দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। বিস্ময়ের পর বিস্ময়— পাথরের ওপর বসে বিরাট সাইজের অক্টোপাস, পাথরের মতো দেখতে বিষাক্ত স্টোনফিশ, দাবার ঘোড়ার ঘুঁটির মতো দেখতে স্করপিয়নফিশ। আরও যে কতরকম নাম জানা, না-জানা মাছ! এই প্রথম ভুলে গেলাম শরীরে লাগানো নানারকম সরঞ্জামের কথা। ভুলে গেলাম মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার কষ্টের কথা, মাস্ক-এ জল ঢুকে চোখে অন্ধকার দেখা আর নাক দিয়ে নোনাজল পেটে চলে যাওয়ার আতঙ্কের কথা। এই প্রথম অবগাহন করলাম সমুদ্রের গভীরে অপার সৌন্দর্যের বিভায়। মনে হল স্কুবা ডাইভিং না করলে প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ অধরাই থেকে যেত আমার কাছে।

২০০৬-এর ঝড়ে 'এম ভি মার্স' নামে কাঠের তৈরি একটা ছোট্ট মাছধরার জাহাজ ডুবে গিয়েছিল এই আন্দামান সমুদ্রে, এখন ১৫ মিটার জলের নীচে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই জাহাজ। সমুদ্রজল থেকে জাহাজের উপরিভাগের উচ্চতা ৭ মিটার। ১৫ মিটার জলের নীচে নেমে, জাহাজের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। জাহাজের কাঠ পচে যাচ্ছে তাই জাহাজের গায়ে হাত লাগানো মানা। জাহাজের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাছের ঝাঁক। এবার মেরিন লাইফ-এর থেকে বেশি রোমাঞ্চিত করল শ্যাওলার আস্তরণ পড়া জাহাজ, তার মাস্তুল-জানলা ভেঙে যাওয়া ডেক। জানলা দিয়ে জাহাজের খোলের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে রাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল ডুবে যাওয়া পুরনো জাহাজের

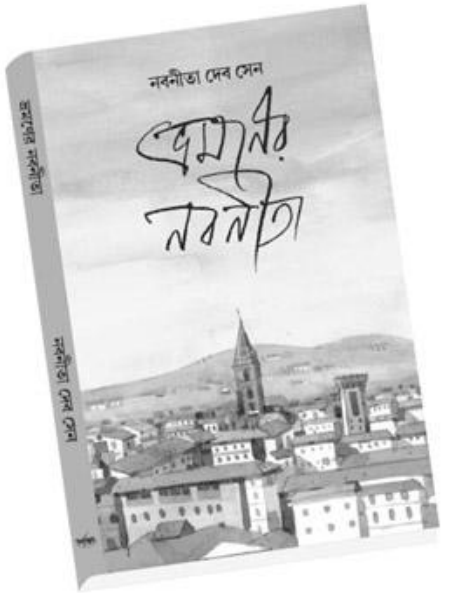

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণকথা
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

ধ্বংসাবশেষে গুপ্তধন খুঁজতে হলে স্কুবা ডাইভিংয়ে পারদর্শী হতে হবে।

আজ ভালো লাগায় শরীরের সব ক্লান্তি উধাও। বোট স্কুবা রিসর্টে ফিরে এলেও অন্যদিনের মতো কারও ঘরে যাওয়ার তাড়া নেই। সমুদ্রের জলে ছুটোপুটি আর ভলিবলের একটা সামুদ্রিক সংস্করণ খেলা চলল অনেকক্ষণ ধরে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরে লিখিত পরীক্ষা। ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে সবাই পরীক্ষায় পাশ করে 'সার্টিফায়েড ওপেন-ওয়াটার ডাইভার' হলাম। এটা পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় ডাইভ করার ছাড়পত্র।

সেদিন নাইট-ডাইভিং অর্থাৎ রাতের আঁধারে ডাইভিংয়ের ব্যবস্থা হচ্ছিল। সপ্তাহে দুদিন এই নাইট-ডাইভিং হয়। কোর্স শেষ হয়ে গেলেও আমরা ঠিক করলাম আমরা নাইট-ডাইভে যাব।

সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে নৌকো ছাড়া হল। আমরা সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করি বলে প্রশিক্ষকরা আমাদের নাম দিয়েছেন বেঙ্গল ব্যাবলার। আজ বেঙ্গল ব্যাবলারদের মুখে আওয়াজ নেই। সূর্যের শেষ আভার সঙ্গে অন্ধকারের রং মিশে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত মায়াবী পরিবেশ। কালো জলে ঢেউ তুলে আমাদের নৌকো 'সিলভারটিপ' এসে পৌঁছল পাইলট রিফ-এ। হ্যাভলক দ্বীপের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে একটা জাহাজ ঢোকার চ্যানেলের মধ্যে ছোট ছোট ঢিবি সমন্বিত এই ডাইভসাইট। সমুদ্রের গভীরতা এখানে ৮ থেকে ১৮ মিটার। নৌকো যখন ডাইভসাইটে নোঙর করল তখন চারদিকে কালো অন্ধকার নেমে এসেছে। জলের রংও অন্ধকারের মতো কালো, মনে নানা সংশয় নিয়ে ব্যাকরোল করে উল্টে জলে পড়ে চিত সাঁতারে নৌকোর অ্যাঙ্করের দড়ির কাছে পৌঁছে বি সি ডি-র হাওয়া ছেড়ে জলে ডুব— অন্ধকার আর অন্ধকার— কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না— আগে কখনও এরকম অন্ধকারের অনুভূতি হয়নি। ১৫ মিটার নীচে গিয়ে দড়ি ছেড়ে হাতের টর্চ জ্বালালাম। ধীরে ধীরে অন্ধকার জীবন্ত হয়ে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করতে লাগল নানারকম ফ্লুরোসেন্ট রং, আমার প্রায় হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ দেখে প্রশিক্ষক হ্যান্ড সিগন্যাল দিয়ে বোঝালেন— ভালো করে তাকিয়ে দেখো, এগুলো চিংড়ি। ভালো করে দেখে বোঝা গেল রংবেরঙের বিভিন্ন আকার আর আয়তনের শ্রিম্প। টর্চ এদিক-ওদিক ঘোরাতে ফ্লুরোসেন্ট রং ঠিকরে ফুলঝুরির মতো রঙিন আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। হোলির পর সমুদ্রে এবার দীপাবলির অভিজ্ঞতা। আরও দেখা গেল অ্যাঞ্জেলফিশ, ফিউসিলিয়ারফিশ, সার্জেনফিশ আর নিমো। সঙ্গীদের থেকে একটু আলাদা হয়ে গিয়ে টর্চ নিভিয়ে অনুভব করতে চাইলাম এই ভয়ঙ্কর সুন্দর অন্ধকারকে। নিজের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া কোনও শব্দই শুনতে পাওয়া যায় না। এক অদ্ভুত অজানা নৈঃশব্দ্য আর একাকিত্ব— এ কোন আশ্চর্য পৃথিবী! নৌকোয় ফিরে এসে দেখি আকাশে একফালি চাঁদ, উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল আর অত্রিনক্ষত্র উঁকি মারছে। নৌকো চলতে শুরু করল। চাঁদের আলোয় ঢেউয়ের মাথা চিকচিকে রুপোলি। আর সেই রুপোলি আলোয় ছোট-ছোট চিংড়ির শরীর জোনাকি হয়ে জ্বলে উঠছে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে বিমানে বা জাহাজে পোর্টব্লেয়ার পৌঁছতে পারেন। কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার যাওয়ার জন্য রয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া, জেট এয়ারওয়েজ, জেট লাইট, স্পাইসজেট, গো এয়ার প্রভৃতি উড়ান। এছাড়া কলকাতা থেকে জাহাজেও পোর্টব্লেয়ার আসতে পারেন।

এম ভি নিকোবর জাহাজটিতে ডিলাক্স কেবিনের ভাড়া ৮,৪২০ টাকা, প্রথম শ্রেণির কেবিনের ভাড়া ৬,৯৭০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণির কেবিনের ভাড়া ৫,৫৪০ টাকা, বাঙ্কের ভাড়া ২,১৬০ টাকা।

এম ভি হর্ষবর্ধন জাহাজটিতে ডিলাক্স কেবিনের ভাড়া ৮,৪২০ টাকা, প্রথম শ্রেণির কেবিনের ভাড়া ৬,৯৭০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণির 'এ' কেবিনের ভাড়া ৫,৫৪০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণির 'বি' কেবিনের ভাড়া ৪,২৮০ টাকা, বাঙ্কের ভাড়া ২,১৬০ টাকা।

এম ভি আকবর জাহাজটিতে ডিলাক্স কেবিনের ভাড়া ৮,৪২০ টাকা, প্রথম শ্রেণির কেবিনের ভাড়া ৫,৯৫০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণির কেবিনের ভাড়া ৩,৬২০ টাকা, বাঙ্কের ভাড়া ১,৮৮০ টাকা।

কোথায় থাকবেন

পোর্টব্লেয়ারে

হোটেল মেগাপোড নেস্ট (☎৯৮৩০১-৫২১৬৯), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,০০০-৬,০০০ টাকা। **সিনক্রেয়ার্স বে ভিউ** (☎২২৭৯৩৭), দ্বিশয্যার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫,৬০০ টাকা, এ সি সুপিরিয়র ঘরের ভাড়া ৬,৪০০ টাকা, এ সি স্যুইটের ভাড়া ৭,৬০০ টাকা। **পাম গ্রোভ ইকো রিসর্ট**, পোর্টব্লেয়ার (☎২৬০৩০৬), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৯০-৩,০০০ টাকা। **হোটেল শ্রীশ** (☎২৪২১১৫), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৯৩৪-৩,২০০ টাকা। **রোজ ভ্যালি পোর্টব্লেয়ার আইল্যান্ড রিট্রিট** (☎৯৮৩১৬-৯৯৮৮৮), ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬,০০০ টাকা, ডুপ্লেক্স কটেজের ভাড়া ১০,০০০ টাকা। **পিয়ারলেস রিসর্ট**, পোর্টব্লেয়ার (☎২২৯৩১৩), দ্বিশয্যা ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৭,০০০ টাকা।

হ্যাভলকে

হোটেল ডলফিন, ভাড়া ২,৫০০-৩,৫০০ টাকা। **হোটেল হলিডে ইন**, ভাড়া ১,৮০০-২,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩০১-৫২১৬৯ **কিংডম রিসর্ট** (☎২৩৩১৬৬), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,২০০ টাকা, এ সি ডুপ্লেক্স কটেজের ভাড়া ৪,৭০০ টাকা। **দ্য ওয়াইল্ড অর্কিড** (☎২৩৩৩৫৮, ২৮২৪৭২), এ সি দ্বিশয্যার ক্লাসিক রুমের ভাড়া ৫,৫০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যার স্টাইল রুমের ভাড়া ৬,৫০০ টাকা। **বেয়ারফুট রিসর্ট** (☎০৪৪-৪২৩১৬৩৭৬), নন-এ সি নিকোবরি কটেজের ভাড়া ৮,৩০০ টাকা, এ সি আন্দামান ভিলার ভাড়া ১১,০০০ টাকা, নন-এ সি ডুপ্লেক্স কটেজের ভাড়া ১২,৬০০ টাকা।

আন্দামানে স্কুবা ডাইভিং ট্রেনিং করান:
Dive India
website: www.diveindia.com
E-mail: info@diveindia.com

কলকাতায় যোগাযোগ:
☎98310-78347, 90070-09063

পোর্টব্লেয়ার ও হ্যাভলকের এস টি ডি কোড: ০৩১৯২।

কন্টিনেন্টাল
172, Lenin Sarani, Kol-700 013.
Ph: 2212-7715/4090
Mobile: 98747 63053/98303 08705
সরকারি/বেসরকারি হোটেল বুকিং

কাশ্মীর	সিকিম
পশ্চিমবঙ্গ	কুমায়ুন
রাজস্থান	মধ্যপ্রদেশ
কেরালা	মেঘালয়
অরুণাচল	গাড়োয়াল
হিমাচল প্রদেশ	তামিলনাড়ু
লে-লাদাখ	অন্ধ্রপ্রদেশ
ওড়িশা	অসম
দক্ষিণ ভারত	গুজরাট
উত্তরপ্রদেশ	মহারাষ্ট্র-গোয়া

Spl. Discount
ON LINE BOOKING
www.continentaltravels.co.in
-: Branch :-
Lalbazar-9831125446
Gariahat-9830111999 Kasba-2415 0032
Jadavpur-9883205816 Belghoria-8420057891
Krishnanagar-9233972873 Nalhati-9874763053
Kalyani-9433351219 Budge Budge-9831735373
Kalna-9932252423 Durgapur-9851105701
Jamshedpur-9835183717 Raigunge-9434120910
Siliguri-9836006067 Jalpaiguri-9800311833

একনজরে ছয় ভ্রমণ

✓সূর্যলঙ্কা বিচ ✓নন্দী হিলস ✓তৃষ্ণা অভয়ারণ্য ✓তালসারি ✓কালুক ✓মাউন্ট আবু

	সূর্যলঙ্কা বিচ	নন্দী হিলস	তৃষ্ণা অভয়ারণ্য
কেন যাবেন	হায়দ্রাবাদ থেকে ৩২৯ কিলোমিটার এবং বিজয়ওয়াড়া থেকে ৯২ কিলোমিটার দূরে সূর্যলঙ্কা বিচ। বঙ্গোপসাগর এখানে অপরূপ। নির্জন এই সাগরবেলায় দুয়েকদিন থেকে ঘুরে আসতে পারেন ভোদারেভু বিচ। গুন্টুর থেকে ভোদারেভু ৩৫ কিলোমিটার।	বেঙ্গালুরু থেকে ৬২ কিলোমিটার দূরে নন্দী হিলসে গ্রীষ্মকালেও বেশ ঠান্ডার আমেজ থাকে। পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে নন্দীশ্বর মন্দির। এখানে টিপু সুলতানের সামার প্যালেসটি দেখে মুগ্ধ হতে হয়। অবশ্যই দেখে নেবেন টিপুস ড্রপ। এখান থেকেই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া হত অতল খাদে। রয়েছে বেশ কয়েকটি ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকে সূর্যাস্তের শোভা অসাধারণ লাগে। একরাত এখানে থেকে ঘুরে দেখে নিন অমৃত সরোবর, নেহরু নিলয়, চবুতরা। পূর্ণিমা রাতে নন্দী পাহাড়ের রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে।	দক্ষিণ ত্রিপুরার তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের খ্যাতি তার উদ্ভিদ-বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর জন্য। বিপুল সংখ্যক গাউর ছাড়াও এই অরণ্যে রয়েছে উল্লুক, গোল্ডেন লাঙ্গুর, ক্যাপড লাঙ্গুর, বুনোশুয়োর, শিয়াল, খরগোশ, কয়েক ধরণের সরীসৃপ এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।
কীভাবে যাবেন	নিকটতম রেলস্টেশন বাপাটালা থেকে সূর্যলঙ্কা বিচের দূরত্ব ৯ কিলোমিটার। এপথে প্রচুর অটো পাবেন। ১২৮৩৯ চেন্নাই মেল ট্রেনটি হাওড়া থেকে প্রতিদিন রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে বাপাটালা পৌঁছয় পরদিন ৯টা ৪৭ মিনিটে। সবথেকে ভালো হয় হাওড়া থেকে ১২৮৪১ করমন্ডল এক্সপ্রেস ধরে পরদিন সকাল ১০টা ২০ মিনিটে বিজয়ওয়াড়া নেমে বেলা ১টা ১৫ মিনিটে ১৭৪০৬ কৃষ্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনটি ধরলে। এটি দুপুর ২টো ৪০ মিনিটে বাপাটালা পৌঁছয়। এছাড়াও দক্ষিণ ভারতগামী অন্যান্য ট্রেনে বিজয়ওয়াড়া নেমে ট্রেন বদল করে চলে আসতে পারেন বাপাটালা।	কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বিমানে বেঙ্গালুরু চলে আসুন। বেঙ্গালুরু রেলস্টেশনের বিপরীতেই রয়েছে বাস টার্মিনাস। এখান থেকে নন্দী হিলসে যাওয়ার বাস পেয়ে যাবেন।	আগরতলা যাওয়ার জন্য আকাশপথই সুবিধাজনক। সময় লাগে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। আগরতলা থেকে তৃষ্ণা অভয়ারণ্য ৯৫ কিলোমিটার এবং বিলোনিয়া থেকে ১৩ কিলোমিটার। এপথে প্রাইভেট গাড়ি পেয়ে যাবেন।
কোথায় থাকবেন	এখানে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল সূর্যলঙ্কা বিচ রিসর্ট (☎২২৮১-৩৬৭৯), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬৮০ টাকা। এছাড়াও সাতশয্যার ডর্মিটরি আছে (স্পট বুকিং হয়)।	এখানে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক পর্যটনের হোটেল পাইন টপ (☎০৮১৫৬২-৫০৯০৬), এখানে তিনটি নন-এ সি দ্বিশয্যার ঘর আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ১,০০০ টাকা।	বিলোনিয়াতে রয়েছে ত্রিপুরা পর্যটনের মহুরি পর্যটন নিবাস অ্যান্ড কটেজ (☎২২৮২-৫৭০৩), নন-এ সি তিনশয্যাঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা, কটেজের ভাড়া ২৫০ টাকা। দ্বিশয্যার ভি আই পি রুমের ভাড়া ৪০০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ১৫০ টাকা। এছাড়া বিলোনিয়াতে বনদপ্তরের বিশ্রামগৃহ 'বনমহল'-এ (অনিমেষ দাস ☎০৯৪৩৬৫০২৪৮৪) ঘর বুক করতে হলে আগে থেকে অনুমতির প্রয়োজন।
জরুরি ঠিকানা	বিশদ জানতে যোগাযোগ: অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন সিকিম কমার্স হাউস ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮১-৩৬৭৯	বিশদ জানতে যোগাযোগ: কর্নাটক পর্যটন ৪৯, সেকেন্ড ফ্লোর, খনিজ ভবন রেস কোর্স রোড বেঙ্গালুরু-৫৬০০০১ ☎(০৮০) ২২৩৫-২৯০১/২৩৮৪	বিশদ জানতে এবং অগ্রিম অনুমতির জন্য যোগাযোগ: চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন অরণ্যভবন, নেহরু কমপ্লেক্স গোর্খা বস্তি, আগরতলা-৭৯৯ ০০৬ ☎০৩৮১-২৩২৩৭৭৯

একনজরে ছয় ভ্রমণ

	তালসারি	কালুক	মাউন্ট আবু
কেন যাবেন	দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র আর তার পাড় ধরে ঝাউবনের ঘন সন্নিবদ্ধ সমাবেশ— এই নিয়েই তালসারি। এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রূপ এককথায় অসাধারণ। জোয়ারের সময় জল চলে আসে হাতের নাগালে। আবার ভাটার সময় চলে যায় অনেক দূর। তখন শুধু সৈকত ধরে হেঁটে চলা। কাছেই সুবর্ণরেখা নদী এসে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। ঘুরে দেখে নিতে পারেন চন্দনেশ্বর মন্দির ও অল্পচেনা সাগরবেলা উদয়পুর-দত্তপুর।	পশ্চিম সিকিমের স্বল্পচেনা গন্তব্য কালুক। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ অসাধারণ। নিঝুম কোলাহলহীন পরিবেশ কালুককে আরও মায়াময় করে তুলেছে। অনিন্দ্যসুন্দর এই প্রাকৃতিক পরিবেশে দিনদুয়েক কাটাতে দারুণ লাগবে। বর্ষার সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাবছরই কালুক যাওয়া যেতে পারে।	আরাবল্লি পাহাড়ে অবস্থিত রাজস্থানের একমাত্র শৈলশহর মাউন্ট আবু। সারাবছরই এখানে মনোরম আবহাওয়া। এই শহরের মুখ্য আকর্ষণ ৩ কিলোমিটার দূরের দিলওয়ারা জৈনমন্দির। মন্দিরের মধ্যে পাথরের শিল্পকর্ম দেখার মতো। শহরের মাঝেই রয়েছে নাক্কি হ্রদ। এর গায়েই রঘুনাথ মন্দির। হ্রদ-লাগোয়া পাহাড়ের ওপর ভিউ পয়েন্ট আর 'টোড রক' পাথরখণ্ড। এছাড়াও রয়েছে অধরাদেবী মন্দির, সানসেট পয়েন্ট, ওম শান্তি ভবন আশ্রম প্রভৃতি। হাতে সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন অচলগড় দুর্গ (১০ কিলোমিটার), এবং গুরুশিখর শৃঙ্গ (১৮ কিলোমিটার)।
কীভাবে যাবেন	কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বাসে দিঘা এসে মোটরচালিত ভ্যান বা গাড়িতে চলে আসুন তালসারি। দিঘা থেকে দূরত্ব মাত্র ৮ কিলোমিটার। হাওড়া থেকে দিঘা আসে ১২৮৫৭ তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস, ১২৮৪৭ দুরন্ত এক্সপ্রেস, ১৮০০১ কান্ডারি এক্সপ্রেস।	নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রিনচেনপংয়ের দূরত্ব ১৫২ কিলোমিটার। পুরো গাড়ি ভাড়া করেও আসতে পারেন। অথবা শিলিগুড়ি থেকে শেয়ার জিপে জোড়থাং এসে, সেখান থেকে আবার শেয়ার জিপ ধরেও চলে আসা যায় রিনচেনপং। রিনচেনপং থেকে কালুক মাত্র ৩ কিলোমিটার। পেলিং থেকে রিনচেনপং ১৩৫ কিলোমিটার।	মাউন্ট আবুর কাছের রেলস্টেশন আবু রোড। দূরত্ব ২৯ কিলোমিটার। আমেদাবাদ ও যোধপুর থেকে প্রচুর ট্রেন আসছে। উদয়পুর থেকে মাউন্ট আবুতে বাস আসছে। দূরত্ব ১৮৫ কিলোমিটার।
কোথায় থাকবেন	এখানে থাকার জন্য রয়েছে ওড়িশা পর্যটনের পান্থশালা (☎২২৬৫-৪৫৫৬), সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৪০০ টাকা, এ সি স্যুইটের ভাড়া ২,৭৫০ টাকা।	এখানে থাকার জন্য রয়েছে মান্দারিন ভিলেজ রিসর্ট, ভাড়া ১,৫০০-২,৫০০ টাকা। গন্ডে ভিলেজ রিসর্ট, দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৮০০-২,১০০ টাকা, কটেজের ভাড়া ৩,০০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩৬৪-৬৪৬৩২। কাঞ্চনভ্যালি ট্যুরিস্ট লজ, ভাড়া ৭০০-১,২০০ টাকা। রিনচেনপং ভিলেজ রিসর্ট, ভাড়া ১,৮০০-২,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎২৪৮৬-০৫৮৩।	রাজস্থান ট্যুরিজমের হোটেল শিখর (☎২৩৮৯৪৪), স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২৫০ টাকা, নন- এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,২৫০ টাকা, এ সি সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৫৫০ টাকা। স্যুইট কটেজের ভাড়া ২,৯৯০ টাকা। (প্রতিটি ভাড়ার সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে। ট্যাক্স অতিরিক্ত। ১৫ মে থেকে ২২ জুন ভাড়া বাড়বে)। প্রাইভেট হোটেল: পানঘাট (☎২৩৮৮৮৬), ভাড়া ১,৫০০ টাকা। চাণক্য (☎২৩৮১৫৪), ভাড়া ২,৫৫০-৩,৮৫০ টাকা। মহারাজা (☎০৯৪১৪১৫৭৮৭৯), ভাড়া ১,৮৫০-২,৫৫০ টাকা।
জরুরি ঠিকানা	বিশদ জানতে যোগাযোগ: ওড়িশা পর্যটন উৎকল ভবন ৫৫, লেনিন সরণি কলকাতা- ৭০০ ০১৩ ☎২২৪৯-৩৬৫৩	বিশদ জানতে যোগাযোগ: সিকিম পর্যটন সিকিম কমার্স হাউস ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮১-৭৯০৫/৫৩২৮	বিশদ জানতে যোগাযোগ: রাজস্থান পর্যটন কমার্স হাউস, ২, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ (দ্বিতল) কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎২২১৩-২৭৪০ মাউন্ট আবুর এস টি ডি কোড: ০২৯৭৪।

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

কাশ্মীর (১৪ দিন) মধ্যপ্রদেশ (১২ দিন) হিমাচল (১০ দিন) ডুয়ার্স (৫ দিন) লাভা-লোলেগাঁও (৭ দিন) সিকিম (৯ দিন) প্যাকেজ। ৩, ম্যাঙ্গো লেন, ১ম তল, কলকাতা-১। Ph: 033-2262-2820/1849, (M): 098308-50105.

Crews Tourism Pvt Ltd

নিজস্ব প্যাকেজ— কাশ্মীর 5, 10, 13, 15, 20, 23, 26/10, 20/12 সিমলা মানালি 3/6, 13, 20/10, 22/12 নৈনিতাল 12, 19/10, 21/12 কেদারবদ্রী 2/6 মধ্যপ্রদেশ 14, 23/10, 25/12. Ph: (033) 4001-6660, 86979-82878.

ডুয়ার্স naturecamp Travels

গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, বক্সা, রায়মাটাং, জয়ন্তী, বিন্দু, ঝালং, রকি-আইল্যান্ড, সামসিং সহ সমগ্র ডুয়ার্সে হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। গরুমারাতে নিজস্ব রিসর্ট। Call : 98744-39571, 84204-63611.

New Eye India Travels

রাজস্থান/ কেরল/ বম্বে গোয়া/ সাউথ ইন্ডিয়া/ ভাইজ্যাগ-আরাকু-হায়দ্রাবাদ/ সিকিম/ ডুয়ার্স। এছাড়া কমপক্ষে ৮ জনের জন্য যে-কোনও দিন যে-কোনও প্যাকেজ। পুজোর বুকিং শুরু হয়েছে। 7, C. R. Avenue, Kol-72, (033) 3246-9887, 98365-84017, 98307-26776.

স্পা ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

সমগ্র হিমাচল এবং লে-লাদাখ। যাত্রার তারিখ আপনার। নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। ন্যূনতম ২ জন। Mobile: 94748-00233/91637-91788. E-mail: spatourandtravels@gmail.com

চৌধুরী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

শ্রীনগরে প্যাকেজ— জম্মু-জম্মু @5,500/- (আহারাদি বাদে) @9,500/- (আহারাদি সহ)। সিকিম প্যাকেজ— গ্যাংটক পেলিং ইয়ুমথাং @8,500/- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়— শ্রীনগর, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, পুরী হোটেল বুকিং। এছাড়া ভাইজ্যাগ, আরাকু, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, হরিদ্বার, নৈনিতাল সহ সারা ভারত হোটেল বুকিং। 9, শ্যামবাজার স্ট্রিট, (শ্যামবাজার A. V School-এর কাছে)। কলি-5. 93397-30148, 98303-84279, 98838-96170.

দেবভূমির নিজস্ব প্যাকেজ

কেদার বদ্রী 27/9 লাদাখ 8/8, 6/9 লাহুল স্পিতি 20/9,4/10 কাশ্মীর 14/6, 20/9, 10/10, 19/10 কেরালা 10/10, 22/11, 13/12, 20/12, 3/1/2014 কিন্নর কাজা 1/10, 19/10 কিন্নর মানালি 27/9, 11/10, 20/10 রাজস্থান 1/10, 11/10, 2/12, 3/1/2014 আন্দামান 1/10, 15/10, 14/2/2014 নেপাল 20/2 হরিদ্বার মুসৌরি 8/11 কুমায়ুন 10/10. DEB BHUMI Tour & Travels, 28, B. B. Ganguly Street, Kolkata-12 (W.B.), 98743-73380, (033) 4066-0235, 099035-22455 Himachal: 098164-04793, 094183-42999.

প্যাকেজ ট্যুর

Itinerary Planner

Hotel and Family Package booking For Gangtok, Ravangla, Pelling, Rinchenpong, Kaluk, Juluk, Okhrey, Versey, North Sikkim Package. ★Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars. ★Bhutan, Orissa, Himachal, Uttarakhand, Rajasthan and Kerala. Contact: 98303 06159/(033)2486 0583. www.itineraryplanner.net

পরিযায়ী ট্যুরস এন ট্রাভেলস

কাশ্মীর, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, ডুয়ার্স, রাবংলা, গুরুদোংমার, ইউমথাং আপনার পছন্দমতো দিনে। Tailor Made Package-এ চলুন হিমাচল/ কুমায়ুন/ গাড়োয়াল/ কাশ্মীর/ উত্তরবঙ্গ/ ডুয়ার্স। সারা ভারতে হোটেল বুকিং। ডুয়ার্সে সারাবছর Special প্যাকেজ। 99036-93756. (033) 3262-5588. web: www.parijayee tnt.com

ডিসকভার ইন্ডিয়া ট্যুরিজম

গোপীনাথ দাশ পরিচালিত 4, N. S. Rd., Kol-1 (O) 6555-5531/ (M) 98311-92195. চলো যাই ভুটান, আন্দামান ও সুন্দরবন প্রতি সপ্তাহে— আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শিলিগুড়ি: 98320-14243 বহরমপুর: 94347-54345 দুর্গাপুর: 94341-01163.

ডিসকভার ইন্ডিয়া ট্যুরিজম

গোপীনাথ দাশ পরিচালিত পূজা CUM শীতকালীন প্যাকেজ ট্যুরের বুকিং চলছে— পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীর, হিমাচল, রাজস্থান, উঃ ভারত, দঃ ভারত, কুমায়ুন। 4, N. S. Rd., Kol-1 (O) 6555-5531/ (M) 98311-92195. শিলিগুড়ি: 98320-14243 বহরমপুর: 94347-54345.

গুজরাট

DuSk কচ্ছের রান, নলসরোবর, ভেলাভেদার, দ্বারকা, সোমনাথ, গির, জুনাগড়, সাপুতারা, ডাঙি, ভাদোদরা, সবরমতী, মাধেরা, অম্বাজী, আমেদাবাদ, অক্ষরধাম, দিউ। M: 94328-84563/99033-31073. E: info.wilddusk@gmail.com

পশ্চিমবঙ্গের আরাকু ভ্যালি বিহারীনাথ

পাহাড় শ্রেণি, ঘনজঙ্গল, লেক, দামোদর নদ, বিখ্যাত শিবমন্দির, কাছেই গড় পঞ্চকোট, বড়স্থি, শুশুনিয়া, একমাত্র থাকার জায়গা বিহারীনাথ ট্যুরিস্ট পয়েন্ট। 033-6954-7111/ 80172-02499/ 97328-61020. bublu.bnr@gmail.com

ভ্রমণ পিয়াসী ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

শ্রীনগর, পহেলগাঁও, পেলিং, গ্যাংটক (নিজস্ব হোটেল)। এছাড়াও জম্মু, কাটরা, অমৃতসর, দিল্লি, আগ্রা, হরিদ্বার, ভাইজ্যাগ, আরাকু, কিন্নর-কল্পা, নৈনিতাল সহ সমগ্র কুমায়ুন ও পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, দার্জিলিং, লাভা-রিশপ সর্বত্র হোটেল/ গাড়ি বুকিং। 90627-27906/99037-98996.

আন্দামান চলুন সোনালির সঙ্গে

পোর্টব্লেয়ার থেকে পোর্টব্লেয়ার— এসি/ নন-এসি প্যাকেজ কমপক্ষে ৪ জন— বাজেট ও ডিলাক্স প্যাকেজ— সোনালি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস, ৩ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১। Ph: 033-2262-1849/2820, 98308-50105

প্যাকেজ ট্যুর

নৈনিতালের একমাত্র বাঙালি ট্রাভেল এজেন্সি

SUNITI TOUR & TRAVELS

সমগ্র কুমায়ুনে হোটেল/ গাড়ি/ বাস ও Carbett সাফারি বুকিং করা হয়। এছাড়া কুমায়ুন প্যাকেজ Nainital (2N) Jaggeswar (1N) Patal Bhubaneswar/ Chaukari (1N) Munsiary (2N) Kausani (1N) Covering Almora, Ranikhet, Baijnath, পুজা প্যাকেজ: 11/10, 19/10, ও 23/12/2013. যোগাযোগ: H. O. The Mall, Nainital, 05942-220402, (M): 098972-09933, 094519-45541. কলিকাতা বুকিং: AD 287, Rabindra Pally, Kestopur, Kol-101, (M): 98301-10177, 98745-26617, 94330-72131. Web: www.sunitiitravels.com, Email: little_sparrow88 @yahoo.com

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

সুন্দরবন প্যাকেজ IN/2D@2,500/- 2N/3D@3,500/-. ডিলাক্স প্যাকেজ 2N/3D@ 4,500/-, শর্তাবলি প্রযোজ্য। দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, চারখোল, পেডং, বিন্দু, ঝালং, মুর্তি, লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্স। 98305-29628/99030-64928.

Excursion2India

আপনার সাধের জায়গায় আপনারই সাধ্যের মধ্যে ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার জন্য যোগাযোগ করুন। ভারতের যে-কোনও জায়গার হোটেল, গাড়ি অথবা টেলরমেড প্যাকেজ বুকিংয়ের যোগাযোগ: 91635-80464, 94393-65707, www.excursion2india.com

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

মধ্যপ্রদেশ, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, হিমাচল, কাশ্মীর, গ্যাংটক, ডুয়ার্স, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, চাঁদিপুর, বকখালি, গোপালপুরের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, আন্দামান ও অরুণাচল হোটেল ও প্যাকেজ। 98304-32868. www.kanakanjalitourism.com, 7, B. B. Ganguly St.

NORTH EAST TRAVELS

নিজস্ব হোটেল: জলদাপাড়া, রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, চারখোল, কোলাখাম, ওখরে, শিলং, গ্যাংটক, পেলিং, উত্তরে, কালুক, বার্মিওক, জয়পুর। মে মাসে পশ্চিম সিকিম প্যাকেজ ট্যুর ও সেপ্টেম্বর মাসে ভুটান প্যাকেজ ট্যুর। সিকিমের যে-কোনও জায়গায় গাড়ি ও হোটেল বুকিং। সিল্করুটে গাড়ি/ হোটেল বুকিং। এয়ার ও রেল ই-টিকিটিং করা হয়। ১১ই ডোভার লেন, কলকাতা-২৯, 94745-94446, 033-4004-5082.

লাভা লোলেগাঁও রিশপ কালিম্পং

দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, উত্তরে, রিনচেনপং, আরিতার, হোটেল ও প্যাকেজ। Ph: 2262-1849/ 2820, 98308-50105, 99033-11361.

ক্লাসিক ট্যুরিজম

রাজস্থান 11/10, 15/10, 19/10 গুজরাট 11/10, 19/10 গোয়া-মহারাষ্ট্র 11/10, 15/10, 19/10 কন্যাকুমারী সহ কেরালা 11/10, 15/10, 19/10 ভাইজ্যাগ-আরাকু-হায়দ্রাবাদ 11/10, 15/10, 19/10 দঃ ভারত 11, 19/10 উঃ ভারত 11, 15, 19/10. 2227-1850, 94331-86406.

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

কেরালা, গোয়া, রাজস্থান, কাশ্মীর, সিমলা-মানালি, নৈনিতাল, সিকিম, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, দার্জিলিং, ডুয়ার্স-এ আপনার পছন্দের হোটেল ও প্যাকেজ। কেরালা ১৮/১০, ২৩/১২, সিমলা ১১ ও ১৫/১০, গোয়া ১৯/১০। 99030-55345, 2554-4926.

CITI SAFARI TOURS PVT. LTD.

International>Eurail tickets/Passes, Domestic & international:- Hotels, Adventure & Wildlife Safari, Cruise, Edu. & Excursion Tours & Tailor Made Packages. 167-N, R. B. Ave. Gariahat Jn. Kol-700 019. Tel : +913324606101 Mob : 919038111199. citisafari.ho@gmail.com; www.cititravels.net

ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Andaman, J & K, Himachal, Uttarakhand, MP, Kerala, Uttaranchal, Orissa, South India, Sikkim, Bengal, Andhra, Rajasthan, Gujrat -এ Govt & Pvt hotel booking ও customized tour করার জন্য : Travel Solutions and Consultancy 2574-6122.

ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Bangkok, Pattaya, Singapore, Malaysiya, Nepal, Bhutan, Europe, Australia, America, Middle East সহ আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, Air Ticket, Passport, Visa, Conference ও Event Management -এর জন্য যোগাযোগ: Travel Solutions and Consultancy (9831095512) travelsc@hotmail.com

ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Senior Citizen-দের জন্য home to home Tajpur, Puri, Mandarmoni, Dooars, Sundarbon, Benaras, Lucknow, Allahabad-এ group tour-এর জন্য: Travel Solutions and Consultancy, 43/1, Block-A, Bangur Avenue, Kolkata-55 (9830738885).

Sylvan Tours & Travels

গ্রীষ্মে প্রতিদিন সিকিম (NJP থেকে কমপক্ষে 6 জন) পুজোয় কাশ্মীর/ সিমলা-মানালি/ কিন্নর/ নেপাল/ রাজস্থান/ দঃ ভারত/ গোয়া/ নৈনিতাল Call Sujit: 98301-56212 / 94334-09706. 7, C. R. Avenue, Laha Paint House, Kol-72. www.sylvantravels.com

ক্লাসিক ট্যুরিজম

কেদার-বদ্রী 21/5, 11/10, 15/10, 19/10 সিমলা-মানালি 11/10, 15/10, 19/10 নৈনিতাল-চৌকরি 11/10, 15/10, 19/10 কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী 11/10, 15/10, 19/10 নেপাল 11/10, 19/10 কিন্নর ভ্যালি 11/10, 15/10, 19/10. 60 লেনিন সরণি, কলি-13. 2227-1850, 98306-12127.

মঠ পরিচালিত তীর্থ ভ্রমণ
9874450426/25701028

অমরনাথ ঘোড়া/ হেলিকপ্টার 5, 15/7 চারধাম কেদারবদ্রী 15/5 গঙ্গোত্রী গোমুখ 16/6 রথেপুরী 8/7 জন্মাষ্টমী মথুরা বৃন্দাবন 26/8 লে-লাদাখ 14/8 ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স 9/8. কেশর অ্যাপার্ট।

প্যাকেজ ট্যুর

হিন্দুস্থান ট্রাভেলস (এজেন্ট মহারাষ্ট্র ট্যুরিজম)

সিমলা, মানালি, নেপাল, সুন্দরবন প্যাকেজ মহারাষ্ট্র, পিলগ্রিম, কোস্টাল কোঙ্কন মুম্বই-গোয়া, পেঞ্চ টাডোবা। সমগ্র মহারাষ্ট্র-গোয়া হোটেল ও গাড়ি। সারা ভারতের ও নেপালে হোটেল বুকিং। 2212-7226/3316-0593/98300-49887. infor@hindusthantravels.com

শান্তি ট্রাভেলস

ভাইজ্যাক আরাকু 10/10, 22/12 উত্তর ভারত 25/9, 20/10 সিমলা মানালি 19/10 কাশ্মীর 20/10 বম্বে গোয়া 8/12 দঃ ভারত 20/10 কেরল 22/12 গ্যাংটক পেলিং প্রতি শুক্রবার। সারা ভারতের হোটেল গাড়ি বুকিং। 2236-7745/98300-69941.

মা দুর্গা ট্রাভেলস (থার্ড জেনারেশন)

অল্প খরচে সবার সেরা, সঠিক দামে ও মানে এক এবং অদ্বিতীয়। পুজোয় বুকিং শুরু: একেবারে সৈকতে সুইমিং পুল, ডান্সফ্লোর। বার সহ বিচ রিসর্টে বাঙালি রসনায় তৃপ্ত হয়ে নিজস্ব বাসে গোয়া ঘুরে দেখুন ৪ রাত ৫ দিন 4,999/- হাওড়া থেকে ৮ দিন 6,250/-. প্রতিদিন। কাশ্মীর 10, 11, 12, 15, 17, 19 অক্টোঃ। গোয়া, মুম্বই, অজন্তা, ইলোরা, সিরডি, লোলাভেলা খান্ডালা, পঞ্চগণি, মহাবালেশ্বর 10, 12, 14, 16 অক্টোঃ 28 ডিসেঃ। গোয়া কোচিন মুন্নার পেরিয়ার আলেপ্পি কোল্লাম ভারকালা কোভালাম 10, 14, 15, 16 অক্টোঃ 28 ডিসেঃ। সিমলা সারাহান সাংলা ছিটকুল রেকংপিও কল্পা রামপুর জালোরি মানালি রোটাং মণিকুল, 10, 12, 15, 17, 19 অক্টোঃ, মধ্যপ্রদেশ 10/10, 1/11, 7, 21/12. গুজরাট 10/10, 1/11. রাজস্থান 10, 19/10, 21/12. সারা ভারত, নেপাল ও ভুটানে হোটেল/ গাড়ি বুকিং। ৩, ব্যারেটো লেন (দ্বিতল), কলি-৬৯। 2213-1247/94320-12899.

ইউনিক নেচার (তেঘরিয়া)
7278031350/9674131349

চেনা অথচ অজানা সোনার বাংলো— ভালকিমাচান, গড়পঞ্চকোট, দেউলপার্ক, মাইথন, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, গরুমারা, বড়ষ্টি ও আরও অনেক। এছাড়া আসানবনি, ম্যাকলাস্কগঞ্জ, ঋষিখোলা সহ সমগ্র সিকিম প্যাকেজ: দুহিতা এপার্টমেন্ট, রুম নম্বর ৪, তেঘরিয়া মেন রোড, কলকাতা-157.

হোটেল রিসর্ট

দেবভূমি-র নিজস্ব হোটেল

সারাহান: হোটেল সাগরিকা, কেলং: হোটেল ডেকিট, সাংলা: দেবী রিজেন্সি, হোটেল রবি, সিডার অ্যান্ড মো ভিউ, মেহাক রিসর্ট, কল্পা: হোটেল শিবালিক, হোটেল পার্বতী, মোনাল রেসিডেন্সি, চিনি বাংলো, হোটেল হোয়াইট নেস্ট, নিউ শিবালিক রিসর্ট, টাবো: হোটেল টাইগার ডেন, হোটেল সিদ্ধার্থ, কাজা: পিতি সরাই, ডেলেক হাউস। DEB BHUMI Tour & Travels, Head Off.: 28, B. B. Ganguly Street, Kolkata-12 (W.B.), 98743-73380, (033) 4066-0235, 099035-22455 Himachal: 098164-04793, 094183-42999.

Hotel Chandan (Puri)

পুরী হোটেলের পিছনে, হোটেল কামাখ্যার বিপরীতে হোটেল চন্দন। লাক্সারি রুম, AC, Non-AC, বাগান, রেস্টুরেন্ট সহ। রুম ভাড়া ৮০০, ১,২০০, ১,৮০০। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: ব্যানার্জীদা 98310-39240, মানব 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

হোটেল রিসর্ট

হোটেল 'নিউ সম্রাট' ওল্ড দিঘা

মনোরম পরিবেশে মধ্যবিত্ত বাজেটের বাঙালি হোটেল। রুম ভাড়া @Rs. 400-450/-. মার্বেল/টাইলস রুম, অ্যাটাচ বাথ, 24 ঘণ্টা জল, কালার টিভি)। বুকিং: সিলভান 98301-56212/94334-09706. ট্রাভেল এজেন্টরাও স্বাগত।

SYLVAN TOURS & TRAVELS

পুরী, দিঘা, দার্জিলিং, সিকিম, ডুয়ার্স, হিমাচল, কাশ্মীর, চারধাম, নৈনিতাল, নেপাল সর্বত্র হোটেল/ গাড়ি বুকিং: 98301-56212/94334-09706. 7, C. R. Avenue, Laha Paint House, Kol-72. web: www.sylvantravels.com

ডুয়ার্সে চলুন আমাদের সাথে

গরুমারা, চাপড়ামারি, বিন্দু, কালং, মূর্তি, সামসিং, সুনতালেখোলা, মেদলা— প্যাকেজ কমপক্ষে ৬ জন- ৬,৫০০ (প্রতিজনা) নন-এসি-১০,৫০০ (প্রতিজনা) এসি— যে-কোনও দিন। Ph: 2262-2820, 2262-1849/98308-50105.

চল যাই না

৬ দিনে দার্জিলিং, রিশপ, লোলেগাঁও/ গ্যাংটক, পেলিং। ৬ দিনে ভুটান-থিম্পু, পারো, পুনাখা, চেলালাপাস ৯,০০০/- ১৩ দিনে কাশ্মীর, বৈষ্ণোদেবী ১০,৮০০/- পুজোয় কিন্নর-কৈলাস-সিমলা, কল্পা, সারাহান ৯,৬০০/- ও পুরী, দিঘা সহ উপরোক্ত সর্বত্র হোটেল ও গাড়ি বুকিং: 92315-45695.

ক্লাসিক ট্যুরিজম

Xclusive Andaman Tour. পর্যটকের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্কুল/কলেজ/ ব্যাঙ্ক/ কোম্পানি/ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ভ্রমণসূচির আয়োজন। Honeymoon Package. 60 লেনিন সরণি, কলি-13. Ph: 2227-1850, 94331-86406, 98306-12127.

পুরীর সমুদ্র সৈকতে একগুচ্ছ হোটেল

দীপ রিসর্ট, দীপগঙ্গা, ডায়মণ্ড প্যালেস, বঙ্গলক্ষ্মী, ড্রিমল্যান্ড, (পুরী) সং অব দি সি, ব্লু হেভেন (গোপালপুর অন সি) বুকিং: 2262-2820/2262-1849, 99033-11361/98308-52068.

কর্নাটক ও তামিলনাড়ু হোটেল/ গাড়ি বুকিং

চেয়াই-হোটেল রাজধানী (৮০০-১,৫০০) মহাবলীপুরম-হোটেল রামকৃষ্ণ (১,০০০-২,৫০০) তিরুচিরাপল্লী-হোটেল ভিগনেশ (৮৫০-১,৫০০) রামেশ্বরম-হোটেল মহারাজা (৭০০-১,৫০০) তাঞ্জোর-কাশি লজ (৬০০) ইয়ারকুদ-হোটেল শোবা (১,৫০০-২,৫০০) উটি-হোটেল খেমস (১,৫০০-২,৫০০) কোদাইকানাল-হোটেল অ্যানজে (৭৫০-১,৫০০) রামেশ্বরম-হোটেল আইল্যান্ড (৭৫০-১,৫০০) কন্যাকুমারী-নিউ কেপ হোটেল (৯০০-১,৫০০) পন্ডিচেরি-রাজা লজ (৭৫০-১,২০০) ম্যাঙ্গালোর-হোটেল হিন্দুস্তান (৫০০-১,২০০) মহীশূর-হোটেল প্রকাশ ডিলাক্স (৯০০-১,৫০০) উদিপি-হোটেল উষা (৪০০-৮০০) শ্রবণবেলগোলা-হোটেল রঘু (৮০০-১,৫০০) মাদিকেরি-হোটেল হিল ভিউ (১,০০০-১,৫০০) হাম্পি-বিষ্ণু গেস্টহাউস (৬৫০-১,০০০) গোকর্ন-হোটেল গোকর্ন ইন্টারন্যাশনাল (৮০০-২,০০০) কারোয়ার-হোটেল ভদ্রা (৬০০-২,০০০) ব্যাঙ্গালোর-হোটেল মহাবীর (৭৫০-১,২০০) QUICKR HOLIDAYS (M)- 089610-64651, 099039-66913, 090387-65363.

HOTEL ZODIAC, DARJEELING

5, minutes distance from Mall, Well decorated View Room Dlx-Carpet, Geyser, TV with Restaurant. Booking 2262-1849/2820, 98310-37788, 99033-11361.

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

গিরিবর্ত্মের দেশ লাদাখ। ভ্রমণের অনন্য অভিজ্ঞতা

LINKAGE লে, প্যাংগং হ্রদ, খারদুংলা পাশ, নুব্রা ভ্যালি, সো-মোরিরি হ্রদ। আপনার সময় ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন বাজেটের প্যাকেজ লে থেকে লে ৬ দিনের প্যাকেজ: ১৩,৫০০ থেকে শুরু। 2265-7999, 98301-52169.

সিকিমে হোটেল/প্যাকেজ/গাড়ি

LINKAGE গ্যাংটক, রাবংলা, পেলিং, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার, কালুক, উত্তরে, বোরং, নামচি, জুলুক, ওখরে, বার্সে, লিংথাম, আরিটারের বিভিন্ন বাজেটের আকর্ষণীয় প্যাকেজ। Ph: 2227-6685, 2265-7999, 98301-52169.

উত্তরাঞ্চলে হোটেল/গাড়ি

LINKAGE হরিদ্বার, মুসৌরি, ঋষিকেশ, রুদ্রপ্রয়াগ, চোপতা, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, যোশিমঠ, গঙ্গোত্রী সহ চারধামরুটের সর্বত্র হোটেল ও গাড়ি। এছাড়া নৈনিতাল, কৌশানি, করবেট, চৌকরি, মুন্সিয়ারিতে হোটেল ও গাড়ি। 2265-7999, 2227-6685, 98301-52169.

হোটেল/গেস্ট হাউস

পুরী ও দিঘাতে থাকা + খাওয়া (AC Room-এ 600/- Non-AC 450/-) মন্দারমণি থাকা + খাওয়া AC 900/-, Non-AC 750/-). দার্জিলিং গ্যাংটক পেলিং রাবংলা রিনচেনপং থাকা + খাওয়া 650/- লাভা লোলেগাঁও রিশপ থাকা + খাওয়া 650/-. 98313-80562 (বেলঘরিয়া), 80131-59604 (শিয়ালদহ)।

ট্যুরিস্ট কর্নার

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, ইউমথাং, দার্জিলিং, মিরিক, কালিম্পং, রিশপ, রিনচেনপং, সমগ্র ডুয়ার্স, কুমায়ুন, কিন্নরসহ হিমাচল, অমৃতসর, দিল্লি, হরিদ্বার, বেনারস, গোয়া, মুম্বই, তারাপীঠ, দিঘা, মন্দারমণি, শান্তিনিকেতন, চাঁদিপুর, পুরী। Ph: (033) 3293-5255, 98302-58931.

হাবিব গেস্টহাউস, শ্রীনগর | নেহরু পার্ক

তমাল পোদ্দার পরিচালিত ডাল লেক থেকে হাঁটাপথে ৩ মিনিট দূরত্বে বাঙালি পরিচালিত হোটেল। বাঙালি খাবার। আহারাদি সহ জম্মু— জম্মু প্যাকেজ ১০,৫০০, 9N/10D, আহার ছাড়া জম্মু-প্যাকেজ, 7,500/-, 9N/10D. Club Destiny, (M): 98313-60282, 2228-3246.

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, ধরমশালা, খাজিয়ার, নৈনিতাল, মুসৌরি, কৌশানি- হোটেল ও প্যাকেজ: 2262-2820/1849/ 98308-52068. www.sonalitourntravels.net

Villa Tours & Travels

হিমাচল (প্যাকেজ- 10/10, 19/10, 26/10) উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর (প্যাকেজ- 16/4/13) সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, লে-লাদাখ 21/6 (19 দিন)। নিজস্ব হোটেল: মানালি, সাংলা, কল্পা, সারাহান। Ph: 2231-8019/ 98303-71744, 98301-89778, 94338-13678.

ডিলাইট হোটেলস

পুরী-গ্যাংটক-লাচুং। হোটেলের জন্য বুকিং চলছে। গ্রুপ বুকিং অফার যোগাযোগ: ৮৫৯৯৯-৯৯০৮৩, ৯২৩৩৪-০০৩৯৯।

হোটেল রিসর্ট

হিন্দুস্থান গেস্টহাউস

দার্জিলিং ম্যালের কাছে হিন্দুস্থান গেস্টহাউস এবং ক্লাব স্ট্যান্ড থেকে ওঠার পথে রৌনক হোটেল। লাভায় নীহারবিন্দু ও রিশপে Eco Resort Holly Hock. 700/- থেকে শুরু। কল বুকিং: Club Destiny, 8 Lenin Sarani, Kol-13. 2228-3246, 98315-40968, 98044-00261.

Shilavilla Resort Pvt Ltd

কলকাতা থেকে ১ ঘণ্টায় সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বিলাসবহুল রিসর্টে ছোট্ট ছুটি কাটাতে সপরিবারে আসুন। সুবিধা-এ সি/নন-এ সি, সুইমিং পুল, ইন্ডোর গেম, গার্ডেন। কনফারেন্স রুম ও Fishing-এর সুবিধা। www.shilavilla resort.com, 98301-63896/98362-29187.

Season 4

শিব ঠাকুরের আপন দেশে— কল্পা, সাংলা, সারাহান, রামপুর, সোলাং, সিমলা, মানালি, কুলু, ধরমশালা, ডালহৌসি, খাজিয়ার, চাম্বায় সরকারি ও বেসরকারি হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

মরুভূমির নৃত্যাঙ্গনে ও হাভেলির ঘুঙুরের শব্দে রাজস্থান সরকার অনুমোদিত বুকিং সংস্থা সঙ্গে সেরা ও বাছাই করা হোটেল বুকিং। পছন্দসই গাড়ি ও বিশ্বস্ত গাড়িচালক। জয়পুর, আজমির, পুষ্কর, উদয়পুর, যোধপুর, মাউন্ট আবু, জয়সলমির ও বিকানির। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য স্থানের সরকারি ও বেসরকারি হোটেল বুকিং এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী লে-লাদাখ, আন্দামান ও বাংলাদেশ ঘোরার ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

সিকিম ও দার্জিলিং

naturecamp travels

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, হিবারমিওক, উত্তরে, জুলুক ও নাথাং ভ্যালি সহ সিল্করুট ও উত্তর সিকিম প্যাকেজ। দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, কোলাখাম, তিনচুলে, সিলারিগাঁও, বড়া ও ছোটা মাংগোয়ায় হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। (M): 98744-39571, 84204-63611.

Naik Palace

পুরীর সমুদ্র থেকে সামান্য দূরত্বে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- – 1,200/-. A C 1,500/-, Colour TV, Balcony. ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা-পেলিং

নিউ হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডের কাছে বাঙালি পরিচালিত হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঘরে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অনুভব করুন। উপভোগ করুন বাঙালি আতিথেয়তা ও বাঙালি খাবার। রুম ভাড়া ৭০০-১,২০০ টাকা। পেলিং থেকে অন্য জায়গায় থাকা ও sight seeing করা হয়। সন্তু চৌধুরী 93397-30148.

হোটেল রিসর্ট

Deep Resorts

পুরীর সমুদ্রসৈকতে আপনার নিজস্ব ঠিকানা: এ সি ডিলাক্স সি-ফেসিং ঘর, রেস্টুরেন্ট, তৎসহ গোপালপুর হোটেল বুকিং: 2262-2820/1849, 98308-52068, 99033-11361.

Marina Beach Guest House

ভাইজ্যাগে কৈলাসগিরি বিচের ওপর অত্যাধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। 10টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট রুম। Non-AC 900/- ভাড়া, AC 1,300/- ভাড়া। AC রেস্টুরেন্ট। আরাকু, ঋষিকোন্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাগের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার ব্যবস্থা করা হয়। চৌধুরী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস— 93397-30148, 095050-45959.

Hotel Blue Sea (Puri)

Standard Double Bed@ 1,100/- @1,300/-. Standard Double Bed View Room@ 1,500/- Special Discount for Group Booking 10% Service Charge applicable on Room Tariff. 90070-67441, (033) 3262-5588.

Hotel Palace Inn– New Digha

Standard Double Bed Gr. Floor @800/-, Deluxe Double 4 bed, 6 bed @1,000/- @3,500/- AC, Non-AC rooms are there. Special Discount for group booking. Cont.: 90070-67441, (033) 3262-5588.

naturecamp travels

সুনতালেখোলা নেচার ক্যাম্প

প্রকৃতি-প্রেমিকদের স্বর্গরাজ্যে সুনতালেখোলাতে নিজস্ব রিসর্ট নেচার ক্যাম্প থেকে রকি আইল্যান্ড, সামসিং, মৌচুকি ভ্রমণ করুন। Room ভাড়া 1,200/- থেকে শুরু। এছাড়া গরুমারাতে নিজস্ব রিসর্ট। Call: 98744-39571, 84204-63611.

পাইন ব্রুক গেস্টহাউস-শিলং

সমস্ত রুম অ্যাটাচড, গিজার, এল সি ডি, ডাইনিং/কনফারেন্স হল, রুম সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট। প্রবাসে বাঙালিয়ানা বিনোদনের শ্রেষ্ঠ ঠিকানা। স্কুল-কলেজ-অফিস-কনফারেন্স প্রভৃতির জন্য ট্রাভেল এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: 98310-89453 (কলি), 094369-85858 (শিলং)।

গোবিন্দ রিসর্ট (পুরী)

পুরীর সমুদ্র থেকে ১ মিনিট দূরে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- থেকে 1,000/-, A. C. 1,500/-, Colour T.V, Balcony. ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

বশিষ্ঠ ট্রাভেলস (হরিদ্বার)

হরিদ্বারে বাঙালি প্রতিষ্ঠান। এখানে তাপস সরকারের পরিচালনায় বিভিন্ন বাজেটের হোটেল ও ধর্মশালা বুকিং পাবেন। গাড়োয়ালের বিভিন্ন স্থানে যেতে ছোট-বড় সবরকমের গাড়ির বন্দোবস্ত আছে। 096392-45542 (হরিদ্বার), 9903525040/9830308705, 033-2212-9788.

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

Citi Safari Tours Pvt. Ltd.

International>Eurail Tickets & Passes, Domestic & International:- Hotel Booking, Adventure & Wildlife Safari, Cruise & Tailor made packages. 167-N, R. B. Ave. Gariahat Jn. Kol-19, 2460-6101, (M): 90381-11199. citisafari.ho@ gmail.com

হোটেল শারজা ও ডিপ্লোম্যাট-শ্রীনগর

ডাললেকের কাছে সম্পূর্ণ বাঙালি পরিচালিত থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা সহ প্রত্যেক রুমে কার্পেট, L C D, Colour TV, গিজার এবং 24 ঘণ্টা গরম জল ও ইলেক্ট্রিকের সুব্যবস্থা। বাপ্পা অধিকারী 98303-84279, সন্তু চৌধুরী 93397-30148.

আপনি কি কাশ্মীর যাচ্ছেন?

বাঙালি পরিচালিত নিজস্ব হোটেল জম্মু-প্রেস, কাটরা-কাশী বিশ্বনাথ, হলিসাইন, ওম শ্রী, শ্রীনগর-হোটেল শারজা, ডিপ্লোম্যাট, চিনার, পহেলগাঁও-লিডার প্যালেস, হিমল। নিজস্ব জম্মু-জম্মু প্যাকেজ 5,500/-, 9,500/- (9N/10D) 98303-84279, 93397-30148.

Ranar ট্রাভেলস

ডালজিন, তৎসহ পহেলগাঁও, কাটরা, গুলমার্গ, শোনমার্গ, জম্মু, পাটনিটপ। এছাড়া অমৃতসর সহ প্যাকেজ, হোটেল, গাড়ি বুকিং। Mob: 98310-18293/92306-12302.

Ranar ট্রাভেলস

হোটেল বুকিং: পুরী, দিঘা, ভাইজ্যাগ, গোপালপুর, তাজপুর, মন্দারমণি, গোয়া, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিংয়ে নিজস্ব হোটেল/ গাড়ি, সিমলা-মানালি। Mob: 98310-18293/92306-12302.

Ranar ট্রাভেলস

পুজোর প্যাকেজ: কাশ্মীর 20/9, 10, 11, 12, 13, 14/10 নৈনিতাল-কৌশানি 10, 14, 21/10 উঃ ভারত 20/9, 11, 14/10 কেরালা 10, 14, 28, 25/10 সিমলা-মানালি 10, 15, 22/10 ভুটান-নেপাল 10, 12, 22/10. Mob: 98310-18293/92306-12302.

Season 4

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে জানাই সাদর আমন্ত্রণ— জম্মু-কাশ্মীর সরকার অনুমোদিত বুকিং সংস্থা সঙ্গে বেসরকারি সেরা হোটেল বুকিংয়ের বিরাট আয়োজন। জম্মু, শ্রীনগর, শোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, হাউসবোট ও পছন্দ অনুযায়ী গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Season 4

অচেনা, অদেখা ভিন্ন স্বাদে হিমালয়। নামচি, হি-বার্মিওক, উত্তরে, ভার্সে, আরিটার, সিলারিগাঁও, পেডং, জুলুক, নাথাং, লুংথাং-এ হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 98308-77017/90510-13413.

Nature View Resort-Tajpur

সমুদ্রের কাছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত সুসজ্জিত ১০টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট রুম। AC, Non AC Room. LED TV, রেস্টুরেন্ট। Linkage: 2265-9999/2227-6685/98301-52169.

হোটেল রিসর্ট

হিমাচল ও কুমায়নে হোটেল/গাড়ি

সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, সারাহান, কল্পা, নাকো সহ সমগ্র হিমাচল এবং নৈনিতাল, কৌশানি, চৌকরী, বেরীনাগ, মুন্সিয়ারি সহ সমগ্র কুমায়ুনের হোটেল ও গাড়ি বুকিং করা হয়। 2228-3246, 98744-22811.

T. T. M. I. GROUP OF HOTELS

● পুরীর স্বর্গদ্বারে সর্বশ্রেষ্ঠ— সিগাল AC, N-AC ● গোপালপুর— সিপার্ল AC, N-AC (সমুদ্রে প্রায় ভাসমান) ● মন্দারমণি— সানা বিচ রিসর্ট ● RK/ ঋষিকোন্ডা— হোটেল সুপ্রিম, জাবেলি ও সাইপ্রিয়া বিচ ও আরাকু জগদ্দলপুর ● Pvt. & Govt. Hotels— ● Online Over 40,000 Hotels Worldwide বুকিং ●সমগ্র ভারত, নেপাল, ভুটান— কোথায় থাকবেন, কী দেখবেন, কীভাবে যাবেন বিস্তারিত জানতে www.ttmi2.com ● T.T.M.I. (পঃ বঃ ট্যুরিজম দ্বারা অনুমোদিত) 033-2284-5062, 2249-2716, 3295-3360, 93319-11437.

গুজরাট Specialist

সোমনাথ, ভুজ, দ্বারকা, দিউ, আমেদাবাদ, পোরবন্দর, জামনগর, গির সহ সমগ্র গুজরাটের ন্যায্যমূল্যে হোটেল ও গাড়ি বুকিং করা হয়। Club Destiny Group, 98744-22811, 2228-3246, 98044-00261.

কাশ্মীরের শ্রীনগরে ডালগেটে

অভিজাত নিজস্ব বাঙালি 'হোটেল কাশ্মীর' ও 'হোটেল রয়াল ইন'-এর 62 ঘরের এবং পহেলগাঁও, জম্মু, কাটরা, ইয়ুসমার্গ অমরনাথ, লে সহ সর্বভারতীয় প্যাকেজ/ হোটেল/ গাড়ি বুকিং-তিরুপতি স্পেশাল, ১বি গোকুল বড়াল স্ট্রিট, কল-১২, ওয়েলিংটন। 2237-6639/94320-13311.

গাড়োয়ালে হোটেল/ গাড়ি

কেদার বদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী এবং সমগ্র গাড়োয়ালে ন্যায্যমূল্যে হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। বুকিং করুন: Club Destiny Group, ৪, লেনিন সরণি, ওয়াচেন মোল্লা ম্যানসন, দ্বিতীয় তল, কলি-১৩। 98744-22811, 2228-3246, 98044-00261.

BUXA INN

জঙ্গল ও পাহাড়ের কোলে কোর এরিয়ার মাঝে জঙ্গলকে উপভোগ করতে হোটেল বক্সা ইন (খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা আছে)। Contact: Ratul Majumder, +919434229040/ +919775946511. Website: www.buxainn.com email id: ratulapd@gmail.com

HOTEL MUKTANGAN চাঁদিপুর

চাঁদিপুরে সি-বিচের ওপর হোটেল মুক্তাঙ্গন। অ্যাটাচড বাথ, জেনারেটর, কালার টিভি, রেস্টুরেন্ট সহ। Non-AC ও AC Room. Dormatory-র ব্যবস্থা আছে। চাঁদিপুর: (06782) 270027, (M) 098617-81083. কলকাতা- (033) 6533-0194/95, 99034-30911.

SUNDERBAN TIGER SAFARI

নিজস্ব বিলাসবহুল রিসর্টে, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ১ রাত ও ২ রাতের প্যাকেজ। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কাটান। যে-কোনও দিন ন্যূনতম ৮ জনে। 83A, Satish Mukherjee Rd, Kol-26. 98744-59647/98744-59648. www.sundarbantigersafari.com,

হোটেল রিসর্ট

ভিক্টোরিয়া প্যালেস (ডাললেক, শ্রীনগর)

ডাল লেকের কাছে কাশ্মীরি ঘরানার বাগানসমেত ১৫ রুমবিশিষ্ট বাঙালি পরিচালিত হোটেল। রুমে টি ভি, গিজার কার্পেট সঙ্গে বাঙালি খাবার। কাশ্মীরের অন্যান্য স্থানে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 98311-25446, 98303-08705. বিশদ জানতে www.kashmirspecial.com

হোটেল কবীর (ডাললেক, শ্রীনগর)

কাশ্মীরের ডাল লেকের সন্নিকটে ৪৫ রুমের হোটেল। বাঙালি পরিচালিত বাঙালি খাবার। গুলমার্গ, শোনমার্গ যেতে হোটেল ম্যানেজার সাব্বির ন্যায্য মূল্যে সবরকম ব্যবস্থা করে দেন। বিমানে যাতায়াতকারীদের আনার ব্যবস্থা আছে। 98311-25446, 98303-08705. www.kashmirspecial.com

Kolkata Guest House (ভাইজ্যাক)

ভাইজ্যাগের রামকৃষ্ণ বিচের থেকে হাঁটাপথে মাত্র ১ মিনিটের পথ। হোটেলে খাওয়াদাওয়াতে পুরোপুরি বাঙালিয়ানা। রুমভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা। আরাকু, ঋষিকোন্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাগের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার জন্য আপনি গাড়িও পাবেন এখানে। 98311-25446, 98303-08705।

Hotel Shanti Nir

হিমালয়ের কোলে বাঙালির আতিথেয়তার আস্বাদ নিতে আসুন HOTEL SHANTI NIR, GANGTOK, SIKKIM. CONTACT-98305 00491, 98303 36154, 89616 66474.

Crews Tourism Pvt. Ltd.

নিজস্ব হোটেল— গ্যাংটক Hotel AJAMBARI এবং Hotel Trinetra, Forest Colony Gate, দিঘা- Hotel APARUPA, Old Digha, সারা ভারত হোটেল, প্যাকেজ, Air, Rail & Bus ticket, excursion, short trip booking করা হয়। Ph: (033) 4001-6660, 86979-82878.

Hotel SAHARA, Kashmir

Your friendly host in Kashmir-Hotel SAHARA, Kohankhan, Dalgate, Srinagar, Pin: 190001, (M): 094190-10592. Email: ahameed47@ rediffmail.com

ডুয়ার্সের রানি 'জয়ন্তী' নদী ও পাহাড়ের কোলে

ROVERS' INN JAYANTI

Call: 94340-14233, 94347-54349, 97349-03177, 97341-72815, 035642-03163. Mail: Parthasr69 @gmail.com, WEB: roversinnjayanti.com

গ্রিন ভ্যালি

কৈলাশ মানস গাড়িতে 19/5, 17/6, 16/7, 15/8, 13/9 @99,999/- চারধাম ১৫ দিন @13,750/-, সান্দাকফু ট্রেকিং ৭ দিন @6,750/- Ex. NJP. 94330-95271, 98369-54365.

বিদেশ ট্যুর

Sylvan Tours & Travels

সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া @Rs. 36,500/- 6 দিন 14/10, ব্যাংকক-পাট্টায়া @ Rs. 17,500/- 5 দিন 9/10, শ্রীলঙ্কা @ Rs. 28,990/- 8 দিন 10/10. Air fare ও Visa আলাদা। পাসপোর্ট সহ ফোন করুন: Sujit 98301-56212/ 94334-09706. ই-মেল: info@sylvantravels.com

বেড়িয়ে এসে

মংলাজোরি থেকে ফিরে

এবছরের শুরুতে হঠাৎই পরিকল্পনা করলাম ওড়িশার চিলিকার উত্তরপ্রান্তে অখ্যাত গ্রাম মংলাজোরি যাব শীতের পরিযায়ী পাখি দেখতে ও তাদের ছবি তুলতে। প্রতিবারের মতো এবারেও 'ভ্রমণ' পত্রিকাই আমাদের গাইড হল। পত্রিকাটির পুরনো সংখ্যা খুঁটিয়ে পড়ে জায়গাটির বর্ণনা ও দরকারি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হল। সেইমতো ৪ জানুয়ারি ২০১৩ রাত এগারোটা চল্লিশের হাওড়া-চেন্নাই মেলে চেপে পরদিন সকাল আটটায় পৌঁছে গেলাম বালুগাঁও স্টেশনে। বালুগাঁও থেকে মংলাজোরি মাত্র ৩৫ কিলোমিটার। স্টেশন থেকেই প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে চলে এলাম মংলাজোরি ইকো কটেজে। পাখি দেখা, বোটিং, গাইড— সমস্ত কিছুর জন্য ভরসা হলেন মহাবীর পক্ষী সুরক্ষা সমিতির এন কে ভুজবল (☎: ৯৯৩৭১৫৩৮৫৭)। মংলাজোরির নলখাগড়ার বনে শীতকালে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখির মেলা বসে যায়।

জলপথে ডিঙিনৌকো চেপে পৌঁছতে হয় আরও ভেতরে, পাখিদের আস্তানায়। জলজ উদ্ভিদের গন্ধ মেখে, নলবন আর হোগলাবনের মধ্য দিয়ে লগি ঠেলে একসময় ছোট নৌকোটি আমাদের নিয়ে পৌঁছে গেল পাখিদের স্বর্গরাজ্যে। তিনঘণ্টার ভ্রমণে এত পাখি একসঙ্গে দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। লক্ষ লক্ষ দেশি-বিদেশি পাখির ওড়াউড়ি, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে দিকচক্রবালে মিলিয়ে যাওয়া, কিংবা তাদের ডানা ঝাপটানোর একত্রিত শব্দ— আরও হাজারো কর্মকাণ্ড ও এই মহাসমারর্তন চাক্ষুষ করতে করতে সারাটা দিন কেটে যায় কখন, টেরই পাওয়া যায় না। কত ধরণের পাখি— ওপেন বিলড স্টর্ক, ফেজেন্ট টেইল্ড জাকানা, ব্ল্যাক উইংড স্টিল্ট, হুইসকার্ড টার্ন, ব্রোঞ্জ উইংড জাকানা— এছাড়াও বহু ধরণের নাম-না-জানা পাখি। সবথেকে বেশি দেখলাম ব্ল্যাক টেইল্ড গডউইট। বিভিন্ন ধরণের ক্রেন, সোয়ান আর গাল দেখে চোখ জুড়াল। স্বচ্ছ জল আর নীল আকাশের চিত্রপটে আরও দেখলাম শিকারি পাখি মার্স হেরিয়ারের চক্কর কিংবা ব্লু ইয়ারড কিংফিশারের একাগ্রমনে শিকার-সন্ধান অথবা জলে ভেসে থাকা ব্রাহ্মণী হাঁসের ঝাঁক। নৌকোয় বসে মনের সুখে ক্যামেরাবন্দি করতে লাগলাম এইসব দুর্লভ দৃশ্য। বেলা পড়ে এল। পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্য চরাচর জুড়ে লাল মায়াবী আলো ঢেলে দিল। এবার ফেরার পালা।

পক্ষীপ্রেমীদের জন্য হাতের নাগালে অথচ স্বল্পপরিচিত এমন একটি জায়গার সুলুকসন্ধান দেওয়ার জন্য 'ভ্রমণ'-কে অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামীতেও এইরকম অনেক অজানা জায়গার খোঁজ পাওয়ার আশা রাখি শুধু।

মালবিকা ব্যানার্জি
মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-১২৯

বেড়িয়ে এসে

ভিতরকণিকার ভিতরে

'পুজোর ভ্রমণ গাইড' ২০১২ পড়ে ভিতরকণিকা যাওয়ার আগ্রহ তৈরি হয়। ওই সংখ্যার 'ভ্রমণ'-এ বিজ্ঞাপিত একটি রিসর্টে যোগাযোগ করে দু-রাত তিনদিনের প্যাকেজ ট্যুরে আমরা দুই বন্ধু গত ১৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে ভোর ৬টায় হাওড়া থেকে ধৌলি এক্সপ্রেসে কটকের উদ্দেশে রওনা হই। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেট করে, ঠিক দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে ট্রেন কটক স্টেশনে পৌঁছয়। স্টেশনেই সংক্ষিপ্ত আহার সেরে, আমাদের জন্য অপেক্ষারত দুধসাদা স্করপিও গাড়িতে উঠে বসলাম। গন্তব্য ১২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী নলিতাপাটিয়া গ্রাম। জানতে পারলাম যাওয়ার পথে তিনটে প্রাচীন বৌদ্ধবিহার পড়ে— ললিতগিরি, রত্নগিরি এবং উদয়গিরি। ওড়িশায় যা ডায়মন্ড ট্রায়াঙ্গেল নামে পরিচিত। ঠিক করলাম এদের মধ্যে প্রথম শতকে নির্মিত, সবথেকে প্রাচীন ললিতগিরি দেখে আমরা ভিতরকণিকা যাব। গাড়ি স্টেশন থেকে বেরিয়ে ৫ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ভদ্রকের দিকে চলতে শুরু করল। তারপর মহানদীর সেতু পেরিয়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী চণ্ডিখোল থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে পারাদ্বীপ যাওয়ার রাস্তা ধরল। প্রায় ৮-১০ কিলোমিটার পার করে আমরা ললিতগিরি বৌদ্ধস্তূপের গেটের সামনে দাঁড়ালাম। ঐতিহাসিক স্থানটির খনন-কার্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ হচ্ছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে। গেটে জনপ্রতি পাঁচ টাকা প্রবেশমূল্য জমা করে, হাল্কা চড়াই ভেঙে পৌঁছলাম, এ পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া বৌদ্ধস্তূপের সামনে। একটি ছোট সংগ্রহশালায়, খনন-কার্যের সময় প্রাপ্ত অমূল্য সব প্রস্তরমূর্তি রাখা রয়েছে। এদের মধ্যে সবথেকে বিস্ময় জাগায় দুটি আলোকচিত্র। খননকার্যের সময় মাটির তলায় পাওয়া যায় দুটি পাথরবাটি। প্রতিটি পাথরের বাটিতে পাওয়া যায় একটি করে রুপোর বাটি এবং প্রতিটি রুপোর বাটিতে পাওয়া যায় একটি করে সোনার বাটি— যার একটিতে পাওয়া যায় একটি দাঁত এবং অপরটিতে একটি হাড়ের টুকরো। মনে করা হয় দাঁত ও হাড়ের টুকরোটি ভগবান বুদ্ধের। এখানকার সংগ্রহে ওই দুটির আলোকচিত্র রাখা আছে। আসল বস্তুগুলি ভুবনেশ্বরের স্টেট আর্কিওলজিক্যাল সংগ্রহশালার স্ট্রং রুমে সংরক্ষিত। গেট দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার আগে লক্ষ করলাম সামনের কয়েকটি ঘরে শিল্পীরা পাথর খোদাই করে মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত। শুনলাম এঁরা নাকি দু'হাজারেরও বেশি বছর ধরে, বংশপরম্পরায় এইরকম মূর্তি তৈরি করছেন। যাই হোক, এবার গাড়িতে ৫এ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে চলা শুরু হল। কেন্দ্রাপাড়া টাউন পার করে গাড়ি জাতীয় সড়ক ছেড়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে পেট্টামুণ্ডাই পার করে রাজনগর এসে পৌঁছল। এখান থেকে নলিতাপাটিয়া আরও ৩০ কিলোমিটার। কটক থেকে রাজনগর পর্যন্ত নিয়মিত বাস সার্ভিস রয়েছে। যাঁরা বাসে আসবেন তাঁদের বাকি পথটুকু টাটা ম্যাজিক বা অটো রিকশায় অতিক্রম করতে হবে। রাজনগর থেকে কিছুদূর গিয়ে আমরা পাঠশালানদীর সেতু পেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরলাম। সামনেই পাঠশালানদী ব্রাহ্মণীনদীর সঙ্গে মিশেছে। এবার ব্রাহ্মণীনদীকে বাঁদিকে নিয়ে চলা শুরু করে আমরা খোলা ফরেস্ট চেকপোস্টের সামনে উপস্থিত। চেকপোস্ট পার করে আরও তিন কিলোমিটার অতিক্রম করে আমরা যখন রিসর্টে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিক ঢাকা। ব্রাহ্মণীনদীর পাড়ে, খড়ের ছাউনি দেওয়া রিসর্টের একটি কটেজে রাত্রিবাসের চমৎকার ব্যবস্থা। রাত্রি সাড়ে আটটার মধ্যে ডিনার শেষ করে শুয়ে পড়লাম। পরদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙল আমাদের কটেজের চালের ওপর বসা কয়েকটি পায়রার বকবকম শব্দে। গায়ে চাদরটা চাপিয়ে বাইরে এসে দেখলাম পুবাকাশ সবেমাত্র লাল হতে শুরু করেছে, আর রিসর্টের সামনেই পশ্চিমদিকে শান্ত ব্রাহ্মণী বয়ে চলেছে। হাল্কা শীতের আমেজ। চারটে বক উড়ে এসে রিসর্টের ভেতরের পুকুরটায় বসল। নীলরঙের একটা অস্থির মাছরাঙা সামনের পেয়ারা গাছে বসেই আবার উড়ে পালাল। তিনটে দাঁড়কাক আমাদের কটেজের সামনে বসে তাদের কর্কশ কণ্ঠস্বরে চারদিক মুখর করে তুলল। খেয়াল করলাম পাখিদের কলকাকলি ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বহুদিন পর অনাবিল শান্তি অনুভব করলাম। এর মধ্যেই গরম চা হাজির। চা খেয়ে স্নান করে জঙ্গলভ্রমণের জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলাম। হাল্কা প্রাতরাশ সেরে ব্রাহ্মণীর তীর-বরাবর ৩-৪ মিনিট হেঁটে নলিতাপাটিয়া ঘাট থেকে আমাদের মোটরবোটে চেপে বসলাম। বোট ব্রাহ্মণী-বৈতরণীর সঙ্গমস্থল পেরিয়ে বাঁদিকে খোলা ক্রিকের মধ্যে ঢুকে, খোলা চেকপোস্টের সামনে থামল। এখানে জঙ্গলভ্রমণের প্রবেশমূল্য জমা করে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করে গভীর ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের বোট এগিয়ে চলল। আমাদের গাইড এরই মধ্যে জানিয়ে দিলেন যে জঙ্গলে প্রবেশের অপর একটি চেকপোস্ট— গুপ্তি।

ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ৭০-এরও বেশি প্রজাতির ম্যানগ্রোভ আছে। জঙ্গলের ৬৭২ বর্গকিলোমিটার এলাকা ১৯৭৫ সালে ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি হিসেবে ঘোষিত হয় এবং ১৪৫ বর্গকিলোমিটার কোর এলাকা ১৯৯৮ সালে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ভিতরকণিকা ২০০২ সালে রামসার এবং ২০১০ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তকমা পেয়েছে। এরই মধ্যে দেখলাম একটা বক আমাদের বোটের ঠিক আগে আগে উড়ে চলেছে। তাকে ক্যামেরাবন্দি করেই বাঁদিকে দেখলাম গাছের ডালে দুটি কমন কিংফিশার। একটু এগিয়েই ডানদিকে একটি পাইড কিংফিশার। তারপরেই বাঁদিকে একটা প্রায় ১০ ফুট লম্বা কুমির আমাদের বোটের

আওয়াজে জলে নেমে গেল। আমরা পৌঁছলাম ডাংমাল কুমির প্রজনন এবং গবেষণাকেন্দ্রের জেটিতে। এখানে বনবিভাগের কর্মী আমাদের অনুমতিপত্র পরীক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিছুটা এগোতেই বাঁদিকে চোখে পড়ল দুটি চিতল হরিণ। এরপর যত গভীরে যেতে শুরু করলাম, চোখে পড়তে থাকল বিভিন্ন মাপের (দুই থেকে ১৭ ফুট লম্বা) কুমির নদীর দুপারে নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে আছে। প্রাণভরে দেখলাম এবং ছবি তুললাম। আমরা পৌঁছলাম ভিতরকণিকা দ্বীপে। জেটির নীচে কাদায় অসংখ্য মাডস্কিপার। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মধ্য দিয়ে প্রায় দু-তিন কিলোমিটার হেঁটে একটা নজরমিনারের সামনে এলাম। সামনের অনেকখানি খোলা জায়গায় দু-তিনটে বনগুয়োর, কয়েকটা বক এবং শামুকখোল পাখি চোখে পড়ল। দ্বীপে একটা পুকুর শরৎকালে পদ্মফুলে ভরে থাকে। এই পুকুরের একধারে রয়েছে ভিতরকণিকার এক সময়কার শাসক কণিকা রাজাদের শিকারের মাচা এবং অপরদিকে রয়েছে তাঁদের প্রতিষ্ঠা করা দুটি মন্দির। কিছুক্ষণ পাখিদের ওড়াউড়ি দেখে বোটে ফিরে এলাম। নদীর অপর পাড়ে বাগাগাহান বার্ড স্যাংচুয়ারির জেটিতে বোট থামল। জেটির নীচে কাদায় দেখলাম প্রচুর ছোট ছোট লাল কাঁকড়া। কিছুটা হেঁটে পৌঁছলাম নজরমিনারের সামনে। শুনলাম এই দ্বীপে জুন-জুলাই থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত পাখিরা থাকে। বোটে ফিরে চলা শুরু করলাম ডাংমালের উদ্দেশে। ডাংমাল জেটি থেকে সামনে এগিয়ে ফরেস্ট রেস্টহাউস পেরিয়ে বাঁদিকে একটা ঘেরা জায়গায় ভিতরকণিকার সাদা কুমির গোরি শুয়ে রয়েছে। ফরেস্ট ক্যান্টিনের পিছনেই একটা বিশাল মনিটর লিজার্ডের দেখা মিলল। ওর দিকে ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে যেতেই, শ্লথ গতিতে জঙ্গলের দিকে যেতে শুরু করল। ফরেস্ট ইনফরমেশন সেন্টার দেখে জেটির দিকে ফিরে যাওয়ার রাস্তার পাশের নালায় একটি ছোট কুমিরের সঙ্গে দেখা হল। জেটির সামনেই তিনটে চিতল হরিণ ঘাস খাচ্ছিল। ওদের দিকে ক্যামেরা তাক করতেই দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেরার পথে নদীর ডান পাড়ে একটা প্রায় ১৮ ফুট লম্বা কুমিরের দেখা পেলাম। খোলা ক্রিকে একটি শুকনো গাছের ডালে দুটি ব্রাউন উইংড কিংফিশার বসেছিল। বোটের শব্দে উড়ে পালাল। বিকেল ৪টে নাগাদ খোলা চেকপোস্টের জেটিতে আমাদের এই অবিস্মরণীয় জঙ্গলভ্রমণ শেষ হল। বিকেলের বাকি সময়টা কাটল তালচুয়ায়। এখান থেকে কিছুদূরে ব্রাহ্মণীনদী বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। নদীর মাঝ-বরাবর একটি দ্বীপে ঘন অরণ্য। জানলাম দ্বীপের নাম কালিভঞ্জদিয়া। বনদপ্তরের অনুমতিসাপেক্ষে দ্বীপে ভ্রমণ করা যায়। বন্যশুয়োর, চিতল হরিণ এবং মাছরাঙা, বক, শামুকখোল প্রভৃতি পাখির আবাসস্থল এই দ্বীপ। ব্রাহ্মণীনদীর বুকে অসাধারণ সূর্যাস্ত প্রত্যক্ষ করে ফিরে এলাম রিসর্টে। পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর ভিতরকণিকাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে চললাম কটকে এবং সেখান থেকে ট্রেনে চেপে কলকাতায়।

উত্তম দে
৮২এ/১, যাদব ঘোষ রোড
সরশুনা, কলকাতা-৬১

বেড়িয়ে এসে

গোয়ালিয়র ও জব্বলপুর

গত নভেম্বর মাসে আমরা গিয়েছিলাম গোয়ালিয়র ও জব্বলপুর বেড়াতে। সঙ্গে ছিল পুজোর 'ভ্রমণ' গাইড। হাওড়া থেকে চম্বল এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে পরদিন রাতে পৌঁছলাম গোয়ালিয়রে। তৃতীয় দিন সকালে অটোয় চড়ে স্থানীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে বেরলাম। প্রথমে গেলাম সূর্যমন্দিরে। অনেকটা কোনারকের সূর্যমন্দিরের আদলে নির্মিত এই মন্দিরটি। মন্দির-সংলগ্ন উদ্যানে ময়ূরের অবাধ বিচরণ বিস্ময়কর। এখান থেকে গেলাম গোয়ালিয়র দুর্গ দেখতে। ৩০০ ফুট উচ্চতায় টিলার ওপর অবস্থিত এই দুর্গে পৌঁছতে খাড়াই পথ অতিক্রম করতে হল। খাড়াই পথ শুরু হওয়ার আগেই

মেঘলা আকাশ ও নর্মদার এই জলপ্রপাত থেকে উত্থিত ধোঁয়ার অপূর্ব দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দেয়। জলপ্রপাতে যাওয়ার রাস্তার দুধারে মার্বেলের নানা দ্রব্যসামগ্রীর সম্ভার। এরপর এক কিলোমিটার দূরে ভেড়াঘাটে গিয়ে মার্বেল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নর্মদানদীতে নৌকাবিহার করলাম। অভিভূত হতে হয় চারপাশে নানা রঙের আভাযুক্ত মার্বেল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে-চলা নর্মদার সবুজ প্রবাহ দেখে। সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এ অভিজ্ঞতা চিরকালীন। নদীর পাড়ে চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরে উঠতে ১০৮টি সিঁড়ি ভাঙতে হল। মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে দেখা যাচ্ছে নর্মদার প্রবাহ।

রয়েছে গুজরীমহল ও মিউজিয়াম। দুর্গের ওপর রয়েছে মানমন্দির প্যালেস, সুরজকুণ্ড, তেলি কা মন্দির, সাস-বহু কা মন্দির, গুরুদ্বার ও মিউজিয়াম। দুর্গ থেকে বেরিয়ে আমাদের পরবর্তী দর্শনীয় স্থান হল তানসেন ও গাউস মহম্মদের সমাধি। অবশেষে গেলাম সিন্ধিয়া রাজাদের প্রাসাদ জয়বিলাস প্যালেস ও মিউজিয়াম দেখতে। এরপর হোটেলে ফিরে রাতে এম পি সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেসে চড়ে রওনা হলাম জব্বলপুরের উদ্দেশে।

পরদিন সকালে জব্বলপুরে পৌঁছে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে চললাম দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে। পথে প্রথমে পড়ল ব্যালেন্সিং রক ও মদনমহল দুর্গ। তখন আকাশ মেঘলা। দুর্গের কাছাকাছি ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি মন্দির। এখান থেকে ২০-২২ কিলোমিটার দূরে ধুঁয়াধার জলপ্রপাতের কাছে যখন পৌঁছলাম তখন শুরু হয়েছে টিপটিপ করে বৃষ্টি। মেঘলা আকাশ ও নর্মদার এই জলপ্রপাত থেকে উত্থিত ধোঁয়ার অপূর্ব দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দেয়। জলপ্রপাতে যাওয়ার রাস্তার দুধারে মার্বেলের নানা দ্রব্যসামগ্রীর সম্ভার। এরপর এক কিলোমিটার দূরে ভেড়াঘাটে গিয়ে মার্বেল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নর্মদানদীতে নৌকাবিহার করলাম। অভিভূত হতে হয় চারপাশে নানা রঙের আভাযুক্ত মার্বেল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে-চলা নর্মদার সবুজ প্রবাহ দেখে। সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এ অভিজ্ঞতা চিরকালীন। নদীর পাড়ে চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরে উঠতে ১০৮টি সিঁড়ি ভাঙতে হল। মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে দেখা যাচ্ছে নর্মদার প্রবাহ। শহরে ফেরার পথে দেখে নিলাম ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির। পরদিন সকালে রানি দুর্গাবতী মিউজিয়াম দেখে দুপুরের কলকাতা মেলে ফেরার পথ ধরলাম।

মধুমিতা বসু ও মহুয়া বসু
শ্রীরামপুর, হুগলি

বেড়িয়ে এসে

গোঁসাইকুণ্ড যাত্রা

গাড়োয়াল হিমালয়ের যাত্রা বাতিল করে ঠিক করলাম এবছর নেপাল-হিমালয়ে পবিত্র গোঁসাইকুণ্ড দর্শনে যাব। বেশ কয়েক বছর আগে 'ভ্রমণ' পত্রিকায় গোঁসাইকুণ্ড সম্বন্ধে জানতে পারি। তাই ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা স্টেশন থেকে জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে চেপে রওনা দিলাম। প্রথমে বারাণসীতে নামলাম। বাবা বিশ্বনাথ দর্শন করে, সেই দিনটা থেকে পরদিন রাত সাড়ে ১২টায় চৌরিচৌরা এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে তার পরদিন নামলাম গোরখপুর। গোরখপুরে বিখ্যাত মন্দির ও বাবা গোরখনাথ দর্শন করে, বাসে চেপে সনৌলি পৌঁছলাম। সেখানে ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে নেপাল সীমান্তে প্রবেশ করলাম। এখান থেকে বিকেল চারটে নাগাদ কাঠমান্ডুগামী বাসে চাপলাম। সারারাত বাসজার্নির পর ভোর পাঁচটা নাগাদ কাঠমান্ডু পৌঁছলাম। প্রথমেই গেলাম নেপালের বিখ্যাত মন্দির বাবা পশুপতিনাথ দর্শনে। পশুপতিনাথ দর্শন করে মাড়োয়ারি ভোজনালয়ে আহার করে মছরিপকরি বাসস্ট্যান্ডে এলাম, ধুনচে যাওয়ার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করতে। ধস নামায় বাস সরাসরি ধুনচে যাবে না, রামচে পর্যন্ত যাবে। অগত্যা রামচে যাওয়ার অগ্রিম টিকিট কেটে রাতটা কাঠমান্ডুর একটা রেস্টহাউসে কাটালাম। পরদিন নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা পরে বাস ছাড়ল। কাঠমান্ডু ছাড়িয়ে বাস চলল, একে একে পেরতে লাগলাম রানিপওয়াতে, বাটারে। এখানে অনেক নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে ত্রিশূলী গণ্ডকি নদী। তার দুপাশে উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্বত। অপূর্ব দৃশ্য! ত্রিশূলী বাজারের পর বেত্রাবতী কালিকাথান পেরিয়ে অবশেষে রমেতে এলাম। মিনিট কুড়ি হেঁটে পার্বত্য ধস পেরিয়ে গ্র্যাংয়ে পৌঁছলাম। এখান থেকে বাসে এলাম গ্র্যাং বাসস্ট্যান্ডে। বাসযাত্রার সময় হিমালয়ের সৌন্দর্য অসাধারণ। এখান থেকে পুনরায় হাঁটাপথ, কিন্তু এই হাঁটাপথ খুবই বিপজ্জনক, মাঝে

মাঝে ওপর থেকে ধস নামতে থাকে। পথ বলতে কিছুই নেই। বোল্ডার আর কাদায় ভর্তি। মারাত্মক এই ধস পেরিয়ে, ঠারে পৌঁছলাম। সেখান থেকে বাসে চেপে ধুনচে। ধুনচের এক কিলোমিটার আগে সেনাবাহিনীর চেকপোস্টে সমস্ত ব্যাগপত্র চেক করা হল। এখান থেকেই ল্যাংট্যাং জাতীয় উদ্যান শুরু, এখানে প্রবেশমূল্য দিতে হয়। বিদেশিদের দিতে হয় ৩,০০০ টাকা, আর সার্ক দেশভুক্ত দেশের নাগরিকদের দিতে হবে ১,৫০০ টাকা (ভারতীয় মুদ্রায় ৯৫০ টাকা)। কিন্তু এত টাকা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। দুই নেপাল আর্মি জওয়ানের কাছে আমার অসুবিধার কথা বললাম। আমি একা এসেছি শুনে তারা আমায় বলল তোমাকে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। দুই আর্মি জওয়ান ও চেকপোস্টের ইনস্পেক্টরের বদান্যতায় আমায় কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হল না। আজকের রাতটা কাটালাম ধুনচেপবন মিঠাই নামক এক হোটেলে। পরদিন সকালবেলায় আবহাওয়া খুবই মনোরম ও রৌদ্রোজ্জ্বল। হোটেলের বারান্দা থেকে হিমালয়ের নাম-না-জানা বরফশৃঙ্গগুলি অতীব সুন্দর দেখাচ্ছে। সকালবেলায় স্নান করে কিছু খেয়ে হাঁটা শুরু করলাম। ডানদিকের পথ, যে-পথ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে, সেই পথ ধরে চলতে থাকি। বাঁদিকে প্রবল স্রোতস্বিনী ত্রিশূলীনদী উচ্ছল গতিতে বয়ে চলেছে। সামান্য চড়াই উতরাই পথ ধরে চলার পর ত্রিশূলীর ওপর ঝুলন্ত সেতু পেরতে হল। ত্রিশূলীনদীর উৎস গোঁসাইকুণ্ড। ত্রিশূলী এখন ডানদিক দিয়ে বয়ে চলেছে। মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল মনোরম আবহাওয়া। সর্পিল পেঁচানো পথ, একের পর এক প্রাণান্তকর চড়াই আর ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছি একা। নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে পাখির ডাক কানে আসছে। সারাটা পথ শুকনো পাতা পড়ে ভিজে গিয়েছে, যেন কার্পেট পাতা। চলার পথে দেখি তিন বিদেশি আসছে। পরিচয় হতে জানা গেল এরা এসেছে সুদূর ইজরায়েল থেকে। পথ যত চলছি দুধারে জঙ্গল তত গভীর হচ্ছে আর সঙ্গে তীব্রতর হচ্ছে চড়াই। চলার পথে প্রচুর পরিমাণ লালিগুরাস ফুলের গাছ দেখা গেল। দূরে পর্বতগাত্রে মেঘের আস্তরণ। খানিক বাদে বাঘবন্দি খেলার মতো আবার মেঘমুক্ত হয়ে যাচ্ছে, পর্বতের গাত্রে যত্রতত্র ঝরনার সমাহার। ঝরনাধারা এত সুন্দরভাবে নামছে, দেখে মন ভাবাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। চোখের পলক কিছুতেই যেন সরছে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হিমালয়ের এই অসাধারণ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। চারদিকে যত দেখছি ততই যেন মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।
ত্রিশূলীনদীকে মাঝে মাঝে দেখা যায়; আবার সে পর্বত-খাদে লুকিয়ে পড়ে। দূর থেকে তার ভয়ঙ্কর ধ্বনি কানে ভেসে আসে। ক্রমাগত চড়াই পেরিয়ে এলাম দেওরালি। চারদিকে পর্বতঘেরা ছোট উপত্যকা। ডিমসা পৌঁছতে দেড়ঘণ্টা সময় নিল। এপথে চড়াই যেমন তীব্র, জঙ্গল তেমনই গভীর। এখানে নেপালি সেনার আউটপোস্ট আছে। তীব্র ঠান্ডা হাওয়া ও তার সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হল। উচ্চতাজনিত সমস্যা দেখা দিল। বৃষ্টি ও ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যেই এসে পৌঁছলাম চন্দনবাড়ি বা সিংগুম্ফা। এখানে একটা প্রাচীন বৌদ্ধগুম্ফা আছে বেশ কারুকার্যমণ্ডিত, এই জায়গার নাম সিংগুম্ফা। আজকের রাতটা এখানে বিশ্রাম। এখানকার হোটেলের খাওয়াদাওয়া খুবই দামি। পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু হল লৌরবিনার উদ্দেশে। চারদিক মেঘে ঢাকা, বৃষ্টি ও তার সঙ্গে ঠান্ডার প্রকোপ তীব্র। সারাপথের দুধারে গভীর জঙ্গল। এখান থেকে টানা চড়াই ভাঙার পর এলাম চোলাংপট্টি। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর। দূরে হিমালয় পর্বতরাজি ছবির মতো। এখানে একটা হোটেলে চা-পান করে পুনর্বার হাঁটা দিলাম। দীর্ঘক্ষণ চড়াই পেরিয়ে এলাম লৌরবিনা। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া, সেইসঙ্গে উচ্চতাজনিত উপসম। এখানকার আবহাওয়া ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়। গোঁসাইকুণ্ড এখান থেকে আড়াই ঘণ্টা। আজকের রাত্রিবাস এখানে। একটা সাধারণ মানের হোটেল পেলাম (নাম-জি বি সি)। খাওয়া ও থাকা খুবই খরচসাপেক্ষ। রাত্রিবাস করে পরদিন রওনা হলাম গোঁসাইকুণ্ডের উদ্দেশে। লৌরবিনার পর, চলার পথে আবহাওয়া কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। পর্বত রুক্ষ ও বৃক্ষহীন, মেঘের আস্তরণে ঢেকে আছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শুরু হল কষ্টকর চড়াই-উতরাই পথ। বৃষ্টিতে ভিজে পাথরগুলি পিছল হয়ে আছে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে চলতে হচ্ছে। বাঁদিকে রুক্ষপাথর খাড়া দেওয়াল। ডানদিকে ত্রিশূলীনদী। বিশাল ছড়ানো ছিটানো পাথরের রাজ্য। হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে হালকা রৌদ্র দেখা দিল। হিমালয়ের কোলে প্রকৃতি যেন এখানে ভিন্ন রূপের ছটায় ছড়িয়ে আছে। পথের ডানদিকে নীচে সরস্বতী কুণ্ড। সামান্য এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল ভৈরব কুণ্ড। তারপর এসে পৌঁছলাম আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য গোঁসাইকুণ্ডে। চারদিকে উঁচু পর্বতঘেরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত বিশাল বড় কুণ্ড। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ত্রিশূলীনদীর উৎস। প্রচণ্ড হাওয়া বইছে, এত ঠান্ডা, হাত-পা প্রায় অসার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হিমালয়ের এই অপূর্ব রূপ দেখে মোহিত হয়ে যাচ্ছি। মনের মধ্যে এই ভেবে অসীম এক আনন্দ, যে স্বয়ং মহাদেব এই কুণ্ডের জলে অবগাহন করে বিষের জ্বালা নিবারণ করেন। এই কুণ্ড অতি পবিত্র। আজ অমাবস্যা তিথি, তাই এই পবিত্র দিনে এই কুণ্ডের জলে একটি ডুব দিয়ে স্নান করলাম। কুণ্ডের জল একদম কাচের মতো স্বচ্ছ। কুণ্ডের ধারে শিবের মন্দির আছে। শান্ত, নির্জন এই পরিবেশে পূজা ও প্রণাম করে মনে মনে বললাম 'পুনরাগমনায় চ'।

অম্বরনাথ চট্টোপাধ্যায়
মাকড়দহ, হাওড়া-৭১১ ৪০১

বেড়িয়ে এসে

চেইল, কুফরির পথে

চেইল আর কুফরির কথা অনেকবারই পড়েছি 'ভ্রমণ'-এ। এবার নিজে চোখে দেখে এলাম। আগস্ট মাসে জন্মাষ্টমী আর শনি-রবিবার মিলিয়ে তিনদিনের ভালো একটা ছুটি পাওয়া গেল। একটা ভ্রমণ-প্ল্যান করে ফেললাম। শুক্রবার জন্মাষ্টমীর দিন আমি, সুদীপ্ত আর তার বন্ধু রমণের পরিবার মিলে রওনা হলাম চেইলের দিকে। রমণের মারুতি সুইফট গাড়িতে দিল্লি থেকে বেরোলাম ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ। পথে আম্বালা, পানিপথ, কুরুক্ষেত্র পড়ল। চণ্ডিগড়ে এসে পৌঁছলাম দুপুরবেলায়। সেখানে লাঞ্চ সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম চেইলের উদ্দেশে। আস্তে আস্তে ধূসর শহরাঞ্চল সরে গিয়ে সবুজ পাহাড়ি পথ শুরু হল। ধীরে ধীরে ঠান্ডা হাওয়াও গায়ে লাগতে লাগল। পাহাড়ি রাস্তার একপাশে গভীর খাদ, আরেকদিকে সবুজ পাথরের দেওয়াল। বড় বড় পাইন, দেওদার গাছ আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। আর মেঘ যেন পাখির মতো উড়ে, পাইনগাছের খাঁজে খাঁজে ঢুকে যাচ্ছে। রোদ-মেঘ-বৃষ্টি, সবুজ গাছ সব নিয়ে এক অদ্ভুত মায়াঘন পরিবেশ। এরকম পথ ধরে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল পথই বা গন্তব্যের থেকে কম কী? প্রকৃতি তার সব ঐশ্বর্য দিয়ে এই নির্জন পাহাড়ি পথকে সাজিয়ে রেখেছে। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় জনবসতি খুবই কম। রাস্তার মাঝে মাঝে ছোটখাটো ধাবা, চায়ের দোকান দেখা যায়। কেউ কেউ ভুট্টা নিয়ে বসে। চেইলে ঢোকার মুখে ছোট ছোট দুটো গ্রাম পড়ে— সাকোরি আর মাহোগ। যার একটির জনসংখ্যা ৮০, আরেকটির ২৩৬।
চেইলে আমরা উঠেছিলাম চেইল প্যালেসে। পাহাড়ি বাঁকা রাস্তা ধরে উঠলাম প্রাসাদের রিসেপশনে, রুম বুক করার জন্য। সবার আগে স্বাগত জানাল একটা বাঁদর। আমার হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ ছিল। সেটাকে খাবারের প্যাকেট ভেবে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। অন্য জিনিস দেখে আবার ছুড়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা চেইল প্যালেসের ভেতরে গেলাম। প্রাসাদের সবকিছু দেখে মনে হচ্ছিল টাইম মেশিনে চড়ে পৌঁছে গিয়েছি সুদূর অতীতে। ঢুকেই বিশাল এক হলঘর। চারদিক পুরনো দিনের ব্রোঞ্জের মূর্তি দিয়ে সাজানো। পুরনো দিনের সোফা-টেবিল, ছবি

সবকিছু আজও যত্ন করে রাখা আছে। হলঘরের একদিকে রয়েছে রয়্যাল ডাইনিং, রয়্যাল বার। সিঁড়ি বেয়ে দোতলাতে উঠেই লম্বা ঝুল-বারান্দা। সেখান দিয়ে মুখ বাড়ালে দেখা যায় নীচের হলঘর। বারান্দার দুপাশে রয়েছে রাজপরিবারের সদস্যদের ঘর। মহারাজা, মহারানি, রাজকুমার, রাজকুমারী, দেওয়ান, উজিরের জন্য আলাদা আলাদা ঘর। সেইসব ঘরে থাকার খরচ তাদের মান অনুযায়ী ঠিক করা। যেমন, মহারাজার ঘরটি সবচেয়ে দামি। আমরা ছিলাম রাজকুমারীর ঘরে। বিশাল উঁচু আর বড় ঘর। একদিকের দেওয়ালে পুরনো দিনের কারুকার্য করা কাঠের ফ্রেমের আয়না, তলায় ফায়ারপ্লেস। ঘরের মাঝখানে খাট পাতা। তার পাশে পুরনো দিনের সোফাসেট। দরজা দিয়ে ঢুকতেই পড়বে পুরনো দিনের কাঠের গোল টেবিল আর চেয়ার। দরজার সমান বড় জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে চোখে পড়বে দেওদার গাছের সারি। গাছের মধ্যে একচিলতে সূর্যের আলো পড়ে, তারপরে আবার একচিলতে ছায়া, আবার রোদ্দুর। আবার কখনও আলো-আঁধারির খেলা সরে টুকরো টুকরো মেঘ এসে ঢুকে পড়ে পাতার খাঁজে। আমরা যখন ছিলাম তখন চেইল প্যালেসের প্রায় প্রত্যেকটা ঘরেই লোক ছিল। তবুও যেন এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। রাতে, রাজকুমারীর ঘরে আমার বেশ গা-ছমছম করছিল। ভয়ের চোটে রাতে স্বপ্নও দেখলাম— গা-ভর্তি গয়না পরে রাজকুমারী আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যাইহোক, রাত কাটল! ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে, ব্রেকফাস্ট সেরে লনে গিয়ে বসলাম। লনে লোহার চেয়ার-টেবিল পাতা, দোলনাও আছে। লনের এক কোনায় আছে রয়্যাল ক্যাফে, এখানে রাজপরিবারের সদস্যরা চায়ের সময়টা কাটাতেন।

চেইল আর এই চেইল প্যালেসের ইতিহাসটা বেশ মজার। ১৮৯১ সালে তখনকার ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড কিয়েচনারের মেয়েকে সিমলা থেকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করেন পাটিয়ালার রাজা ভূপিন্দর সিং। সেই অপরাধে রাজাকে সিমলা থেকে বিতাড়িত করা হয়। অপমানিত রাজা নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্য সিমলার মতো করেই চেইলে তৈরি করলেন তাঁর রাজনগরী।

শিবালিক হিমালয়ের বুকে সমুদ্রতল থেকে ২,২৫০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত চেইল। চেইলের উচ্চতা সিমলার থেকেও বেশি। রাজগড়, পাণ্ডব আর সিদ্ধ-টিব্বা— এই তিনটে পাহাড় নিয়ে গঠিত চেইল। আর এর মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে শতদ্রুনদী। সিদ্ধ টিব্বাতেই মহারাজা ভূপিন্দর সিং তৈরি করতে চেয়েছিলেন চেইল প্যালেস। কিন্তু মহারাজার স্বপ্নে এক সাধু আবির্ভূত হন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন সেই পাহাড়ে তাঁর মন্দির তৈরি করার জন্য। তাই মহারাজা সেখানে সাধুর মন্দির তৈরি করেন, যা 'সিদ্ধ বাবা-কি মন্দির' নামে পরিচিত। চেইলে গিয়ে যে জিনিসগুলো অবশ্যই দেখার, তার মধ্যে একটা হল চেইল প্যালেস। এরপরই নাম করতে হয় চেইল মিলিটারি স্কুলের। মহারাজা ভূপিন্দর সিং এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। চেইল প্যালেস তৈরি করার পর মহারাজা গুরুদ্বারও বানান। ১৯০৭ সালে, ইন্দো-ইউরোপীয় স্টাইলে তৈরি এই গুরুদ্বারের কাঠের কারুকার্য দেখার মতো। এখানে এসে এখানকার ক্রিকেটের মাঠ দেখতে ভুলবেন না। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ক্রিকেট-মাঠ। চেইল মিলিটারি স্কুল এটাকে এখন খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করে। ঘন গাছের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা মাঠটিতে একটা ঐতিহাসিক গাছ আছে। সেই গাছটাতে একটা সুন্দর ট্রি-হাউস বানিয়ে রেখেছে চেইল মিলিটারি স্কুল। স্কুল যখন ছুটি থাকে তখন মাঠটাকে পোলো গ্রাউন্ড হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। স্বাধীনতার পর পাটিয়ালার মহারাজা, চেইল প্যালেস-সহ তাঁর তৈরি প্রায় সবকিছুই ভারত সরকারকে দিয়ে যান। চেইল প্যালেস এখন হিমাচলপ্রদেশ ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের পরিচালনায় চলে।

এখানে চেইল অভয়ারণ্যের কথা বলতেই হবে। যাঁরা পশুপ্রেমী তাঁরা সাধুপুলের অভয়ারণ্য দেখতে ভুলবেন না। ঘোরাল, কক্কর, সম্বর ইত্যাদি প্রাণী দেখতে পাবেন এখানে।

দুদিনে চেইলের শান্ত-সবুজ পরিবেশে যতটা সম্ভব চোখ জুড়িয়ে রওনা দিলাম কুফরির পথে। কুফরি চেইল আর সিমলার মাঝামাঝি। ঘন জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের কোলে এক ছোট্ট শহর কুফরি। কুফর থেকে কুফরি নামটা এসেছে। স্থানীয় ভাষায় কুফর কথাটার মানে হুদ।

কুফরি নাকি আগে নেপালের অংশ ছিল। পরে ব্রিটিশরা নেপালের সঙ্গে সগৌলির চুক্তিতে কুফরি নিয়ে নেয়।

সমুদ্রতল থেকে ২,৭৪৩ মিটার উঁচুতে অবস্থিত কুফরির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মতো। মাহাযু শৃঙ্গটি কুফরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। চারদিক জঙ্গলে ঘেরা। এছাড়া রয়েছে ইন্দিরা ট্যুরিস্ট পার্ক, হিমালয়ান নেচার পার্ক, যেখানে চিতাবাঘ, ভালুক ইত্যাদি রাখা আছে। চিনি বাংলোটিও দেখার মতো। এখানকার সাজানো মূর্তিগুলো আর স্থাপত্য সত্যিই নজর কাড়ে।

কুফরিতে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে, রওনা হলাম সিমলার দিকে। সিমলাতে তেমন কিছু করার ছিল না। কেনাকাটা করেই একটা দিন কাটল। সিমলায় লোকের ভিড় আর হইচই দেখে, আবার উল্টোপথ ধরে চেইল ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু কী করি। অফুরন্ত সময় তো হাতে নেই। কাজেই আবার একই পথে চণ্ডিগড় হয়ে দিল্লি ফেরত। শান্ত-সবুজ পাহাড়ি বাঁকাপথ ছেড়ে মিশে গেলাম শহরের ভিড়ে।

দেবলীনা ঘোষ
প্রযত্নে: সুদীপ্তকুমার ঘোষ
৪৫ডি, ডি ডি এ ফ্ল্যাটস
মোতিয়াখাঁ ডি ডি এ কমপ্লেক্স, নয়াদিল্লি-১১০ ০৫৫

বেড়িয়ে এসে

সিলারিগাঁও আর সিকিমের পুরনো রেশমপথ

দাঁড়িয়ে আছি সিলারিগাঁওয়ের সামনে একটি টিলার ওপর সূর্যাস্ত দেখব বলে। সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত হিমালয়ের চূড়াগুলির মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নাম-না-জানা অনেক চূড়া। পাহাড়ের সেই চূড়াগুলির ওপর শেষ সূর্যের আলো পড়ে এক মায়াবী জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আজ চারটের সময় সিলারিগাঁও পৌঁছেছি, কিন্তু আসাটা খুব ভালোভাবে হয়নি। 'ভ্রমণ' মার্চ, ২০১১ সংখ্যা পড়ে সিকিমের রেশমপথের কথা জানতে পারি। আর সিলারিগাঁওয়ের কথা জেনেছি অন্য একটি সংখ্যায়, যেহেতু দুটির দূরত্ব মাত্র ৪৯ কিলোমিটার, তাই পাঁচদিনের একটা ভ্রমণসূচি তৈরি করি। কিন্তু আসার আগের দিন জানতে পারি বিমল গুরুং তরাই-ডুয়ার্স বন্‌ধ ডেকেছেন।

যাওয়ার ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিল, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস চার ঘণ্টা লেটে যখন নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছল তখন বেলা একটা, স্টেশনে নেমে শুনলাম সব রাস্তা বন্ধ, গাড়ি চলছে না। আমাদের ড্রাইভার অনিল তামাং দেখি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, সে বলল, 'বাবু আপ লোক জায়েঙ্গে ক্যায়সে? হাম তো রাত তিন বাজে জঙ্গলকা রাস্তা সে আয়া'। আমরা বললাম, তুমি ওই জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে চলো। কিছুই খাওয়া হল না, দোকান-বাজার সব বন্ধ। তাই না খেয়ে আমরা রওনা হলাম। আগে তো পৌঁছনো যাক, তারপর খাওয়া যাবে। অনিল তামাং যে খুব ভালো ড্রাইভার এবং সে গাড়ি চালাতে খুব ওস্তাদ তা বুঝলাম, কারও বাড়ির উঠোন দিয়ে, ফাঁকা মাঠ, শুকনো নদী, হাঁটুজল, জঙ্গল তার কাছে কোনও ব্যাপার নয়। এইভাবে দেড়ঘণ্টা পরে শালুগড়া জঙ্গল পেরিয়ে সেবক রোডে উঠলাম। কালিম্পং-লাভার রাস্তা হয়ে সিলারিগাঁও পৌঁছতে বিকেল চারটে হয়ে গেল, দু-ধারে ঘন পাইনবন, মাঝে বোল্ডারের রাস্তা। শেষ চার কিলোমিটার রাস্তা খুব কষ্টকর। গাড়ি গরুর-গাড়ির গতিতে চলছে। মাঝে কিছু স্কুলের বাচ্চা মেয়ে আমাদের গাড়িতে উঠল, তারাও যাবে সিলারিগাঁও। তাদের থেকে জানতে পারলাম তারা ভোর ৬টায় বেরিয়ে দুপুরে স্কুল করে সন্ধ্যার পর পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে। ড্রাইভার বলছিল এই জঙ্গল নেওড়াভ্যালি জঙ্গলের পূর্বদিক, তাই এই জঙ্গলে লেপার্ড, ভালুক ও নানা জন্তু-জানোয়ার আছে। তাই স্কুলের বাচ্চারা যখন বাড়ি ফেরে দলবদ্ধ হয়ে ফেরে।

মাত্র ৩-৪ ঘণ্টার ব্যবধান জলপাইগুড়ি ও সিলারিগাঁওয়ের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ের কোলে মাত্র ৩০টা ঘর আর ১২০ জন লোক নিয়ে এই গ্রাম। এদেরই মধ্যে একজন দিলীপ তামাং ব্যবস্থা করেছেন ইকো-ট্যুরিজমের। আগেই আমাদের দুটি ঘর বুক করা ছিল, কটেজগুলির অবস্থান অদ্ভুত সুন্দর। এখানে বারান্দায় দাঁড়ালে সামনে চোখে পড়ে মোহময়ী কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াগুলি, কিন্তু কুয়াশার জন্য চূড়াগুলি মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ফলে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্য চূড়াগুলি এখন আর ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। এর আগে অনেকবার দার্জিলিং, পেলিং,

ভ্রমণ

চিঠিপত্র এবার ই-মেলেও

আপনার মতামত এবার জানাতে পারেন ই-মেলের মাধ্যমেও। ঠিকানা: bhraman@swarnakshar.in যদি আপনি বাংলা ইউনিকোড (unicode) ফন্ট-এ লেখেন, তাহলে সেটিকে সরাসরি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট হিসেবেই পাঠাবেন। অন্যথায় .pdf বা প্রিন্ট করার পর স্ক্যান করে .jpg ফাইল হিসেবে পাঠাতে হবে।

—সম্পাদকীয় বিভাগ, ভ্রমণ

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনী

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগঅন করুন

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

কাঞ্চনজঙ্ঘার পূর্ণ-যৌবনা রূপ দেখেছি। তাই খুব একটা মন খারাপ হল না, বরং গরম ভাত, ডাল, ডিমের ঝোল, পাঁপড়ভাজা খেয়ে সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। সন্ধ্যার একটু আগে আমরা সবাই ঘুরতে বেরলাম। এই গ্রামে প্রত্যেক বাড়িতে ফুলগাছ। এখানকার বাচ্চারা পাহাড়ি পথে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, পড়ে গেলে হাত-পা কাটতে পারে তার কোনও ভয় নেই। প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে এখনও শহরের ছোঁয়া লাগেনি, বিদ্যুৎ এখনও পৌঁছয়নি এই গ্রামে।

রাতে কটেজগুলোতে জেনারেটর চালিয়ে দুঘণ্টা আলো জ্বালানো হয়। কিছুটা ঘোরার পর দেখলাম ঠান্ডা বেশ পড়েছে। যদিও এখন এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ। তাও ঘরে না ঢুকে কটেজের বারান্দায় বসলাম, তামাং পরিবারের এক সদস্য চা আর পকোড়া দিয়ে গেল। সামনে দিগন্তবিস্তৃত বনাঞ্চলে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসছে, আর পাহাড়ের গ্রামে সব আলো জ্বলে উঠছে— সে এক মোহময়ী দৃশ্য, যেন লাখ লাখ জোনাকি পাহাড়ের মাথায় উড়ে বেড়াচ্ছে। রাত নটার সময় ডাইনিং হল থেকে খাওয়ার জন্য ডাক পড়ল। গরম গরম মুরগির মাংস ও রুটি। ঠান্ডার জন্য বেশিক্ষণ বাইরে থাকা গেল না, সবাই লেপ-কম্বলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সারাদিনের ধকলে সবাই পরিশ্রান্ত, তাই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোর ৬টায় উঠে চা খেয়ে সবাই মিলে এখানে একটা ভিউপয়েন্ট দেখতে বেরলাম। নীচে নেমে দেখি দুটো কুকুর আমাদের দেখে লেজ নাড়াচ্ছে। সবাই বলল ওরা হয়তো আমাদের গাইড, সত্যি কুকুরদুটো আমাদের আগেপিছে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। চারদিকে জঙ্গল, চড়াই-উতরাই রাস্তা, নিস্তব্ধ পরিবেশ, মাঝে মাঝে অচেনা পাখির ডাক। একটি জায়গায় এসে পথ ভুল হওয়ার জোগাড় হল। তিনটি পায়ে-হাঁটা পথ, কোনদিকে যাব বুঝতে পারছি না। জঙ্গলের মধ্যে কাউকে দেখছি না যে তাকে জিজ্ঞাসা করব। এমন সময় একটা কুকুর আমাদের দিকে একবার তাকাল, তারপর একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল, আমরা ভাবলাম ওই রাস্তায় হয়তো ভিউপয়েন্ট আছে। আমরাও ওর পিছন পিছন কিছুটা রাস্তা যাওয়ার পর দেখলাম সামনে সেই ভিউপয়েন্ট। ভিউপয়েন্ট থেকে হিমালয়ের শোভা সত্যিই সুন্দর। ওখানে কিছুক্ষণ কাটানোর পর ফেরার পথ ধরলাম, কেননা আজই আমাদের লিংথাম রওনা হতে হবে।

সিলারিগাঁও থেকে রিশি নদী পেরলেই সিকিম শুরু। সিকিমে প্রবেশ করে রংপো, রংগোলি হয়ে লিংথাম। রংগোলি ডিসি অফিস থেকে সিকিমের রেশমপথে ভ্রমণের পারমিশন নিতে হয়। রংগোলি এক জমজমাট শহর। ব্যাঙ্ক, অফিস, স্কুল, হাসপাতাল আছে। রংগোলির একটা রাস্তা চলে গিয়েছে আরিতার লেকের দিকে, আরেকটা রাস্তা লিংথাম হয়ে পুরনো রেশমপথের দিকে। আমরা লিংথামের পথ ধরলাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সিঙ্করুট রিসর্টে পৌঁছলাম। এখানে রিসর্টের বুকিং আমরা কলকাতা থেকে আগেই করেছিলাম। চারদিকে পাহাড়, সামনে চায়ের খেত, পাহাড়ের গায়ে লেগে-থাকা বাড়ি, খুব সুন্দর জায়গায় এই সিঙ্করুট রিসর্ট। সবচেয়ে অবাক হলাম দেখে, সিকিমের এক অজানা জায়গায় অবস্থিত হলেও খাবারদাবারে বাঙালি রান্নার স্বাদ, কারণ যে ছেলেটা রান্না করে তার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাতলায়। শুধু মোবাইল পরিষেবা পাবেন না।

আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে বাইরে বেরলাম। রিসর্টের সামনে দিয়ে দুটো রাস্তা গিয়েছে। একটা রাস্তা গিয়েছে যেখানে কাল আমরা যাব— জুলুক, কুলুপ হয়ে পুরনো বাবামন্দির, আরেকটা নীচের দিকে নেমে কিউখোলা নদীর ব্রিজ পেরিয়ে গ্রামে পৌঁছেছে। আমরা নীচের দিকের রাস্তা ধরলাম। নদী পেরিয়ে ছোট একটা গ্রাম পড়ল— সামনে ভুট্টার খেত, প্রত্যেক বাড়ির সামনে ফুল গাছ লাগানো, উঠোনে মুরগি চরে বেড়াচ্ছে। গ্রামের লোকেরা আমাদের দেখে হাসিমুখে তাদের গ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানাল। দেখলাম এখানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি কাজ করে। চাষ-আবাদ করছে, মাটি কাটছে, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করছে, ঘর সামলাচ্ছে। গ্রামের একজন বয়স্ক লোক

নদী পেরিয়ে ছোট একটা গ্রাম পড়ল— সামনে ভুট্টার খেত, প্রত্যেক বাড়ির সামনে ফুল গাছ লাগানো, উঠোনে মুরগি চরে বেড়াচ্ছে। গ্রামের লোকেরা আমাদের দেখে হাসিমুখে তাদের গ্রামে আসার আমন্ত্রণ জানাল। দেখলাম এখানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি কাজ করে। চাষ-আবাদ করছে, মাটি কাটছে, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করছে, ঘর সামলাচ্ছে।

বললেন, আগে এই দুর্গম রাস্তা দিয়ে চিনের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। চিন থেকে রেশম, মশলা প্রভৃতি আমাদের দেশে আসত এবং এই পথে আমাদের দেশ থেকে তা পারস্য, রোমে রপ্তানি করা হত। ভাবলে অবাক লাগে, মানুষ এই দুর্গম রাস্তা পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ার পিঠে পেরত। আমরা গ্রাম থেকে রিসর্টে না ফিরে লিংথাম চেকপোস্টের দিকে গেলাম। প্রথমেই পড়ল একটা বাচ্চাদের স্কুল, তারপর পড়ল পুলিশ চেকপোস্ট। একটু এগিয়ে দেখলাম লিংথাম বৌদ্ধ মনাস্ট্রির ভেতর থেকে ড্রামের আওয়াজ ভেসে আসছে। কিছু দোকান দেখলাম, তাদের মধ্যে একটাতে বসে চা খেলাম। দোকানে দেখলাম মুড়ি বিক্রি হচ্ছে। আমরা এক প্যাকেট মুড়ি কিনলাম। সন্ধে নামার আগে রিসর্টে ফিরে শুনলাম কালকে সিঙ্করুট যাওয়ার পারমিশন পাওয়া গিয়েছে। চা নিয়ে বারান্দায় বসলাম, সামনে পাহাড়ের গায়ে আস্তে আস্তে আলো জ্বলে উঠছে। চারদিকে অন্ধকার, সামনের রাস্তা দিয়ে দুয়েকটা মিলিটারি গাড়ি হেডলাইট জ্বেলে লিংথাম চেকপোস্ট পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। রাত নটার সময় রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। কাল ভোরে উঠতে হবে।

আমরা সকাল সাতটায় সিকিমের রেশমপথের উদ্দেশে রওনা দিলাম। আজ আমরা যাব জুলুক, থাম্বি, ভুলভুলাইয়া, লুংথুং, কুপুপ, পুরনো বাবামন্দির, টুকলা ভ্যালি, ছাঙ্গু লেক এবং এই পথেই ফিরে আসব। পাঁচ কিলোমিটার যাওয়ার পর একটা ঝরনা পড়ল। শুনলাম এটাই নাকি কিউখোলা নদীর উৎস। এখন জল কম থাকলেও বর্ষাকালে এর রূপ অসাধারণ হয়। জুলুক, থাম্বি পেরিয়ে ভুলভুলাইয়া পৌঁছলাম। এখানে পাহাড়ের ৯৫টা বাঁক একজায়গায় দেখা যায়। এ জিনিস ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় কিনা জানি না। জুলুকের উচ্চতা ৯,৪০০ ফুট। এখানে দ্বিতীয়বার অনুমতিপত্র পরীক্ষা করা হল। এরপর লুংথুং (উচ্চতা ১২,৬০০ ফুট), নাংথাং, কুপুপ লেক বা হাতি লেক। জলঢাকানদীর উৎস এই লেক। এরপর টুকলাভ্যালি পার হয়ে গাড়ি পৌঁছল পুরনো বাবামন্দির। এখানে প্রচুর বরফ, চারদিক সাদা হয়ে আছে। ১৯৬৮ সালে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বীর সেনানী হরভজন সিং কিছু মালবাহক খচ্চরকে বাঁচাতে নদীতে পড়ে মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার পর ঘটতে থাকে প্রচুর অলৌকিক ঘটনা, বহু সতীর্থ স্বপ্নে দেখতে থাকেন হরভজনকে। হরভজন সিংয়ের ডিউটি ছিল যে বাঙ্কারে, সেখানে স্মৃতিমন্দির তৈরি করা হয়। হরভজনের ব্যবহৃত জিনিস সেখানে সংগৃহীত আছে। ১৪,০০০ ফুট উচ্চতায়, এটাই পুরনো বাবামন্দির। এ জায়গার আরেক নাম টুকলা ভ্যালি বা টুকলাপাঁড়। এরপর নাথুলা যাওয়ার রাস্তা। নাথুলা যাওয়ার পারমিশন গ্যাংটক থেকে করাতে হয়, তাই এই যাত্রায় যাওয়া হল না।

তারপর এল ছাঙ্গু লেক। আকাশের অবস্থা খুব ভালো না, কালো হয়ে আছে, যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে, রাস্তাও খুব খারাপ। আসার সময় দেখেছি প্রচুর বরফ পড়ে আছে, তাই দেরি না করে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

নতুন বাবামন্দির আসার আগে বৃষ্টি শুরু হল। প্রথমে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, এইভাবে পুরনো বাবামন্দির যেতে যেতে বৃষ্টির বদলে নকুলদানার মতো বরফ পড়তে আরম্ভ করল। গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে আস্তে আস্তে চলছে। গাড়ির সামনের কাচ, বনেট সব বরফে ভরে গেল। ড্রাইভার বাঁ-হাত দিয়ে ভেতর দিয়ে কাচ মুছছে আর ডান হাতে গাড়ি চালাচ্ছে। রাস্তার ওপরটা এবং আশপাশ বরফে সাদা হয়ে আছে। মনে হচ্ছে কে যেন লক্ষ লক্ষ বস্তা নুন ঢেলে দিয়েছে। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পরপর গাড়ি নামছে, সবার হেডলাইট ও পিছনের লাইট জ্বালানো। অনেকটা আসার পর এল সেই ভুলভুলাইয়া। যাওয়ার সময় যে ৯৫টা বাঁক বা রাস্তা একদম পরিষ্কার লাগছিল ফেরার সময় দেখি সবকটা রাস্তা বরফে সাদা। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। আমরা গাড়ি থেকে নেমে প্রচুর ছবি তুললাম ও বরফ ছোড়াছুড়ি করলাম। চার-পাঁচ ইঞ্চি বরফ, মিলিটারি গাড়িগুলোর চাকায় লোহার চেন বাঁধা। তারা হয়তো আরও দুর্গম অঞ্চলে যাবে।

শিবপ্রসাদ চৌধুরি
১৬৪, মেন রোড ওয়েস্ট, নিউ বারাকপুর
উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০ ১৩১

ইলোরার মন্দিরে হর-পার্বতী

অজন্তা ইলোরা পেঞ্চ

লেখা : চন্দ্রাণী মজুমদার ছবি : অনিন্দ্য মজুমদার

পেঞ্চের জঙ্গলে নীলকণ্ঠ পাখি

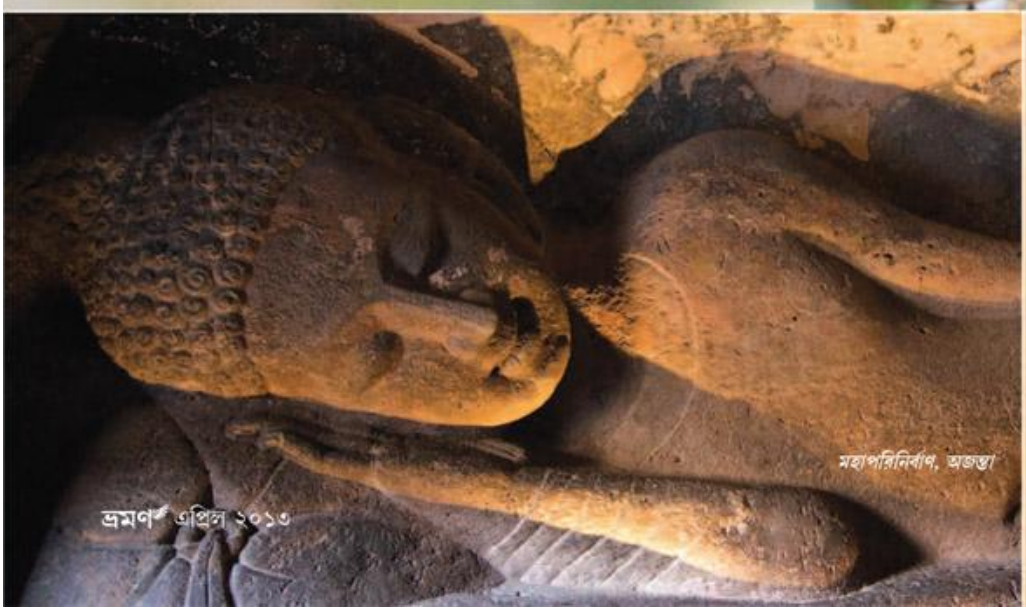

মহাপরিনির্বাণ, অজন্তা

একযাত্রায় ইতিহাস, শিল্প আর অরণ্য ছোঁয়া ভ্রমণকথা।

অরণ্য আর ইতিহাস একযাত্রায় ছোঁব বলে চললাম অজন্তা-ইলোরা আর পেঞ্চ।

রাত ৯টা ৫৫-র আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেসে উঠলাম। পরদিন আবার এই সময়েই জলগাঁও পৌঁছনোর কথা। কিন্তু ট্রেন একটু লেট করাতে আমরা জলগাঁওয়ের আগের স্টেশনে নেমে পড়লাম। সেখানে স্টেশনও সৌভাগ্যক্রমে বাসস্ট্যান্ডের একদম কাছে। আর্য হোটেলে রাতের মতো একটা আশ্রয় ও আহার মিলে গেল। পরদিন সকালেই আটটা নাগাদ একটি ফাঁকা বাসে আরাম করে বসে পৌনে দু'ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম ফর্দাপুরের অজন্তা হলিডে রিসর্টের দোরগোড়ায়।

তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে অটোয় চলে এলাম অজন্তা টি জংশনে। গুহা আরও একটু দূরে, পাহাড়ের ওপর। সেখানে যাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যাটারিচালিত বাসের ব্যবস্থা আছে। গাছপালা ঘেরা সুন্দর পিচের রাস্তা ধরে ১০ মিনিটের মধ্যে অজন্তা গুহার সিংহদরজায়। টিকিট কেটে সামনে এগোই। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে কখনও উঠে কখনও নেমে পাহাড়ের ওপর ৩০টা গুহা দর্শন করতে হবে। এই ওঠানামায় যদি অসুবিধা থাকে তবে তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রয়েছে 'ডুলি'। আমরা আমাদের পায়ের ভরসাতেই ওপরে উঠতে লাগলাম। সমতলে পৌঁছে বাঁদিকে চোখ ঘুরিয়ে সবকটা গুহাকে একসঙ্গে অর্ধচন্দ্রাকারে দেখা গেল। নীচে জলশূন্য বাঘোরা নদীর রেখে যাওয়া পদরেখা এঁকেবেঁকে পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে বিলীন হয়েছে।

অজন্তায় মোট ৩০টি গুহা আছে। খ্রিস্টের জন্মের ২০০ বছর আগে প্রায় ২০০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভাস্কর ও শিল্পী তাদের শিল্পসৃষ্টির অসীম বাসনা, দারুণ দক্ষতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে এই অদ্বিতীয় স্থাপত্য সৃষ্টি করেছিলেন সহ্যাদ্রি পাহাড়ের ঢালে আগ্নেয় পাহাড় কেটে। এরপর গুহাগুলির ভেতরের দেওয়ালে অলঙ্কারের মতো স্থান পেয়েছে শিল্পীদের হাতে আঁকা ছবি ও পাথরে খোদাই করা মূর্তি। গুহাচিত্রগুলিতে বিভিন্ন জাতক-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গুহামন্দিরগুলির নির্মাণ কাজ খ্রিস্টজন্মের ২০০ বছর আগে থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় খ্রিস্টজন্মের ৬৫০ বছর পর। এরপর এগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে পাহাড়ের ওপরে বনজঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ১৮ শতকে একদল ব্রিটিশ শিকারি আমাদের দেশের শিল্প-স্থাপত্যের এই অমূল্য নিদর্শন আবিষ্কার করেন। এর প্রায় ২৪ বছর পর ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ রবার্ট গিল অজন্তা গুহাচিত্রের অনুলিপি তৈরি করলেন। ২০ বছর ধরে একা তিনি ৩০টি ছবির অনুলিপি তৈরি করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সিডেনহ্যাম প্রাসাদের এক প্রদর্শনীতে ২৫টা ছবি পুড়ে যায়। বাঁচে মাত্র ৫টি ছবি। সেগুলি আজ কেনসিংটন প্রাসাদে পরম যত্নে রয়েছে। এরপর বহু বিদেশি গুণী ও বোদ্ধা অজন্তায় এসেছেন অত্যাশ্চর্য এই শিল্পসুধা পান করতে। আবার লুটেরাদের দ্বারা আক্রান্তও হয়েছে অজন্তার শিল্পকলা। ১৯২০ সালে ভূমিকম্পেও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে গুহাগুলির। প্রকৃতি ও মানুষের হাতে অজন্তার অস্তিত্ব বারবার বিপন্ন হয়েছে। আর, আজ তো কালের আঘাতে জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বংসের প্রহর গুনছে। গুহাগুলির

একটি বাচ্চা বাঘ জলাশয়ের দিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে আমাদের সব গাড়ির পিছন দিয়ে রাস্তা পার হয়ে অপর দিকের জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছে। একেবারে পিছনের জিপসির পর্যটকরা তাকে চাক্ষুষ করতে পেরেছেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সে সুযোগ জোটেনি। তবে মজার ব্যাপার হল সেই বাঘ এতই খুদে ছিল যে হরিণ বা অন্যান্য নিরীহ প্রাণী তাকে দেখে একটুও ভয় পায়নি। তাই বোধহয় কোনও সাবধানি— ডাকও দেয়নি।

কোনও কোনওটা বিহার অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের বাসের জন্য। কোনওটা চৈত্য বা চ্যাপেল অর্থাৎ সাধনমন্দির। গুহাগুলির মধ্যে ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩ নম্বর গুহাগুলি তৈরি করেছেন হীনযান আর বাকিগুলি মহাযান শ্রেণীর সাধকেরা। হীনযান-সৃষ্ট গুহামন্দিরগুলিতে কোনও মূর্তি বা চিত্রের অস্তিত্ব নেই। কেবল তাদের বিশ্বাসের প্রতীক বিরাজমান। গুহাগুলির কোনও কোনওটার নির্মাণকাজ আবার সম্পূর্ণ হয়নি।

গুহাগুলির ভেতরকার চিত্র ও স্থাপত্যের গুণাগুণ বিচার করা বাতুলতা হবে। এই মহান সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে শুধুই মাথা নত হয়ে যায় সম্ভ্রমে। তবে, অজন্তার চিত্রকলার বর্তমান অবস্থা দেখে চোখ সজল হয়ে উঠল। নিজেকে এত অসহায়, এত ক্ষুদ্র লাগল এই ভেবে যে দেশের এত মূল্যবান শিল্প-নিদর্শন কেমন করে এক ক্ষীণ গতিতে বিলীন হতে চলেছে, তা বুঝেও সেগুলিকে রক্ষা করতে আমরা অক্ষম! কতগুলি শিল্পপ্রাণ মানুষ তাদের শিল্পীসত্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে কঠিন পাহাড় কেটে এক আশ্চর্য চোখধাঁধানো শিল্পকীর্তির অভিপ্রায়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। তাঁদের হয়তো সৃষ্টিতেই আনন্দ ছিল, ধ্বংসের পরিণতি নিয়ে কোনও চিন্তা ছিল না। কিন্তু আমরা যে কত মূল্যবান সম্পদ হারাচ্ছি তা ভাবলেই মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। তবে যতটা সম্ভব এই অমূল্য অদ্বিতীয় স্থাপত্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে। যেমন— গুহাগুলির নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত পেট্রলচালিত গাড়ি বাতিল করে ব্যাটারিচালিত গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে, এছাড়া গুহাগুলির মধ্যে খুব জোরালো আলোর পরিবর্তে ছবিগুলির নীচে খুব ছোট নিয়ন আলো লাগানো হয়েছে। দর্শকরা যাতে ছবি স্পর্শ করতে না পারেন তার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে রেলিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সামান্য মানুষের আর কতটা ক্ষমতা। কালের সঙ্গে যুঝে ওঠা কি মুখের কথা!

পরদিন আমাদের গন্তব্য ইলোরা। মাঝে দেখে নেব ঔরঙ্গাবাদের বিবি-কা-মকবরা।

বিবি-কা-মকবরা বানিয়েছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব-পুত্র আজম শাহ তাঁর মা অর্থাৎ, ঔরঙ্গজেবের প্রথম পত্নীর স্মৃতিতে। বিবি-কা-মকবরাকে দাক্ষিণাত্যের তাজমহল বা 'গরিব কি তাজ'ও বলা হয়। আগ্রার তাজমহলের আদলে বানানো হলেও আকারে এটি অনেক ছোট। চাকচিক্য, ঠাটবাটে দুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। আগ্রার তাজমহলের একপাশে নমাজ পড়ার মসজিদ ও আরেক পাশে অতিথিশালা আছে। কিন্তু বিবি-কা-মকবরায় শুধুই মসজিদটি রয়েছে। সমাধিসৌধের মেঝে ও মেঝে থেকে হাতদুয়েক ওপর পর্যন্ত দেওয়াল মার্বেলের হলেও ওপরের বাকি অংশ প্লাস্টার অব প্যারিসে তৈরি। তবে জাফরির সূক্ষ্ম কারুকাজ মুগ্ধ করে। সৌধের ভেতরে যেখানে সম্রাট-পত্নী চিরনিদ্রায় শায়িতা, সেখানে পরম শান্তির বাতাবরণ বিরাজ করছে। তাজমহলের সমাধি থেকে তা কোনও অংশে কম নয়। এখানেও মৃত্যুর নিস্তব্ধতা ও পবিত্রতা বিদ্যমান। চারদিক রেলিংয়ে পরিবেষ্টিত। ওপর থেকে দেখলাম নীচে মখমলের চাদরে আবৃত মুঘল বংশের বেগমের সমাধি।

ওখান থেকে চলে এলাম সম্রাট

ঔরঙ্গজেবের সমাধিতে। নিজ ব্যয়ে নিজ ইচ্ছায় তৈরি হয়েছে সম্রাটের অতি সাধারণ সমাধি। চারদিকে সাদা পাথরের জালিতে ঘেরা হিন্দুস্তানের শেষ উল্লেখযোগ্য মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধির কোথাও বংশের গরিমা কিংবা মুঘল সম্রাটের উপযুক্ত দম্ভের লেশমাত্র নেই। আছে শুধু নীরবতা আর শান্তি। অদূরে সম্রাটপুত্র আজম শাহ ও তার পত্নীর সমাধিতেও শ্রদ্ধা জানালাম। পাশে তাদের গুরু পির মহম্মদের সমাধিও রয়েছে।

এবার চললাম সোজা ইলোরার পথে। আগে থেকেই বুকিং করা ছিল ইলোরার একমাত্র হোটেল কৈলাসগিরি। হোটেলে ঢুকে স্নান-খাওয়া সেরে অভিনব ভাস্কর্যের প্রতীক ইলোরা গুহা দর্শনে বেরলাম। কৈলাসগিরি হোটেল থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথে গুহা পৌঁছে গেলাম। টিকিট কেটে একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই ঢুকলাম ইলোরার সর্বশ্রেষ্ঠ গুহা কৈলাসে। প্রসঙ্গত, ইলোরায় মোট ৩১টি গুহা আছে। তার কয়েকটি হিন্দুধর্মের, কয়েকটি বৌদ্ধ ও কয়েকটি আবার জৈন ধর্মের। কৈলাস গুহাটি হিন্দু ধর্মের। ক্রম অনুযায়ী ১৬ নম্বর গুহা।

এখানে প্রধানত বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তির মাধ্যমে শিব-পার্বতীর বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। একটা পাহাড়কে ওপর থেকে তিনদিক কেটে যে অংশটা মাঝখানে বেরিয়েছে,

হনুমানের সংসার ছেড়ে একসময় এসে পৌঁছলাম এক শিয়াল দম্পতির সংসারে। শিয়ালের গর্ত থেকে একটি বাচ্চা মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে মানুষ দেখছে। আর মা শিয়াল সতর্ক হয়ে তাকে পাহারা দিচ্ছে। বাচ্চাদের বাবাও মাঝে মাঝে আমাদের দিকে রক্তচক্ষে তাকিয়ে নিঃশব্দে শাসাচ্ছে।

HIMACHAL PRADESH HELPLINE TOURISM

APPROVED BY : GOVT. OF HIMACHAL PRADESH TOURISM
LTC / LFC APPROVED

10, The Mall, Shimla H.P.,Phone No.-0177-2802676 Mobile: 09816026770 / 09816666660 / 09816967213
Kolkata Office: 6, C.R. Avenue, E-Mall, 1st Floor, Room No.-104, Kolkata-700 072.
Phone: 033-64597052 Mobile: 9748756954 / 9830626770

Special Package 2013

লে-লাদাখ
(১২ রাত্রি/১৩ দিন)- ২২,০০০/

কিন্নর-লাহুল-স্পিতি
(১২ রাত্রি/১৩ দিন)- ১৪,০০০/

কিন্নর-মানালি
(১০ রাত্রি/১১ দিন)- ১২,০০০/

Regular Package 2013

+ সিমলা-কুলু-মানালি
(৬ রাত্রি/৭ দিন)- ৯,০০০/
+ সিমলা-মানালি-ডালহৌসি-ধরমশালা-অমৃতসর
(১১ রাত্রি/১২ দিন)- ১৩,০০০/
+ সিমলা-সাংলা (ছিটকুল)-কল্পা
(৭ রাত্রি/৮ দিন)- ৯,০০০/
+ কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী (লাক্সারি) (৮ রাত্রি/৯ দিন)-
(১ রাত্রি হাউসবোট) ১৪,৫০০/

Our Hotels
- Shimla • Sarahan • Sangla
- Kalpa • Manali • Kulu • Mandi
- Karshog • Kangra • Dharamshala
- Dalhousie • Amritsar • Katra
- Srinagar • Pahelgaon

Our Transportation
- TATA SUMO ■ QUALIS
- TAVERA ■ SCORPIO ■ INOVA
- INDICA / ALTO ■ TEMPO TRAX
- TEMPO TRAVELLER

All packages are luxury facilities & promise to give good service. Package include: Family-wise Delux Room, Transportation by Luxury Car/Bus. Food: Bed Tea, Breakfast, Lunch, Evening Snax and Tea, Dinner (Buffet).

Nobody can give you Himachal better than us

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০

আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:
for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

সেটিতে ছেনি ও হাতুড়ির সাহায্যে সুনিপুণ হাতে ও অসামান্য ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা প্রয়োগ করে একটি রথের অনুকরণে মন্দির নির্মাণ করেন সে যুগের শিল্পীরা, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজবংশের আনুকূল্যে।

কৈলাস গুহায় প্রবেশ করলেই সম্মুখে রথাকৃতি মন্দির আর তার সামনেই বিরাজ করছেন মহালক্ষ্মী দেবী। মন্দিরের দক্ষিণ ও উত্তর দুদিকে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি ছোট ছোট মূর্তির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে হাতির দল, তাদের বেশিরভাগই শুঁড়হীন অবস্থায় রয়েছে। গাইড-ভাই ক্ষোভ মিশ্রিত গলায় বললেন এগুলি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হিংসার শিকার হয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের ওপরে উঠে গর্ভগৃহে প্রবেশ করে শিবলিঙ্গ দর্শন করলাম। রথাকৃতি মন্দিরকে মাঝখানে রেখে চারপাশের পাথরের দেওয়ালে শিব-পার্বতীর বিভিন্ন লীলা প্রকাশ পেয়েছে। মূর্তিগুলির কারুকাজ দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

কৈলাস থেকে বেরিয়ে আমরা অল্প দূরত্বে ১ থেকে ১২ নম্বর বৌদ্ধ গুহাগুলির মধ্যে কয়েকটি দর্শন করলাম। ইলোরার ১ থেকে ৩৪ নম্বর গুহা অর্থাৎ বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন গুহাগুলি

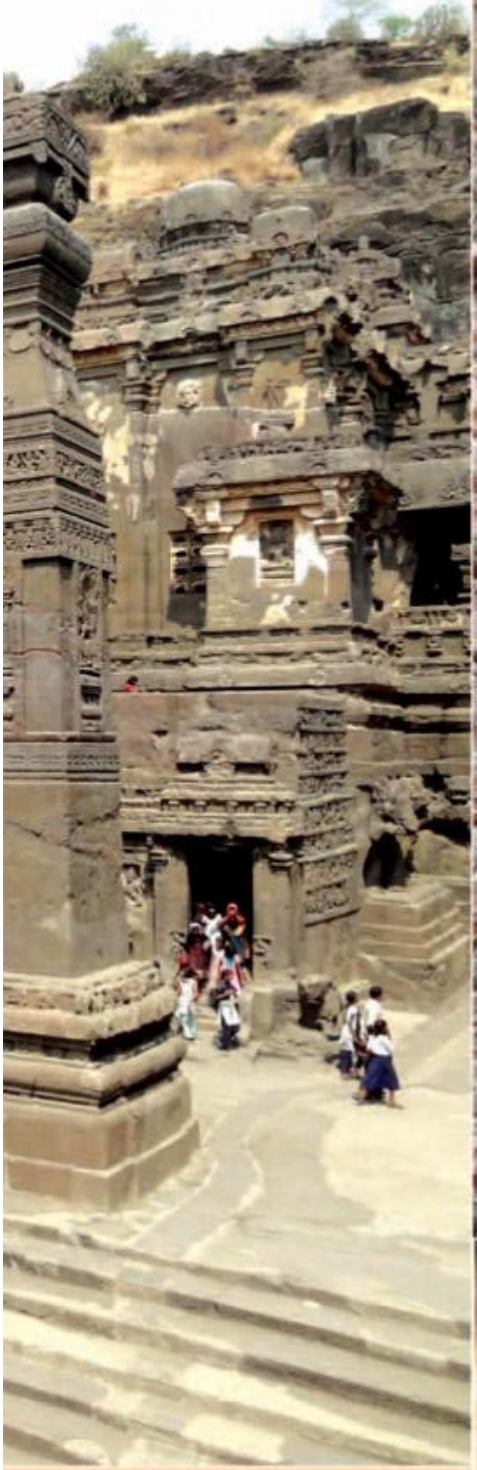

ওপরে: কৈলাস মন্দির, ইলোরা
ডানদিকে ওপরে: পেঞ্চের জঙ্গলে
নীচে: পেঞ্চের জঙ্গলে সম্বর

অর্ধচন্দ্রাকারে অবস্থান করছে। প্রত্যেকটি গুহার প্রবেশপথ পরস্পরের থেকে খানিক দূরে অবস্থিত। কৈলাস গুহা থেকে বৌদ্ধ গুহাগুলি পায়ে হাঁটা দূরত্বে হলেও কোনও কোনও হিন্দু ও জৈনগুহা দর্শন করতে অটোর সাহায্য নিতে হয়। তাছাড়া সমগ্র গুহাদর্শন বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই আমরা বাছাই করে কয়েকটি গুহা দেখেছি। ১২ নম্বর গুহাটি অবিকল একটি বিদ্যালয় আবাসনের মতো। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। গর্ভগৃহে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি। পাথরের খাড়াই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। সেখানেও দারুণ কারুকার্য করা বিরাট বিরাট পাথরের মূর্তি রয়েছে। আরও কিছু বৌদ্ধ গুহা দেখলাম যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১০ নম্বর গুহা। এর অপর নাম বিশ্বকর্মা গুহা। ইলোরার এই একমাত্র চৈত্য গুহাটিতে প্রায় সাড়ে ৪ মিটার উঁচু এক বুদ্ধমূর্তি আছে। কৈলাস গুহা থেকে খানিকটা দূরত্বে হওয়ার কারণে পর্যটকের ভিড় এখানে কম। অদ্ভুত এক প্রশান্তি বিরাজ করছে এই আলো-আঁধারি গুহায়।

বৌদ্ধ গুহাদর্শন শেষ করে আবার কৈলাসের সামনে ফিরে এলাম। ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নতুন উদ্যমে বেরিয়ে পড়লাম অন্যান্য হিন্দু ও জৈন গুহা দেখতে। অটো আমাদের প্রথম নিয়ে এল ২৯ নম্বর গুহাতে। এই গুহার অপর নাম 'দুখারলেনা' অথবা 'শীতনাহানি'। গুহাটির মূল আকর্ষণ বিভিন্ন দেবদেবীর সুউচ্চ মূর্তি, যাদের অনেকের ক্ষুদ্রমূর্তি আমরা কৈলাসে দেখে এসেছি। বিশালত্বের পাশাপাশি মূর্তিগুলির নিখুঁত সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করল।

এরপর ৩২ নম্বর গুহা। এটি জৈন গুহা। নাম ইন্দ্রসভা। ইলোরায় অবস্থিত পাঁচটি জৈন গুহার মধ্যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। মন্দির-চত্বরে ঢুকলেই ডানহাতে একটা প্রমাণ মাপের পাথরের হাতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূল মন্দির একতলায় হলেও বেশি আকর্ষণীয় দোতলাটা। চারদিক মনোমুগ্ধকর ভাস্কর্যে ভরা। মনে হল অন্ধকারে খাঁড়াই সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসাটা সার্থক। যেসব পর্যটক দিনের শেষে পরিশ্রমের ভয়ে ওপরে উঠলেন না, তারা জানলেন না কোন অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হলেন।

ইন্দ্রসভার পাশেই জগন্নাথসভা বা গুহা ৩৪। ছোট এই জৈন গুহাটি বহু মূর্তিতে ভর্তি। ফেরার পথে ২১ নম্বর গুহাটি দেখে নিলাম। এটি একটি হিন্দু গুহা। এই গুহাটির খোলা চত্বরে একটি নন্দী-মূর্তি রয়েছে। এতগুলি মনোমুগ্ধকর গুহা দেখে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন শরীর বিধ্বস্ত অথচ ভারতীয় ভাস্কর্যকলার এক পরম গৌরবময় ঐতিহ্যের সাক্ষী হতে পেরে প্রাণ উচ্ছ্বসিত।

সকালে উঠে মালপত্র গুছিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে আমরা চলে এলাম ঔরঙ্গাবাদ স্টেশনে। এখান থেকে ট্রেনে যাব নাগপুর। নাগপুর থেকে আমরা যাব মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্রের সীমান্তে পেঞ্চ অভয়ারণ্যে। নাগপুর থেকে একটা গাড়ি রিজার্ভ করে মোটামুটি আড়াই ঘণ্টাতেই পৌঁছে গেলাম পেঞ্চের দোরগোড়ায়। মেন গেট থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজমের বাংলো। আগে থেকেই ঘর বুক ছিল। তবে একটু জলদি এসে পড়ায় রিসেপশনে আধ ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করতে হল। ঘরে ঢুকে স্নান সেরে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিলাম নরম বিছানায়। আজকে আর কোনও তাড়া নেই, আজ শুধুই বিশ্রাম। কারণ বুধবার বিকেলে পেঞ্চে সাফারি বন্ধ। আজ তো বুধবারই।

পরদিন সকাল ছটার মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজমের জিপসি চড়ে হাজির হলাম পেঞ্চ ফরেস্টের চেকপোস্টে। সেখানে পরিচয়পত্র দেখিয়ে অনুমতি নিয়ে একজন গাইড-সমেত প্রবেশ করলাম অরণ্যের অভ্যন্তরে। নীলকণ্ঠ পাখির সাদর আহ্বানে অভিভূত হলাম। তার নীল পাখনার সৌন্দর্য মুগ্ধ করল। গভীর অরণ্যের নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ময়ূর কিংবা হরিণের মিলন-বাসনার আকুতিময় ডাকে ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। আমরা তো চমকে আশান্বিত হচ্ছি, কী জানি বাঘ নাকি! কিন্তু গাইড-ভাই ভুল ভেঙে দিল— 'ইয়ে অ্যালার্মকল নেহি, ইয়ে মেটিংকল'।

আমরা যখন বাঘ খুঁজতে চিরুনি-তল্লাশি চালাচ্ছি, তখন সামনে হঠাৎ মামার ভাগ্নে অর্থাৎ শিয়াল দেখতে পেলাম। তাই সই, মামার বদলে ভাগ্নে! তিন-চারখানা ক্যামেরার ফ্রেমে ফটাফট শিয়াল বাবাজি বন্দি হল। সবুজ বনানীর বুক চিরে আমাদের জিপসি এগিয়ে চলেছে। পথের মাঝে কতগুলি হরিণ খেলে বেড়াচ্ছিল। জিপসি দেখে তড়িৎ গতিতে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল।

বাঘের যদি একান্তই দেখা না মেলে তবে হাতির পিঠে চড়ে টাইগার সাফারির ব্যবস্থা আছে। যে বাঘ জঙ্গলের যে এলাকায় বাস করে তাকে বনকর্মীরা সেই এলাকায় গিয়ে খুঁজে বের করে। জিপসিগুলি জঙ্গলে সেন্ট্রাল পয়েন্টে হাজির হয়ে জেনে নেয় বাঘের সন্ধান মিলেছে কিনা। মিললে ইচ্ছুক দর্শনার্থীরা মাথাপিছু ২০০ টাকার বিনিময়ে হাতির পিঠে গভীর জঙ্গলে ঢুকে সেই বাঘের দেখা পেতে পারে। আমরাও ইচ্ছে প্রকাশ করতেই গাইড আমাদের হাতির পিঠে ওঠার সিরিয়াল নম্বর নিয়ে এল। নির্দিষ্ট সময়ে মই বেয়ে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে ব্যাঘ্র দর্শনে চললাম। বাঘ তখন পাহাড়ের খাদের গুহায় নাক ডেকে দিবানিদ্রায় ব্যস্ত। আমরা সদ্যোজাত ঘুমন্ত শিশুকে হাসপাতালের বেডে প্রথম দেখার মতো পরম উৎসাহে দেখতে লাগলাম। কিন্তু ২ মিনিটের মধ্যে আবার হাতি ফিরে চলল। এইটুকু দেখে মন ভরল না। ইতিমধ্যে জঙ্গল থেকে বেরবার সময়ও হয়ে গিয়েছে। তাই এখনকার মতো বাঘ দেখার আশা ছেড়ে ফেরার পথ ধরলাম।

বিকেলে আবার হাজির হয়ে গেলাম পেঞ্চ ন্যাশনাল ফরেস্টের দরজায়। নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের জিপসির জন্য নির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে চললাম জঙ্গলের গভীরে। যদিও শীতের সদ্য বিদায়ের পর বসন্তের নতুন কচিপাতা ডালে ডালে সবুজের আভা ছড়াচ্ছে কিন্তু তারা সংখ্যায় খুব কম হওয়ায় সবুজের ঘনত্ব খুব কম বরং শীতের শুকনো ডালই বেশি। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো সাদা অদ্ভুতদর্শন বৃক্ষ চোখে পড়ছে। একেবারে শ্বেতপাথরের তৈরি মনে হয়। গাইড বললেন, এগুলো 'ঘোস্ট ট্রি'। এরা নাকি ঋতু অনুযায়ী নিজেদের রং পরিবর্তন করে। যেমন— শীতকালে হালকা গোলাপি, বর্ষাকালে সবুজ এবং গ্রীষ্মকালে সাদা। একটি কালো পাথরের ভেতর থেকে একটি ভূত-গাছ এত সুন্দরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে শুভ্র প্রস্তরের তৈরি কোনও বৃক্ষমূর্তি। এইসব দেখতে দেখতে হঠাৎ গাইড কান খাড়া করে কিছু শুনে ফিসফিস করে বলল, মনে হচ্ছে বাঘ আছে। শুনেই আমরা সতর্ক হয়ে বসলাম। মিনিটের মধ্যে আরও অনেক জিপসি আমাদের সামনে-পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। অরণ্যের মধ্যে সেই মুহূর্তে পিন পড়লে শব্দ হবে। সবার চোখই তখন দূরের এক জলাশয়ের দিকে। যদি ওখানে বাঘ জল খেতে আসে! জলাশয়ে তখন হরিণের দল জল খাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষার পরও কোনও হরিণেরই গতিবিধির পরিবর্তন হল না। তাদের স্বাভাবিক চলার মধ্যে ব্যাঘ্র দর্শনের ভীতি বা চঞ্চলতা কিছুই চোখে পড়ল না। বুঝলাম এবারও তার সঙ্গে দেখা হল না। সব জিপসির মতো আমরাও এগিয়ে চললাম সামনের পথে অন্য কিছু দেখার আশায়। পরে শুনলাম একটি বাচ্চা বাঘ জলাশয়ের দিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে আমাদের সব গাড়ির পিছন দিয়ে রাস্তা পার হয়ে অপর দিকের জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছে। একেবারে পিছনের জিপসির পর্যটকরা তাকে চাক্ষুষ করতে পেরেছেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সে সুযোগ জোটেনি। তবে মজার ব্যাপার হল সেই বাঘ এতই খুদে ছিল যে হরিণ বা অন্যান্য নিরীহ প্রাণী তাকে দেখে একটুও ভয় পায়নি। তাই বোধহয় কোনও সাবধানি-ডাকও দেয়নি। আর তার ফলে আমরাও ব্যাঘ্রশাবকের আগমনবার্তা পাইনি। পরদিন এবং তারও পরদিন আরও তিনবার অরণ্যের চেকপোস্টে হাজিরা দিয়ে আমরা গভীরে ঢুকি। প্রতিবারই আমাদের চোখ খুঁজেছে হলদে-কালো ডোরাকাটা। তার দেখা না পেলেও ময়ূর, কাঠঠোকরা, নীলকণ্ঠ, হুপো এইসব রংবাহারি পাখির সৌন্দর্য আপ্লুত করল।

বাঘ দেখতে না পেলেও অন্যান্য যেসব প্রাণীর দেখা মিলল তারাও কম আনন্দ দিল না। একটা বিশাল বড় ফাঁকা মাঠের মতো জায়গায় দুটি মা-হাতিকে, তাদের সদ্য জন্ম দেওয়া দুটি বাচ্চাকে নিয়ে, বেড়াতে দেখা গেল। গাইড বলল, এরা জংলি হাতি নয়, এরা কুনকি হাতি। নতুন মা হয়েছে তাই 'মেটারনিটি লিভ'-এ রয়েছে। কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম গাউরের একটি ছোট গোষ্ঠী পরমানন্দে ঘাস খাচ্ছে। চারটে পা দেখে মনে হয় প্রত্যেকটি পায়ে সাদা মোজা পড়ে আছে। একসময় আমাদের জিপসি এসে পৌঁছল হনুমানদের সংসারে। মায়ের বুকে তার ছোট্ট বাচ্চা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, মা সতর্ক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সদ্য যারা মায়ের কোল ছেড়েছে সেইসব শিশু-হনুমানরাও পরম আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে। এক জায়গায় এসে মনে হল যেন হনুমানদের ক্রেশে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে একদল একই বয়সের বাচ্চা হনুমান খেলছে, একে অপরের সঙ্গে লড়ছে। সে এক দেখবার মতো ব্যাপার। এরপর হনুমানের সংসার ছেড়ে একসময় এসে পৌঁছলাম এক শিয়াল দম্পতির সংসারে। শিয়ালের গর্ত থেকে একটি বাচ্চা মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে মানুষ দেখছে। আর মা-শিয়াল সতর্ক হয়ে তাকে পাহারা দিচ্ছে। বাচ্চাদের বাবাও মাঝে মাঝে আমাদের দিকে রক্তচক্ষে তাকিয়ে নিঃশব্দে শাসাচ্ছে। আমরা মনে মনে তাদের পরিবারের কুশল প্রার্থনা করে, সেবারের মতো বাঘ দেখার বাসনা পুরোপুরি ত্যাগ করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম। শেষে এই কথাটা না লিখলেই নয়, বাঘ দেখতে পাইনি বলে আমাদের কোনও আক্ষেপ নেই। বাঘ ছাড়াও অরণ্যে যেসব বন্যপ্রাণী আমরা দেখেছি এবং মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছি, তাতেই আমাদের হৃদয় ভরে গিয়েছে কানায় কানায়।

প্রয়োজনীয় তথ্য

মনে রাখবেন

অজন্তা গুহা বন্ধ থাকে সোমবার, ইলোরা গুহা বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। গুহা দর্শনের সময় সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।

কীভাবে যাবেন

অজন্তার নিকটতম রেলস্টেশন ভুসওয়াল-মুম্বই রেলপথের জলগাঁও। হাওড়া থেকে জলগাঁও যায় ১২৮৬০ গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, ১২৮১০ মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর), ১২৮৩৪ আমেদাবাদ এক্সপ্রেস, ১২১৩০ আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস, ১২৩২১ মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ) ট্রেন। শালিমার থেকে জলগাঁও যায় ১৮০৩০ লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস। ১২৯৫০ পোরবন্দর-কবিগুরু এক্সপ্রেস ট্রেনটি (রবিবার) সাঁতরাগাছি থেকে জলগাঁও যায়। জলগাঁও থেকে বাসে বা ভাড়া গাড়িতে যেতে হবে ফর্দাপুর। ফর্দাপুর থেকে অজন্তার দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। ঔরঙ্গাবাদ থেকে ১১০৪৫ দীক্ষাভূমি এক্সপ্রেস (শুক্রবার) বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে ছেড়ে নাগপুর পৌঁছয় পরদিন সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে। এছাড়া ১১৪০১ নন্দীগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঔরঙ্গাবাদ থেকে প্রতিদিন রাত ১১টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে নাগপুর পৌঁছয় পরদিন বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে। নাগপুর থেকে পেঞ্চ অরণ্য মোটামুটি ৯৫ কিলোমিটার। গাড়িতে আড়াই ঘণ্টা মতো সময় লাগে।

পেঞ্চে জঙ্গলভ্রমণ

পেঞ্চ অরণ্য খোলা থাকে ১৬ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন। পেঞ্চে সাফারির জন্য কর্মাঝিরি, তুরিয়া ও জামতাড়া— এই তিনটি অঞ্চলে ঘোরার অনুমতি মেলে। জঙ্গলে ঘোরার পারমিট চার্জ ১,০৫০ টাকা। গাইড চার্জ ২০০ টাকা। জিপসির চার্জ প্রতি ট্রিপে ১,৬০০ টাকা। এই চার্জ একজনের ক্ষেত্রে যা, ছয়জনের ক্ষেত্রেও তাই। পেঞ্চে সাফারির সময় সকাল ছটা থেকে সাড়ে দশটা এবং বিকেল তিনটে থেকে সন্ধে সাড়ে ছটা। গাইডের জন্য যোগাযোগ: অজয় ভাউরে ☎০৯৪২৪৩-৬৪২১৭

কোথায় থাকবেন

অজন্তাতে থাকার জন্য রয়েছে মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগমের **অজন্তা টি জংশন**। এখানে এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৩০০ টাকা (৩১ জুলাই পর্যন্ত)। এছাড়া অজন্তার ৫ কিলোমিটার আগে ফর্দাপুরে রয়েছে মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগমের **অজন্তা হলিডে রিসর্ট**। নন-এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,২৯০ টাকা, এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৮৩০০-৪৯৮৮৭
ইলোরাতে থাকার জন্য রয়েছে **হোটেল কৈলাস** (☎৯৪৩২২-৩৭২২৬), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, এ সি কটেজের ভাড়া ২,৫০০-৩,০০০ টাকা। **শাম বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট** (☎০৯৪২২৫-৪৪১৩৭), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা। ইলোরা থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে **হোটেল চৈতন্য** (☎০৯৮২৩১-৪২৮৪১), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা।
পেঞ্চে থাকার জন্য রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের **হোটেল কিপলিংস কোর্ট** (☎০৭৬৯৫-২৩২৮৩০/৫০), এয়ারকুলড ঘরের ভাড়া ৩,৬৯০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৪,৬৯০ টাকা, এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫,৬৯০ টাকা, ১২শয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১,০৯০ টাকা (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের খরচ ধরা আছে)। এছাড়া বনবিভাগের বাংলোর ভাড়া ১,২০০-২,০০০ টাকা।
বুকিং হয় ফিল্ড ডিরেক্টরের (☎০৭৬৯২-২২৩৭৯৪) অফিস থেকে।
প্রাইভেট হোটেল: **জঙ্গল হোম** (☎৯৮৩০৩-৭১৭৪৪), ভাড়া ৮,৫০০ টাকা (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনারের খরচ ধরা আছে) থেকে ১২,০০০ টাকা (ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং জঙ্গল সাফারির খরচ ধরা আছে)। **মোগলিজ ডেন** (☎২৩২৮৩২), ভাড়া ৩,২০০ টাকা। **জঙ্গল ক্যাম্প** (☎২৩২৮১৭), থাকা-খাওয়া নিয়ে ভাড়া ১০,০০০-১২,০০০ টাকা। **হেভেনস গার্ডেন রিসর্ট** (☎৯৮৩০১-৫২১৬৯), নন-এ সি ঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা থেকে শুরু এবং এ সি ঘরের ভাড়া ৩,০০০ টাকা থেকে শুরু।
পেঞ্চের এস টি ডি কোড: ০৭৬৯৫।

TREKS & TOURS
সমগ্র লাদাখ (৮/১৫/২০ দিন) 26/5, 16/6, 23/8,13/10
কৈলাস ও মানস (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে) May to Sept.
মুক্তিনাথ / সমগ্র নেপাল 20/10, 26/10
অরুণাচল 5/5, 13/10
উত্তর ও পূর্ব সিকিম 24/4, 14/10
লাহুল স্পিতি, কিন্নর 18/9
দামোদর কুণ্ড (নারায়ণ শিলা দর্শন হেলিকপ্টারে) May to Sept.
লাসা, রংবুক ও বেজিং (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে) May to Sept.
সমগ্র কুমায়ুন (৩৭টি স্থান) 5/5, 8/12
লাক্ষাদ্বীপ (৩/৭টি দ্বীপ) Oct. to Apr.
নাগাল্যান্ড ও মণিপুর / মিজোরাম ও ত্রিপুরা 17/11
ট্রেকিং: কালাপাথর, ফোকসুমদো লেক, ল্যাংট্যাং, গৌসাইকুণ্ড, এরাউন্ড অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিণ্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড
কর্পোরেট, অফিস, স্কুল, কলেজ অথবা ফ্যামিলি যে-কোনও ধরণের গ্রুপ, ট্যুর প্যাকেজ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করা হয়।
9, Lalbazar Street, Marcantile Building, 1st Fl. Block-E, Kolkata-700001
37, Deshpran Sasmal Road, Howrah-1
Web: www.treksandtours.com
E-mail: treksandtours@gmail.com
9433073745 • 2119-9000
9432369253 • 2643-9253

সিংলিংয়ে □ সহেলি দাস মুখোপাধ্যায়

পাখি দেখতে সিংলিং

দীপঙ্কর রায়

রুফাস বেলিড নিলটাভা □ অনির্বাণ সাহা

রুফাস সিবিয়া □ অনির্বাণ সাহা

ব্লু টেইলড মিনলা □ অনির্বাণ সাহা

অপার নিস্তব্ধতা আর
পাখিদের কলকাকলি—
এই নিয়েই পশ্চিম সিকিমের
অল্পচেনা গ্রাম সিংলিং।
নিউ জলপাইগুড়ি থেকে
১২৭ আর সোরেং থেকে
৮ কিলোমিটার দূরে।

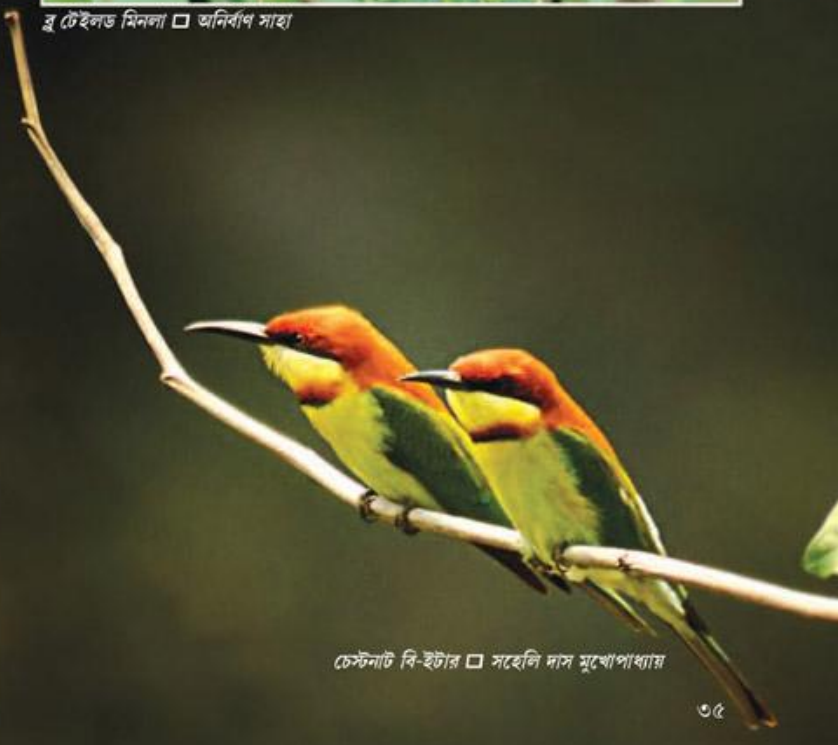

চেস্টনাট বি-ইটার □ সহেলি দাস মুখোপাধ্যায়

হাওড়া থেকে শতাব্দী এক্সপ্রেস ধরে রাত প্রায় এগারোটার সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। সেখানে নেমে শিলিগুড়ির প্রধাননগরে কোনওরকমে রাতটুকুর জন্য মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় জোটাতেই প্রায় বারোটা বেজে গেল। সকালবেলা তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙলেও গাড়ির অপেক্ষায় প্রায় দেড়ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমাদের গন্তব্য পশ্চিম সিকিমের স্বল্পপরিচিত জনপদ সিংলিং। সোরেং থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার ওপরে পাখিদের স্বর্গরাজ্য এই সিংলিং। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে যার দূরত্ব প্রায় ১২৭ কিলোমিটার। সিংলিংয়ের রুনচেনবং হোম-স্টের কর্ণধার দুশন রাই গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে। পৌনে আটটা নাগাদ মহানন্দা অভয়ারণ্যের বুক চিরে আমাদের গাড়ি সেবকের কাছে জলখাবারের বিরতি নিল। কেউ চানা বাটোরা, কেউ টোস্ট-অমলেট—সঙ্গে নদীর ছোট ছোট মাছভাজা দিয়ে জলখাবার-পর্ব সমাধা হল।

আজ ২৭ মার্চ, ২০১৩। দোল পূর্ণিমা, বসন্তের মনোরম আবহাওয়া, যদিও এখানে রং খেলার উৎসাহ তেমন চোখে পড়ল না। তিস্তার কাছে রাস্তা চওড়া করবার কাজ চলার জন্য গাড়ির গতি কম, ধুলো উড়ছে, কয়েকটা জায়গায় রাস্তার অবস্থা খারাপ। রোদের তেজ কখনও গাঢ় আবার কখনও হালকা। দুশনজি বললেন, গত কয়েকদিন ধরেই 'মৌসম খারাব হ্যায়, বারিস কা চান্সেস জাদা হ্যায়'। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। আকাশের এই অবস্থা থাকলে তো পাখি দেখা ও ছবি তোলার সমস্যা। এখানে আসার আগে যতটুকু হোমওয়ার্ক করেছি তাতে দেখেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ও বার্সে রডোডেনড্রন অভয়ারণ্যের বেশ কিছু প্রজাতির পাখির আবাসস্থল এই সিংলিং। এইসব ভাবতে ভাবতেই মেল্লি পেরিয়ে গেলাম।

মেল্লি পেরিয়ে কিতাম বার্ড স্যাংচুয়ারির প্রবেশদ্বারকে ডানদিকে রেখে একটু এগিয়েছি, এই সময় একটা চেস্টনাট বি-ইটার রাস্তার পাশে গাছের ডালে এসে বসল। ছবি তুলতে যাব, হঠাৎ উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির হর্ন সব ভেস্তে দিল। দাঁড়িয়ে কিছুটা অপেক্ষা করছি, এই সময় সঙ্গী অর্পিতাদি হাত নেড়ে অনতিদূরে একটা গাছের ডালের দিকে ইঙ্গিত করতেই দেখলাম দুটো চেস্টনাট বি-ইটার পাশাপাশি বসে আছে। মন ভরে ছবি নিয়ে আবার পথ চলা শুরু।

পৌঁছে গেলাম জোড়থাং। সব দোকানপাট বন্ধ। জোড়থাংয়ে একটা ছোট চা-বিরতি আর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে রঙ্গিত নদীর ব্রিজ পেরিয়ে ডুম হয়ে সোরেংয়ের দিকে চললাম। রাস্তা বেশ খাড়াই, গাড়ির গতি বেশ ধীর, যত ওপরে উঠছি ঠান্ডার প্রকোপ ততই বাড়ছে, সোরেং পৌঁছবার মিনিট কুড়ি আগেই পুরো রাস্তা মেঘে ঢেকে গেল।

সোরেংয়ে আমাদের টাটা সুমো ছেড়ে দিয়ে ফোর হুইল ড্রাইভের কমান্ডার জিপে উঠে বসলাম। সোরেং একদম ছোট পাহাড়ি জনপদ, একটা ছোট গাড়ির স্ট্যান্ড, বাজার আর একটা

রিজার্ভারের সামনে একটা লাল রডোডেনড্রন গাছের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফেরার পথ ধরলাম। ফেরার পথে ফ্লাওয়ার পেকার ও ব্লু টেইলড মিনলার ছবি একসঙ্গে গাছের ডালে পেয়ে গেলাম। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, এখান থেকে বেরিয়ে আনডেন যেতে হবে, তাই ফেরার পথ ধরলাম। মেঘ সরছে, সিঁড়ি দিয়ে নামব, দেখি ফায়ার ব্রেস্টেড ফ্লাওয়ার পেকার গাছের ডালে বসে শিস দিচ্ছে। হালকা রোদও উঠছে।

বি এড কলেজ ও প্রাইমারি স্কুল চোখে পড়ল। সোরেং বাজার ছাড়িয়ে আপার সোরেংয়ের দিকে উঠতে শুরু করলাম। রাস্তা বেশ খারাপ—কোথাও ইট বিছানো, কোথাওবা একদম কাঁচা। যাই হোক, ৭ কিলোমিটার এসে একটা গুম্ফার সামনে দাঁড়ালাম। দুশনজি সবাইকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বললেন। এখান থেকে প্রায় ৬০০-৭০০ মিটার উতরাই পথ বেয়ে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। গাড়ি থেকে নেমে পাইন বনের মধ্যে পা রাখতেই নানারকম পাখির কূজন কানে এল। তার মধ্যে নাটহ্যাচ, হিমালয়ান বারবেট, রুফাস সিবিয়ার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। চারদিকে গাঢ় থেকে হালকা জঙ্গল, এর মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছি। চলার পথে কখনও এক-আধটা বাড়িঘর চোখে পড়ছে, কখনও সবুজের সুউচ্চ সমারোহ, এই রাস্তায় হালকা উতরাই পথে অনেকটাই নেমে গিয়েছি, হঠাৎ দুয়েক ফোঁটা বৃষ্টির আবির্ভাব। অরণ্যের আকাশ ছুঁতে চাওয়া গাছের পাতা ভেদ করে দু-তিন ফোঁটা গায়ে পড়ল। প্রতি পদে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি। অবশেষে আমাদের নির্ধারিত গন্তব্য রুনচেনবং হোমস্টেতে এসে পৌঁছলাম।

সহজ সরল গ্রামীণ সৌন্দর্য। চারদিকে সবুজের সমারোহের মধ্যে আধুনিক সুসজ্জিত বাড়ি। গৃহকর্ত্রী বেরিয়ে এসে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। বাড়ির সামনে লনের ওপর কাঠের বেঞ্চিতে একটা ব্লু হুইসলিং থ্রাশ উড়ে এসে বসল। এখানে আসার পথে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি চোখে পড়লেও আলোর অভাবে ছবি নিতে পারলাম না।

মালপত্র যথাস্থানে রেখে লনে এসে দাঁড়ালাম। আশপাশে একটু চোখ বোলাবার ফাঁকেই চা এল। দুশনজির নিজের বাগানের অর্গানিক চা। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চারদিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম দিগন্তবিস্তৃত সবুজ পাহাড়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপের মতো বিরাজমান এই হোমস্টে। একটি দ্বিশয্যাঘর ও একটি বড় ঘর হোমস্টে হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। বড় ঘরটার চারদিক বড় কাচের জানলা দিয়ে ঘেরা। পর্দা সরালেই সবুজ উপত্যকা। দূরে রংবেরঙের কিছু প্রার্থনা-পতাকা। ঘরে দুটো খাট, সোফা, এছাড়া আরও চার-পাঁচটা বিছানা করা আছে। দেখে মনে হল যেন আমরাই প্রথম উদ্বোধন করব এই হোমস্টে। প্রায় সাড়ে চারটে বাজে, স্কোয়াশের তরকারি, ডাল, শাক, ডিম, পাঁপড় ও আলুভাজা দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করলাম। চারদিকে কুয়াশা। আমরা আট বন্ধু মিলে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাড়ে ছটা নাগাদ কফির ডাকে ঘুম ভাঙল। চারদিকে ঝিঁঝি পোকার ডাক। দুশনজি বললেন, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন, ক্যাম্প ফায়ারের ব্যবস্থা করছি'। ঘরের পাশেই ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন। দুশনজির দশ বছরের ছেলে গিটার নিয়ে হাজির। সঙ্গে সিম্বেসাইজার, বঙ্গো, আগুনের উত্তাপ আর পাহাড়ি লোকসঙ্গীতের সুর, সঙ্গে ঝিঁঝি পোকার কনসার্টে এক মায়াবী সন্ধে আমাদের মোহিত করে দিচ্ছিল। বন্ধুবর অনির্বাণ থাকতে না পেরে কি-বোর্ডে আঙুল সঞ্চালনা করতেই সহেলি, অর্পিতা, তাপসদাও

গলা মেলালেন। দুশনজি নিজে দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরোধ করলেন। পটেটো চিপস আর চিকেন ফ্রাইয়ের প্লেট শেষ না হতেই সাড়ে নটা নাগাদ ডিনারের ডাক পড়ল। রুটি, চিকেন, স্যালাড, সবজি আর শাক ভাজা দিয়ে নৈশাহার সম্পন্ন করলাম। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। হঠাৎ একটু চা খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই দুশনজির স্ত্রী হাসিমুখে চা নিয়ে হাজির। আকাশটা এখন অনেক পরিষ্কার, চায়ে চুমুক দিতে দিতে দুয়েকটা তারা দেখলেও আজ দোলপূর্ণিমার রাতে পূর্ণিমার চাঁদ একদম দেখা গেল না। একটু বিষণ্ণ মনেই ঘুমোতে গেলাম।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে জানলার পর্দা সরাতেই দেখি চারদিকে ঘন কুয়াশা। রাতের বেলা অল্প বৃষ্টিতে পাহাড় ধুয়েমুছে সাফ হলেও দৃশ্যমানতা খুবই খারাপ। দুশনজির ছেলে জানাল, আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে খুব ভালো সূর্যোদয় দেখা যায়। সামনের লনে এসে দাঁড়ালাম। কুয়াশাটা এবার অনেকটা কম। চোখটাকে একবার ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিলাম। মাঝ-আকাশে অল্প একটু নীল ছাড়া বাকি সব সবুজ। সবুজের এত অজস্র শেড আগে দেখিনি। ফার আর ওকের জঙ্গল, মাঝে মাঝে পাইন আর বিক্ষিপ্তভাবে দুয়েকটা লাল রডোডেনড্রন চোখে পড়ছে।

ব্রেকফাস্ট সেরে ঝটপট তৈরি হয়ে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ির সামনে থেকে নীচের রাস্তাটা ধরলাম। দু-পা এগনো মাত্র একটা রুফাস বেলিড নিলটাভা ফ্রেমে বন্দি হয়ে গেল। বাড়ির কিচেন-লাগোয়া গাছের ডালে একটা ব্ল্যাক থ্রোটেড টিট এসে বসল। সামনের ভুট্টাখেতে একটা ব্লু টেইলড মিনলা ও স্কারলেট মিনিভেট। ছবি নিয়ে আরও জঙ্গলের দিকে নেমে গেলাম। এক জায়গায় দেখলাম জঙ্গলটা বেশ হালকা হয়ে গেল। সামনে অনেকটা জায়গা। সূর্যের আলো ঠিকঠাক না ঢুকলেও চলার রাস্তা আছে। এক জায়গায় এসে একটা জলের নালা পেলাম।

নালাটা পেরিয়ে রাস্তায় উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম একটা বড় ফর্কটেল। ছবি নিয়ে জলের রিজার্ভারের দিকে চলেছি, এই সময় গ্রেটার নিলটাভা চোখে পড়ল। ধীরে জলের রিজার্ভারটার কাছে এলাম। একটা লাফিং থ্রাশ, একটা রুফাস সিবিয়া, আর দূরে রিজার্ভারের এক ধারে একটা ফিমেল ওয়াটার রেডস্টার্ট। রিজার্ভারের সামনে একটা লাল রডোডেনড্রন গাছের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফেরার পথ ধরলাম।

ফেরার পথে ফ্লাওয়ার পেকার ও ব্লু টেইলড মিনলার ছবি একসঙ্গে গাছের ডালে পেয়ে গেলাম। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, এখান থেকে বেরিয়ে আনডেন যেতে হবে, তাই ফেরার পথ ধরলাম। মেঘ সরছে, সিঁড়ি দিয়ে নামব, দেখি ফায়ার ব্রেস্টেড ফ্লাওয়ার পেকার গাছের ডালে বসে শিস দিচ্ছে। হালকা রোদও উঠছে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

সিংলিং যাওয়ার সরাসরি কোনও গাড়ি নেই। নিজস্ব গাড়িভাড়া করে সোরেং আসতে হবে। অথবা জোড়থাং এসে শেয়ার জিপে করে সোরেং। সোরেংয়ের জিরো পয়েন্ট এসে গাড়ি ছেড়ে দেবেন। সোরেং থেকে ৩ কিলোমিটার ওপরের দিকে গেলেই আপার সোরেং যা সিংলিং নামে পরিচিত। জিরো পয়েন্ট থেকে দুশন রাইয়ের জিপ গাড়ি আপনাকে সিংলিং নিয়ে যাবে।

কোথায় থাকবেন

দুশন রাইয়ের বাড়িতে হোমস্টে ব্যবস্থায় জনপ্রতি প্রতিদিন থাকা-খাওয়ার খরচ ১,০০০-১,২০০ টাকা। এর মধ্যে সোরেং থেকে গাড়িতে করে সিংলিং যাতায়াত, বেড টি থেকে ডিনার, ক্যাম্পফায়ার, বার-বি-কিউ সব খরচ ধরা আছে। যোগাযোগ: ☎৯৭৩৩০-৭৬২৫৩, ৯৮৩১৩-০৫৮৩৭

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প।
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

জানাশোনার বাইরে
কানাকোনা

লেখা : মিতা দত্ত **ছবি** : পিনাক দত্ত

গোয়ার দক্ষিণতম তালুকে কানাকোনার অনতিদূরেই আরবসাগরের বুকে পাথুরে দ্বীপে পাখিদের বসতি। খানিক এগোলেই দেখা মেলে ডলফিনের ঝাঁকের। সমুদ্র, ব্যাকওয়াটার, অরণ্য, মন্দির, দুর্গ– সব নিয়ে জমজমাট দক্ষিণ গোয়া ভ্রমণ।

কাবো দে রামা ফোর্ট

গলজিবাগ বিচে

কেপেমের বাজার

চলেছি অমরাবতী এক্সপ্রেসে চড়ে গোয়া। ট্রেন ভারতের পূর্ব উপকূল ধরে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ পেরিয়ে কর্নাটকের 'ক্যাসেল রক' পৌঁছতেই দৃশ্যপট বদলে গেল। ট্রেনে লাগল দ্বিতীয় ইঞ্জিন, খাড়া পাথুরে দেওয়ালের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলেছে। কিছুদূর যেতেই শুরু হল লুকোচুরি খেলা। ট্রেন মাঝে মাঝেই ঢুকছে নিকষ অন্ধকার সুড়ঙ্গে, তারপর আবার বেরিয়ে আসছে আলোয়। কখনও রেলপথ চলেছে পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে। এরপর হঠাৎই বাঁপাশে দেখলাম দুরন্ত বেগে নেমে আসা অপরূপ দুধসাগর জলপ্রপাত। ট্রেন বাঁক নিতেই সে উধাও। আবার কিছুক্ষণ বাদে দেখা মিলল তার। মোট ১৬টি সুড়ঙ্গ, ৯৬টি বাঁক এবং সবুজ বনানীর মাঝে দুর্দান্ত দুধসাগর জলপ্রপাত— সব মিলিয়ে এ রেলপথ যে-কোনও প্রকৃতি-প্রেমিকের স্বপ্নপথ।

মারগাঁও স্টেশনে পৌঁছে প্রিপেড ট্যাক্সি নিয়ে চললাম দক্ষিণ গোয়ার দক্ষিণতম তালুক কানাকোনার দিকে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে গোয়া জুড়ে, বিশেষ করে উত্তর গোয়ার বিচে চলে উদ্দাম কার্নিভাল, সঙ্গে উপচে পড়া ভিড়। তবে আমরা গোয়ায় কার্নিভাল দেখতে আসিনি, এসেছি পাখি দেখতে আর তার সঙ্গে দুদিন সমুদ্র উপভোগ করতে। থাকব নির্জন রাজবাগ বিচের কাছে।

এখন আমরা চলেছি কানাকোনার রাজবাগ বিচের কাছেই, হোটেল 'মোলিমা রিসর্ট'-এ। বিচ থেকে হোটেলের দূরত্ব হাঁটাপথে পনেরো মিনিট। বিকেলবেলা পৌঁছলাম বিচে। নির্জন বালুকাবেলা, একপাশে মেছুয়াদের ছোট্ট বসতি। সামনেই মাথা তুলে আছে একটা পাথুরে দ্বীপ। বিচে পরিচয় হল এক জেলে-মাঝির সঙ্গে। তার কাছেই জানলাম, এখানকার সমুদ্রে ডলফিনের দেখা পাওয়া যায়। সেইমতো স্থির হল পরদিন ভোরে তার সঙ্গে নৌকোয় সমুদ্রে যাব ডলফিন দেখতে। একঘণ্টা সমুদ্রভ্রমণের মূল্য ধার্য হল হাজার টাকা।

ধীরে ধীরে হালকা মেঘের আস্তরণ পেরিয়ে সূর্য ক্রমশ হারিয়ে গেল আরবসাগরের বুকে। সাগরজলে যেন আগুন লাগল। রঙের খেলায় মন ভরে গেল।

পরদিন ভোরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রাজুর মোটরচালিত মাছ ধরার নৌকোয়, ডলফিন দেখতে। আরবসাগরের শান্ত নীল জলরাশি চোখ জুড়িয়ে দেয়। কাছের পাথুরে দ্বীপটিতে গ্রে হেরন, নাইট হেরন ও প্রচুর ইগ্রেটের বাসা। ক্রমে চলে এলাম গভীর সমুদ্রে। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। দূরে চোখে পড়ছে কিছু ফিশিং ট্রলার। তবে আমাদের উৎসুক চোখ খুঁজে চলেছে ডলফিন। না, হতাশ আমরা হইনি। একঘণ্টার ভ্রমণে আমরা অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করেছি কখনও একা কখনও বা জোড়ায় দেখা ছ-সাতটি ডলফিন। বিপন্ন এই প্রজাতির এতগুলি প্রাণী এ-অঞ্চলে দেখে আশ্বস্ত হলাম। নৌকো ফিরে এল বিচে। বিচে নামতেই দেখি সেখানে অসংখ্য লিটল রিংড ও কেন্টিশ প্লোভারের হাট বসেছে। কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তারা উড়ে গেল খানিকটা দূরে। এদের কার্যকলাপ বেশ কিছুক্ষণ ধরে উপভোগ করলাম আমরা।

সেদিন বিকেলে চললাম দক্ষিণ গোয়ার এক জনপ্রিয় বিচ পালোলেমে। অটোতে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। বিচ এবং বিচে যাওয়ার রাস্তায় সারি সারি অসংখ্য দোকান। বিচটিও জনাকীর্ণ। ভিড়ের মাঝে, হঠাৎই এগিয়ে এসে পরিচয় করল স্থানীয় এক যুবক, নাম লাকি। আমাদের সঙ্গে বড় লেন্স দেখে সে আন্দাজ করেছে যে আমরা পক্ষীপ্রেমী। সে জানাল, আমরা রাজি থাকলে তার নৌকোয় সে আমাদের এই ভিড় থেকে দূরে পালোলেমের ব্যাকওয়াটারে নিয়ে যাবে পাখি দেখাতে। আমরাও হাতে চাঁদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম।

পায়ের পাতা-ডোবা জল পেরিয়ে উঠলাম তার নৌকোয়। খাঁড়ি পথ বেয়ে চলল বৈঠা-টানা নৌকো। প্রথমে দুপাশে পাথুরে জমি, তারপরে দুধারেই খাঁড়িপথের ওপর ঝুঁকে পড়া ম্যানগ্রোভ আর মাটির ওপরে জেগে থাকা তার শ্বাসমূল। এই ম্যানগ্রোভেই পাখির সংসার। কমন, হোয়াইট ব্রেস্টেড, ব্ল্যাক হেডেড, স্টর্ক বিল্ড প্রভৃতি প্রজাতির কিংফিশার, নাইট হেরন, গ্রে হেরন, ইগ্রেট— কী নেই সেখানে!

পায়ের পাতা-ডোবা জল পেরিয়ে উঠলাম তার নৌকোয়। খাঁড়ি পথ বেয়ে চলল বৈঠা-টানা নৌকো। প্রথমে দুপাশে পাথুরে জমি, তারপরে দুধারেই খাঁড়িপথের ওপর ঝুঁকে পড়া ম্যানগ্রোভ আর মাটির ওপরে জেগে থাকা তার শ্বাসমূল। এই ম্যানগ্রোভেই পাখির সংসার। কমন, হোয়াইট ব্রেস্টেড, ব্ল্যাক হেডেড, স্টর্ক বিল্ড প্রভৃতি প্রজাতির কিংফিশার, নাইট হেরন, গ্রে হেরন, ইগ্রেট— কী নেই সেখানে! পালোলেমের ভিড় এড়িয়ে এখানে এসে পাখিদের এমন নিরাপদ আশ্রয় দেখে মন ভরে গেল। পালোলেম থেকে ফেরার পথে চোখে পড়ল প্রচুর সি-ফুড রেস্তোরাঁ। তাতে সাজানো নানাবিধ চেনা-অচেনা সামুদ্রিক মাছ, অক্টোপাস, স্কুইড প্রভৃতি। এছাড়াও এপথে রয়েছে প্রচুর গিফট শপ, স্পা, কফিশপ, বইয়ের দোকান, লিকার শপ— যেখানে বিদেশি ওয়াইন ছাড়াও বিক্রি হচ্ছে গোয়ার বিখ্যাত দেশি পানীয় ফেনি। সব দোকানেই বিদেশিদের ভিড়। পালোলেমের কোলাহল ছেড়ে আমরা ফিরে চললাম আমাদের হোটেলে। সেদিন রাত্রে কিংফিশ (সুরমাই মাছ) ও স্কুইড সহযোগে সুস্বাদু নৈশভোজ ভোলার নয়।

পরদিন যে আমরা দক্ষিণ গোয়ার কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করব— তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। তবে সাধারণত গোয়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 'সাউথ গোয়া ট্যুর' বলে যে ট্যুর করায়, আমাদের ভ্রমণসূচিতে কিন্তু সেসব জায়গা নেই। আমরা ঘুরব গোয়ার দক্ষিণতম অঞ্চল, যেখানে গোয়া ট্যুরিজমের কোনও ট্যুর হয় না।

আমাদের প্রথম গন্তব্য কোটিগাঁও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। স্যাংচুয়ারির প্রবেশদ্বারে এন্ট্রি ও ক্যামেরা ফি দিয়ে আমরা আমাদের গাড়ি করেই স্যাংচুয়ারিতে প্রবেশ করলাম। রাস্তার দুধারে লম্বা লম্বা গাছ, তাতে অবিরাম ডেকে চলেছে কতরকম পাখি। এখানে পাওয়া যায় উড়ন্ত কাঠবিড়ালি, স্লেন্ডার লরিস, চার শিং অ্যান্টিলোপ, নানারকম সাপ ও প্রচুর পাখি। গাছের উচ্চতা দেখে অবশ্য আশঙ্কা হচ্ছিল যে, এখানে পাখি বোধহয় খুব দেখা যাবে না— তাদের ডাক শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এখানকার প্রধান আকর্ষণ ২৫ ফুট উঁচু একটি ওয়াচ টাওয়ার, যেটি ট্রি টপ ওয়াচ টাওয়ার নামে পরিচিত। এর অবস্থান একটি ছোট্ট জলার ধারে— যেখানে জংলি পশুরা জলপান করতে আসে। শুনলাম এখানে রাত্রিবাসের অনুমতিও পাওয়া যায়। এই ওয়াচ টাওয়ারে পৌঁছতে কিছুটা পথ গাড়িতে গিয়ে তারপর ঘন বনের মধ্য দিয়ে পৌনে ১ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে গোয়ার মারগাঁও সরাসরি যায় ১৮০৪৭ অমরাবতী এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি)। ট্রেনটি হাওড়া থেকে রাত সাড়ে ১১টায় ছেড়ে মারগাঁও পৌঁছয় তৃতীয়দিন দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে। এছাড়া যে-কোনও মুম্বইগামী ট্রেনে মুম্বই পৌঁছে সেখান থেকে ভাস্কোগামী ট্রেন ধরে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় মারগাঁও। মারগাঁও থেকে প্রিপেড ট্যাক্সি ধরে চলে যাওয়া যাবে রাজবাগ। ভাড়া পড়বে ৯৫০ টাকা। এছাড়া মারগাঁও থেকে বাস পরিষেবা পাওয়া যায় রাজবাগ যাওয়ার জন্য। দক্ষিণ গোয়ার দ্রষ্টব্য দেখতে গাড়ি ভাড়া করতে হবে। ভাড়া পড়বে ২,০০০ টাকায় ছোট গাড়ি, ২,৮০০-৩,০০০ টাকায় বড় গাড়ি।

কোথায় থাকবেন

রাজবাগ বিচের কাছে সাধ্যের মধ্যে থাকার জায়গা **মোলিমা রিসর্ট** (☎২৬৪৩০২৮, ২৬৪৩০৮৩), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা ও নন এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮৫০ টাকা।

ই-মেল: molyma2001@yahoo.co.in

এছাড়া থাকতে পারেন **দ্য পেন্টাকন** (☎২৬৪৫৩৩১-৩৩)। স্ট্যান্ডার্ড ঘরের ভাড়া ৩,৫০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫,৫০০ টাকা, এক্সিকিউটিভ স্যুইটের ভাড়া ৭,৫০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)।

ই-মেল: email@pentacongoa.com

ওয়েবসাইট: www.pentacongoa.com

পালোলেম-এ থাকার জন্য রয়েছে **পালোলেম বিচ রিসর্ট** (☎২৬৪৩০৫৪) নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা। **কিউপিড ক্যাসেল বিচ ট্যুরিস্ট হোটেল** (☎২৬৪৩৩২৬) নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা। এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা। এ সি তিনশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। কোটিগাঁও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে থাকতে চাইলে বনবিভাগ পরিচালিত **ইকো-ট্যুরিজম কমপ্লেক্স** (হাতিপাল)-এ তিনটি দ্বিশয্যার কটেজ আছে। কটেজপ্রতি ভাড়া ৮০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন:

রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার

কোটিগাঁও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি

কানাকোনা, গোয়া ☎২৯৬৫৬০১

গোয়ার এস টি ডি কোড: ০৮৩২।

যেতে হল। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এই পথ বেশ রোমাঞ্চকর। মাঝে মাঝেই চমকে দিচ্ছিল মালাবার গ্রে হর্নবিলের অট্টহাসি। ওয়াচ টাওয়ার থেকে যদিও বন্যপ্রাণ কিছুই দেখতে পেলাম না, তবুও মন ভরিয়ে দিল সবুজ এ বনপথ। এখান থেকে আমরা চললাম স্যাংচুয়ারির 'রেসকিউ সেন্টার' ও বাটারফ্লাই পার্ক দেখতে। পথে প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। দেখি বিশাল লম্বা এক সাপ আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে পাশের আগাছায় গা-ঢাকা দিল। রেসকিউ সেন্টারে দেখলাম বিশালকায় এক কিংকোবরা। বাটারফ্লাই পার্কে ঢুকে দেখি বেশ সাজানো বাগানে নানারকম গাছ। একেকটি গাছের গায়ে, একেকটি প্রজাতির প্রজাপতির নাম ও পরিচয় লেখা আর আশ্চর্যজনকভাবে সেই গাছকে কেন্দ্র করে উড়ে বেড়াচ্ছে সেই প্রজাতির অসংখ্য প্রজাপতি। সে এক অসাধারণ দৃশ্য! কোনও জায়গায় অপূর্ব নকশা-কাটা নীল প্রজাপতিদের ভিড়, তো কোথাও উড়ে বেড়াচ্ছে অগুনতি কমলা, কালো, খয়েরি নকশা-কাটা প্রজাপতি।

কোটিগাঁও থেকে বেরিয়ে আমরা চললাম কাছের পোইনগুইনিম গ্রামে— উদ্দেশ্য গোয়ার বিখ্যাত কাজুর ফ্যাক্টরি দেখা। সেখানে পৌঁছতেই কাজুর গন্ধ আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। নানারকম কাজু— কোনওটা খোসা সমেত, কোনওটা খোসা ছাড়ানো, কোনওটা গোটা, কোনওটা ভাঙা। প্যাকেজিং হচ্ছে এবং বিক্রি হচ্ছে বাজারের থেকে অনেক কম দামে। আমরাও এখান থেকে বাড়ির সবার জন্য উপহার হিসেবে বেশ কিছু কাজু সংগ্রহ করলাম।

এরপর আমরা দর্শন করলাম শ্রীস্থল গ্রামের বিখ্যাত মল্লিকার্জুন মন্দির। কথিত আছে, বহুদিন বিচ্ছেদের পর শিব এখানে পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এ মন্দিরের নামকরণ নিয়ে যে লোককথা প্রচলিত আছে তা এরকম: মল্ল নামক এক অসুর অর্জুনের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করছিল। তখন শিব এখানে এক শিকারির বেশ ধরে এসে মল্লাসুরকে বধ করেন। তাই এই মন্দিরের নাম মল্লিকার্জুন মন্দির। মন্দিরটির গায়ে কাঠ ও রুপোর অপূর্ব খোদাই-কাজ। মন্দিরে পূজিত শিবের বিগ্রহ পাথরের এবং মাথায় তাঁর ধাতব আস্তরণ।

অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, তাই হোটেলে ফেরার পথ ধরলাম। ফেরার পথে ঘুরে নিলাম অলিভ রিডলে-র নেস্টিংয়ের জন্য বিখ্যাত গালজিবাগ বিচ, তালপেনা বিচ প্রভৃতি।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকেলবেলা আমরা চললাম দক্ষিণ গোয়ার আরেক দর্শনীয় স্থান কাবো দে রামা ফোর্ট দর্শনে। প্রাচীন পর্তুগিজ দুর্গ বলে পরিচিত হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের নির্মিত একটি দুর্গ। কথিত আছে, রামচন্দ্র তাঁর স্ত্রী সীতাকে নিয়ে ১৪ বছরের বনবাসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই থেকেই এই দুর্গের নাম কাবো-দে-রামা বা কেপ রামা। সুনডারের মারাঠা রাজার থেকে পর্তুগিজরা দুর্গটি আয়ত্তে আনে এবং ১৭৬৩ সালে তা পুনর্নির্মিত করে। সমুদ্রের ধারে একটি টিলায় এর অবস্থান অনবদ্য। দুর্গটি বেশ অনেকটা এলাকা জুড়ে। তার একেকটি কোণ থেকে নীচে আছড়ে পড়া সবুজ আরবসাগরের অপূর্ব রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই ফোর্টের একটি চ্যাপেল এখনও সচল। সেখানে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পেলাম।

আমাদের দক্ষিণ গোয়া ভ্রমণ শেষ হল আগোন্ডা বিচে একটি অসাধারণ সূর্যাস্ত দেখে। পরদিন আমরা যাব সমুদ্রতট ছেড়ে গোয়ার জঙ্গলে পাখি দেখতে।

Discover India
4 N. S. Road, 1st Floor, Kol-1
(O) 65555531 (M) 9831192195
Kashmir, Himachal, Rajasthan, Uttaranchal, UttarPradesh, Delhi, All over South India, Odisha, Goa, Maharastra, Arunachal, Sikkim, Bhutan, West Bengal Hotel & Car Booking.

কাছে কিংবা দূরে | চলুন আসি ঘুরে
রাজস্থান, কেরালা, লে-লাদাখ, কুমায়ুন, আন্দামান, হিমাচল, কাশ্মীর, কিন্নর-কল্পা-লাহুল-স্পিতি
Special Summer Package
ব্যাঙ্কক-পাটায়া, সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া, নেপাল, ভূটান
WANDERLUST
8/108, Bijoygarh,Kol-700 032
Ph. : 033-4066 2105 (Office)
Mob : 7890057505
Mob : 098300 30585
E-mail ID : wanderlust800@gmail.com
ট্রেন, বাস, ফ্লাইট টিকিট বুকিং
হোটেল, রিসর্ট, Car Rental
যেদিন খুশি, যেমন খুশি, যেখানে খুশি প্যাকেজ ট্যুর

দারুচিনি দ্বীপ থেকে ছেঁড়াদ্বীপে

লেখা: সুমনা দে ছবি: দেবকুমার দে

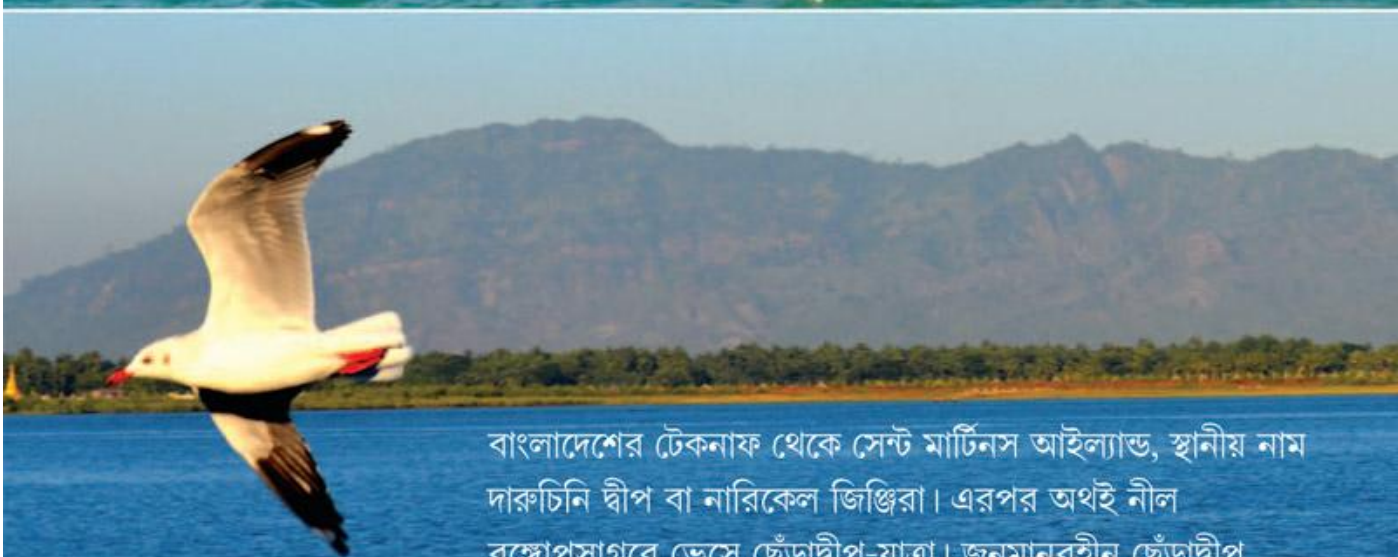

বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড, স্থানীয় নাম দারুচিনি দ্বীপ বা নারিকেল জিঞ্জিরা। এরপর অথই নীল বঙ্গোপসাগরে ভেসে ছেঁড়াদ্বীপ-যাত্রা। জনমানবহীন ছেঁড়াদ্বীপ ভরা-জোয়ারে মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যায়।

ছেঁড়াদ্বীপের পথে

নাফ নদীতে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের পথে

মহেশখালিতে সাম্পান

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের অগণিত উর্মিমাত ছোট্ট দারুচিনি দ্বীপটি আজও অনেক অত্যুৎসাহী পর্যটকের চোখের আড়ালে রয়ে গিয়েছে। গতবছর ডিসেম্বরে আমরা বারোজন সেই স্বপ্নময় ভূখণ্ডটিতে বেড়িয়ে এলাম।

চোদ্দো দিনের এই ট্যুর শুরু হয়েছিল ১৫ ডিসেম্বর। কলকাতা থেকে বাসে বেনাপোল পৌঁছে সেখান থেকে দুটি গাড়ি নিয়ে একে একে কুষ্টিয়ার লালন মাজার, কুষ্টিয়া ও শিলাইদহে অবস্থিত ঠাকুর পরিবারের দুটি কুঠিবাড়ি—যেখানে রবীন্দ্রনাথ মাঝেমধ্যে গিয়ে থাকতেন, সাগরদাঁড়িতে কবি মধুসূদন দত্তের পৈতৃক ভিটে দেখে খুলনা বন্দরে পৌঁছলাম। সেখান থেকে অসাধারণ এক ক্রুজে তিনদিন তিনরাত থেকে, সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল ও ছোটবড় অসংখ্য খাঁড়িতে ঢুকে জঙ্গল সাফারির রোমাঞ্চকর স্বাদ নেওয়া গেল। ফিরতি পথে খুলনা হয়ে সারারাত বাসযাত্রা করে পৌঁছলাম ঢাকা। ঢাকা শহর দেখে, আবার রাতের বাসে সকালবেলা পৌঁছে গেলাম কক্সবাজার আর সেখান থেকেই আমাদের বহুপ্রতীক্ষিত দারুচিনি দ্বীপে যাওয়া।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে কক্সবাজার জেলাটি সমুদ্রতটের জন্য বিখ্যাত। ১২৫ কিলোমিটার বিস্তৃত পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রতটটি সবসময়েই লোকে লোকারণ্য। এখানে আছে নানা মানের অসংখ্য হোটেল ও অসংখ্য বার্মিজ দোকানপাট। বলা হয়, অবিভক্ত ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে এই অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন জনৈক কক্সসাহেব। এই অঞ্চলের উন্নতিসাধনের জন্য তাঁর যথেষ্ট পরিকল্পনা ও পরিশ্রম ছিল। ১৭৯৯ সালে তাঁর অকালমৃত্যুর পর এই অঞ্চলের নাম রাখা হয় কক্সবাজার।

যাই হোক, কক্সবাজারে পৌঁছেই সময় নষ্ট না করে আমরা রওনা হলাম মহেশখালি দ্বীপের উদ্দেশে। বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলতরঙ্গের ওপর দিয়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দুরন্তগতির স্পিডবোটে পৌঁছে গেলাম মহেশখালি। সুন্দরী, কেওড়া, গড়ান ইত্যাদি নানা প্রজাতির গাছে গাছে সবুজ এই দ্বীপটিতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতির অনন্য সহাবস্থান দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এখানে রয়েছে আদিনাথ শিবের প্রাচীন মন্দির, বৌদ্ধবিহার ইত্যাদি। ফেরার পথে আবার স্পিডবোট ভরসা। বঙ্গোপসাগরের বুকে ভাসমান স্থানীয় ছোটবড় সাম্পানগুলি, প্রাচীনকালে এইসব অঞ্চল দিয়ে চিন, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাংলার অতিসমৃদ্ধ বাণিজ্যের ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়।

পরদিন ভোরে আমাদের দারুচিনি দ্বীপ যাওয়ার পরিকল্পনা, কক্সবাজার থেকে গাড়িতে আড়াইঘণ্টার পথ অতিক্রম করে টেকনাফ পৌঁছনো গেল। কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত উপজেলা টেকনাফ কক্সবাজার থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এর পূর্বদিক দিয়ে বয়ে চলেছে নাফ নদী। ম্যানগ্রোভ অরণ্য অধ্যুষিত টেকনাফে বহু বৌদ্ধবিহার নজরে পড়ল। ভোরের ঘন কুয়াশা, জঙ্গলঘেরা কখনও মসৃণ কখনও অমসৃণ পথে উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে শেষপর্যন্ত উঠলাম অপেক্ষারত কেয়ারি সিন্দবাদ নামের ছোট জাহাজটিতে।

দোতলার ডেকে উঠে যেদিকে তাকাই গাঢ় নীল জল। নাফ নদী তার নীল জলে ঢেউ তুলে হেলেদুলে চলেছে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিলিত হতে। এক বর্মী রাজকুমারীর নামানুসারে এই নদীর নাম নাফ। কোথাও ১২৮ ফুট আবার কোথাও-বা ৪০০ ফুট গভীর এই নদীর একদিকে আরাকান পাহাড়ঘেরা মায়ানমার আর অপরদিকে অরণ্য-অধ্যুষিত বাংলাদেশ। নদীর বুকে সূর্যের আলোর ঝিকিমিকি আর অসংখ্য সি-গালের আনন্দ কোলাহল দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। কেয়ারি সিন্দবাদের ক্যাপ্টেন এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক ইতিহাস ইত্যাদি বিবৃত করে যাত্রীদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুললেন।

যেদিকে তাকাই গাঢ় নীল জল। নাফ নদী তার নীল জলে ঢেউ তুলে হেলেদুলে চলেছে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিলিত হতে। নদীর একদিকে আরাকান পাহাড়ঘেরা মায়ানমার আর অপরদিকে অরণ্য অধ্যুষিত বাংলাদেশ। নদীর বুকে সূর্যের আলোর ঝিকিমিকি আর অসংখ্য সি-গালের আনন্দ কোলাহল দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম।

ঘণ্টাদুয়েক পর নাফ নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হল। তখন কোথায় মায়ানমার, কোথায় বাংলাদেশ! শুধু দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি। একটু পরেই দেখা গেল আমাদের স্বপ্নের দারুচিনি দ্বীপ, টেকনাফ থেকে যার দূরত্ব মাত্র ৯ কিলোমিটার। ক্যাপ্টেন জানালেন এই দ্বীপটিতে প্রথমে একদল আরব বসতি স্থাপন করে। তারা নোনাজলে ঘেরা এই দ্বীপটির মাঝখানে মিষ্টিজলের সন্ধান পায়। এটির নাম দেওয়া হয় জাজিরা দ্বীপ। ব্রিটিশ আমল থেকে অবশ্য এই দ্বীপটি সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড নামে পরিচিত হয়ে আসছে। স্থানীয় লোকেরা তাদের প্রিয় ভূখণ্ডটিকে নারিকেল জিঞ্জিরা নামে অভিহিত করে। কথিত আছে, একবার মশলাবোঝাই এক বিদেশি জাহাজ এই দ্বীপের কাছে ডুবে যায়। দ্বীপবাসীরা সকালে উঠে দেখে সমুদ্রে অসংখ্য দারুচিনি ভেসে আছে। সেই থেকে সেন্ট মার্টিনসের আরেক নাম হয় দারুচিনি দ্বীপ। এটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ।

দারুচিনি দ্বীপে নামার আগে ক্যাপ্টেন আমাদের সোজা জানিয়ে দিলেন যে এখানকার মানুষজন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও আন্তরিক, কিন্তু মদ খেয়ে মাতলামি করলে এরা লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ করতেও ছাড়ে না। অবশেষে অবতরণ। সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল দেশি-বিদেশি পর্যটকদের। এখানে সূর্য, সাগর আর নারকেল গাছের আভরণে ভূষিতা প্রকৃতি অসামান্য সুন্দরী। আমাদের ব্লু মেরিন হোটেলটি সমুদ্রতটেই অবস্থিত। পৌঁছনোমাত্র হইহই করে নেমে পড়া হল জলে। দুপুরের আহারে ছিল নানা ধরণের সামুদ্রিক মাছ সহযোগে ভাত। খাওয়ার পর সময় নষ্ট না করে জেটিতে এসে ওঠা হল মাঝারি মাপের এক নৌকোয়। না, স্পিড বোট নয়, নিতান্ত সাদামাঠা এক মোটরচালিত বোট। উদ্দেশ্য ছেঁড়াদ্বীপে যাওয়া। এখন ভাবলে অবাক লাগে তরঙ্গায়িত অতল সাগরের ওপর দিয়ে অতি সাধারণ এক নৌকোয় আমরা বারোজন দুঃসাহসী চলেছি দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে। আরও অ্যাডভেঞ্চার যে অপেক্ষা করে আছে তখনও জানি না। এরপর প্রায় মাঝ-সমুদ্রে আমাদের নৌকোর পাশে এসে দাঁড়াল এক জেলেডিঙি। অনেক কসরত করে নামলাম সেই ডিঙিতে এবং ডিঙিটি অবশেষে পৌঁছে দিল ছেঁড়াদ্বীপে। পথে মাঝিটি কিছু প্রবাল কেনার প্রস্তাব দিলেও আমরা কান দিইনি, কারণ ওর কাছ থেকে প্রবাল কেনা মানে প্রকারান্তরে প্রবালনিধনে উৎসাহ দেওয়া। তবে সমুদ্রপথে যেতে যেতে অগভীর অংশে বেশ কিছু প্রবাল দেখতে পেলাম।

দারুচিনি দ্বীপের একটি অংশ হল এই

ছেঁড়াদ্বীপ। ভরা জোয়ারের সময় মূল দ্বীপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বলে এর এই নাম। ভাটার সময় অবশ্য আবার দুটি দ্বীপ জুড়ে যায়।

জনমানবশূন্য ছেঁড়াদ্বীপে পা রেখে এক অদ্ভুত অনুভূতি হল। এত নির্জন দ্বীপে আগে কখনও আসিনি। কেয়াগাছের জঙ্গল ছাড়া বিশেষ গাছপালা বা জন্তু-জানোয়ার এখানে নেই। একমাত্র অস্থায়ী চায়ের দোকান থেকে ধোঁয়ার গন্ধওয়ালা চা খেয়ে আমরা তো আপ্লুত। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে মৃত প্রবাল ও ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে হঠাৎ পশ্চিম আকাশে চোখ পড়তেই দেখি সূর্যদেব জলের ক্যানভাসে লাল রং ছড়িয়ে পাটে বসতে চলেছেন। স্বর্গ যেন মর্ত্যে নেমে এসেছে। দুচোখ ভরে সেই দৃশ্য দেখছি, এমন সময় শুনি আমাদের মাঝিভাই চাটগাঁইয়া ভাষায় কী যেন হাউমাউ করে বলে চলেছে। অবশেষে বোঝা গেল যে, আগে থেকে দ্বীপে আসা কয়েকজন লোককে মাঝসমুদ্রে নৌকোয় সে তুলে দিয়ে আসতে চলেছে। পরে আমাদের নিয়ে যাবে। এই বলে তো সে চলে গেল।

এদিকে ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল, সন্ধ্যাতারা— আকাশে যা যা আছে সব জ্বলজ্বল করে উঠছে। আর আমরা সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্রের মাঝখানে একটা ছোট্ট ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি মাঝির প্রতীক্ষায়। ঠিক হয়ে গেল, কুছ পরোয়া নেই, মাঝি যদি নাও আসে হইচই করে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া হবে একটা রাত। না, মাঝি ফিরে এসেছিল এবং আমরাও তার ডিঙি চেপে মাঝসমুদ্রে গিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় একটা বোটে চেপে সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ডে ফিরেছিলাম।

এখানে কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি নেই। যা কিছু আলো জেনারেটরের সাহায্যে জ্বলে, হোটেলে রাত এগারোটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত জেনারেটর বন্ধ থাকে। তখন হ্যারিকেন ভরসা। তাই রাতের আলো নেভার আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়া হল।

পরদিন সকালে আবার সমুদ্রসৈকত। লাল কাঁকড়া, ছোটবড় জেলিফিশ, ছোট-ছোট নানা জাতের কাঁকড়া, পাফ মাছ ইত্যাদি দেখতে দেখতে অনেক দূর হাঁটা হল। জেলেরা জাল ফেলে কতরকম মাছ ধরছিল— কোরাল ফিশ, টুনা ফিশ, জাম্বো সাইজের লবস্টার, ছোট-বড় চিংড়ি, নানা জাতের পমফ্রেট, ছোট-ছোট চাইলা মাছ ইত্যাদি। এইসব মাছের একটা বড় অংশ শুঁটকি মাছ হিসেবে দেশে-বিদেশে চালান করা হয়। মাছ ধরা ও বিক্রি করা ছাড়াও মাত্র ৮ কিলোমিটার বিস্তৃত ছোট্ট এই দ্বীপের মানুষজন ধান ও নারকেল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। শীতকালে পর্যটকদের দাক্ষিণ্যে সামান্য কিছু রোজগারও হয়। এখানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের 'সমুদ্রবিলাস' নামে একটি সুন্দর বাড়িও রয়েছে। ইতিমধ্যে কেয়ারি সিন্দবাদ টেকনাফ থেকে আমাদের নিতে চলে এসেছে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দারুচিনি দ্বীপকে বিদায় জানিয়ে জাহাজে উঠলাম। বিকেল তিনটে নাগাদ রওনা হয়ে পাঁচটায় টেকনাফে পৌঁছলাম। গাড়ির ব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল। তবে কক্সবাজার-টেকনাফ রুটে একাধিক স্থানীয় বাসও রয়েছে।

ফেরা হল কক্সবাজারে। সে তো পর্যটকদের স্বাগত জানিয়েই রেখেছে। সমুদ্রের ধারে গরম গরম চিংড়ি ও টুনার কাবাব খেয়ে প্রাণখুলে কেনাকাটা সারা হল। পরদিন সকালে রওনা হলাম রাঙামাটির উদ্দেশে। সে আরেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে বিমান বা বাসে ঢাকা পৌঁছে, ঢাকা থেকে প্লেনে কক্সবাজার যাওয়া যায়। এছাড়া ঢাকা থেকে রাতের বাসে চট্টগ্রাম ও সেখান থেকে বাস বা গাড়িতে কক্সবাজার যাওয়া যায়। কক্সবাজার থেকে স্থানীয় বাস বা গাড়ি ভাড়া করে টেকনাফ পৌঁছনো যায়। পাঁচটি শিপিং লাইনার প্রত্যহ টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনস যাতায়াত করে। তাই দ্বীপে না থেকেও কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে ফিরে আসা সম্ভব। পাঁচটি শিপিং লাইনার হল— কেয়ারি সিন্দবাদ, কেয়ারি ক্রুজ অ্যান্ড ডাইন, ঈগল, এল সি টি কুতুবিয়া ও শাহিদ শের নিয়াবত। টেকনাফ জেটি থেকে টিকিট সংগ্রহ করা যায়।

কোথায় থাকবেন

কক্সবাজারে রয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের তিনটি হোটেল।

হোটেল শৈবাল, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা, এ সি রয়্যাল রুম ৩,০০০ টাকা। **হোটেল প্রবাল** এবং **হোটেল উপল**-এ নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা এবং এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: ☎৯০৫১০-১৪৭০৮।

সেন্ট মার্টিনস সমুদ্রতটে রয়েছে **হোটেল ব্লু মেরিন**, (☎০১৭১৩৩-৯৯০০০-১, ০১৭১৩৩-৯৯২৫০-২), ভাড়া ২,০০০ টাকা। **প্রসাদ প্যারাডাইস, হোটেল লাবিলাবিলাস**, ভাড়া ২,০০০-৩,০০০ টাকা। বুকিং: ☎২২২৮-২২৫২/২২৫৩।

মনে রাখবেন

বাংলাদেশের হাইওয়ে যথেষ্ট ভালো, খানাখন্দ কম। তাই ট্রেনের বদলে বাস বা গাড়িতে বেড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৫ম মুদ্রণ ₹১৫০

শঙ্খ ঘোষের **ইছামতীর মশা**
কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণের নবনীতা

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৯০

প্রতাপকুমার রায়ের **দেশে দেশে**
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া ₹৬০
রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে ₹৬০
ভ্রমণ ট্রেকিং দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹১০০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
১ম খণ্ড। ৩য় মুদ্রণ ₹৩৫০
২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয় ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০
নিমফুলের মধু গল্পসংকলন ₹৬০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

অনলাইনে পেতে হলে লগ অন করুন
www.swarnakshar.in
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-Mail: info@swarnakshar.in

খারদুংলার পথে জাঁসকার পর্বতমালা

খারদুংলা পেরিয়ে নুব্রা উপত্যকা

লেখা ও ছবি: সঞ্জীব দাস

লে থেকে ৫০ কিলোমিটার দুর্গম পথ পেরিয়ে খারদুংলা টপ। বিশ্বের উচ্চতম যানোপযোগী পথ বলে খ্যাত সেই স্থানের হাড়-কাঁপানো ঠান্ডাও মনে থাকে বহুদিন। খারদুংলা পেরিয়ে একে একে খালসার, হুন্ডার, পানামিক। খালসারের কাছেই নুব্রা নদী স্বচ্ছতোয়া শিয়ক নদীর সঙ্গে মিশেছে। শিয়ক নদীর ওপর সেতু পেরলেই শীতল মরুভূমি। সেখানকার দু-কুঁজো উট, সবুজ মরূদ্যান, উষ্ণপ্রস্রবণ— সব মিলিয়ে এ এক অচিন দেশের ভ্রমণকথা।

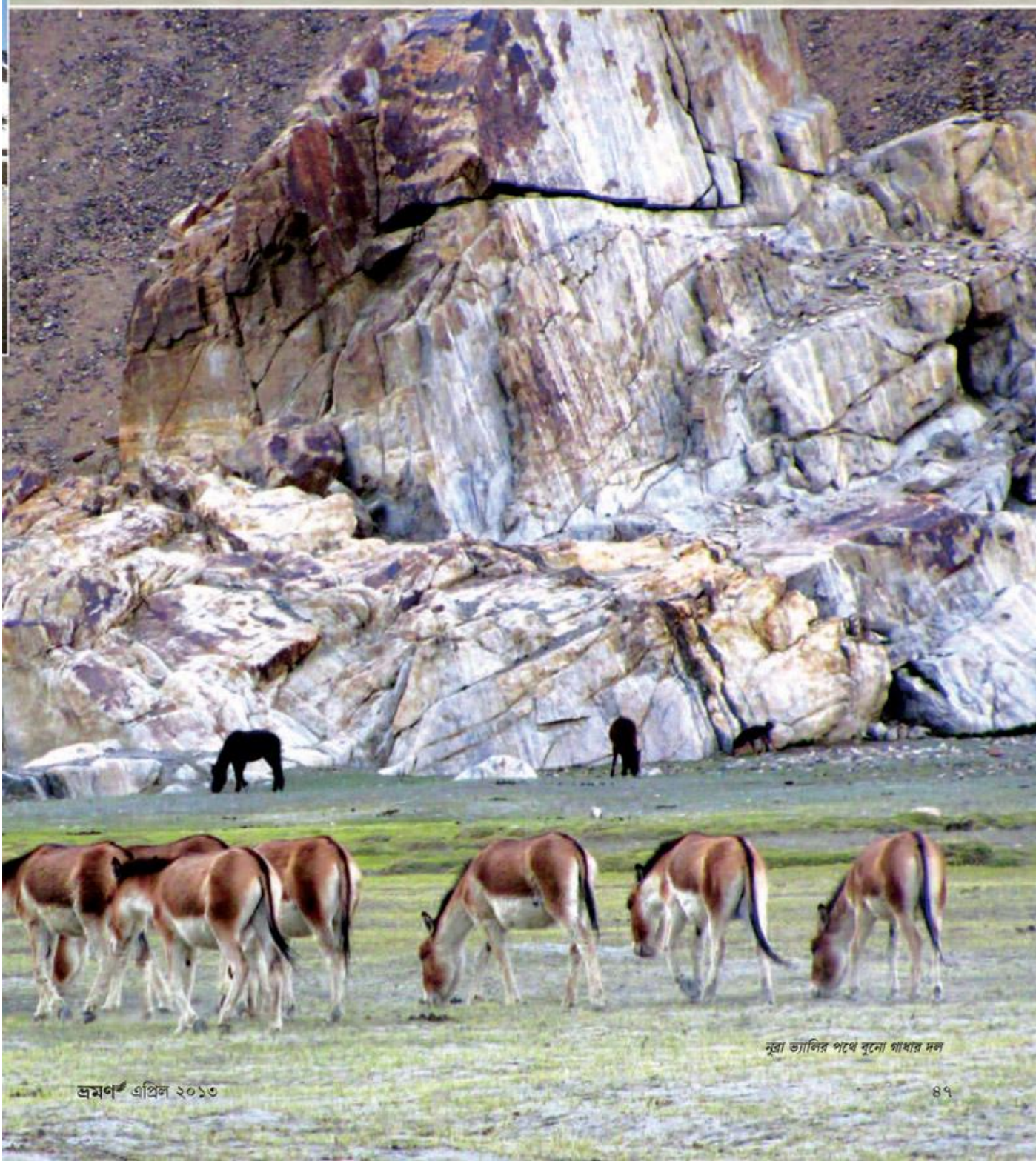

নুব্রা ভ্যালির পথে বুনো গাধার দল

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। পাঁচ বন্ধু মিলে আমরা চলেছি লাদাখ দর্শনে। নভেম্বর থেকে মে— এই সময় লাদাখ যাওয়ার সমস্ত সড়কপথই বন্ধ থাকে। অগত্যা হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি পৌঁছলাম এবং তারপর প্রায় দেড়ঘণ্টার আকাশপথ পাড়ি দিয়ে ছোট বিমানটি আমাদের নিয়ে অবতরণ করল সিন্ধু তীরবর্তী লে বিমানবন্দরে। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা এয়ারপোর্ট থেকে ৯ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ১ডি নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগোলে শহরের প্রাণকেন্দ্র লে বাজার। এখানে বিভিন্ন ভাড়ার হোটেল পাওয়া যায়। আমরা বাজার সংলগ্ন একটা দ্বিতল হোটেলে উঠলাম। শহরের উচ্চতা ১১,৪৮৩ ফুট। উচ্চতাজনিত সমস্যা এড়াতে ও বিমানবন্দরে নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে ক্লান্ত শরীরকে বিশ্রাম দিতে সারাটা দিন হোটেলেই রইলাম।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল হোটেল সংলগ্ন সবেদা গাছে নাম না-জানা পাখিদের ঝগড়া-ঝাঁটিতে। জানলার পর্দা সরিয়ে দেখতে পেলাম লাদাখ পর্বতমালার চূড়ার ওপর ধূসর আর সাদা রঙের খেলা চলছে।

ইনারলাইন পারমিটের ব্যবস্থা সেরে লে শহরে দুদিন বিশ্রাম নিয়ে এই উচ্চতায় শরীরকে খাপ খাইয়ে আরও দুদিনের সফরে চললাম খারদুংলা ও নুব্রা ভ্যালির পথে। লে শহরের উত্তরে এই রাস্তা বেশ চড়াই। পাঁচ বন্ধু ছাড়া এই ভ্রমণপথের সঙ্গী ড্রাইভার-কাম-গাইড ইকবাল-ভাই। তাঁর অভিজ্ঞতা দীর্ঘ ১০ বছরের।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাদামি ধূসর পাহাড়গুলো ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল ও তুষারশুভ্র পাহাড় তার জায়গা নিতে থাকল। বরফে ঢাকা সাদা পাহাড়ের গায়ে তৈরি সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথে আমাদের গাড়িটা ধীরগতিতে এগিয়ে চলল। রাস্তার ওপর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকা পেঁজা তুলোর মতো বরফ সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জলধারার সৃষ্টি করছে। রাস্তার পাহাড়ের দিকের অংশে পাহাড় চুঁইয়ে গড়িয়ে আসা জল জমাট বেঁধে স্ফটিকের আকার নিয়েছে, আর তার ওপর সকালের সূর্যকিরণ বিচ্ছুরিত হয়ে রামধনু-রং ছড়াচ্ছে। রাস্তার অন্যদিকে অর্থাৎ খাদের দিকের অংশে প্রকৃতি বরফের হরেকরকম স্থাপত্য রচনা করেছে।

প্রায় ৩০ কিলোমিটার চলার পরে আমরা পৌঁছলাম খারদুংলা পাসে— উচ্চতা ১৪,৭৩০ ফুট। দলের সকলেরই উচ্চতার কারণে অল্পবিস্তর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর গাড়ি চড়াই পথে আরও ওপরে উঠতে থাকল। একেক জায়গায় পাহাড়ি ঝরনা বরফের আকার নিয়ে আমাদের যেন ফিরে যেতে বলছে। হঠাৎ রাস্তার এক বাঁকে এরকমই এক কঠিন ঝরনার ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে বিপদে পড়লাম। ইকবাল-ভাই স্টিয়ারিংটা ডানদিকে ঘোরাতেই জমাটবাঁধা পুরু বরফে গাড়ির পিছনের চাকা পিছলে গিয়ে ক্রমশ খাদের দিকে হড়কাতে থাকল। মুহূর্তের মধ্যে সকলের হৃদস্পন্দন যেন কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। সঙ্গীদের একজন চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল— ব্রেক দাবাও। ইকবাল পাল্টা ধমক দিল— চুপ রহো! তারপর অ্যাকসিলারেটরে জোরে চাপ দিয়ে যানটাকে কোনওক্রমে বরফ-

এতক্ষণ দূর থেকে দেখা ধূসর ন্যাড়া পাহাড়গুলো এখন খুব কাছে আমাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় বরফের আস্তরণে পড়ন্ত বিকেলের আলো পড়ে স্ফটিকের আকার নিয়েছে। রোদের তাপ বেশ চড়া হলেও কলকল শব্দে বয়ে চলা শিয়ক নদীর জল যেমন স্বচ্ছ, ততটাই ঠান্ডা। নদীর ওপর তৈরি এক ছোট বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে আমরা ওপারে পা রাখলাম।

ঝরনা পার করিয়ে রাস্তার বাঁকের ওপারে দাঁড় করাল। ইকবালের ইশারায় সকলে গাড়ি থেকে নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়ালাম। বন্ধ গাড়ির ভেতরে বসে বুঝতেই পারিনি যে বাইরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে। তীব্র হিমেল হাওয়া অনাবৃত মুখমণ্ডলে সহস্র তিরের ফলার মতো বিঁধতে থাকল। ফেলে আসা রাস্তায় গাড়ির চাকার দাগ দেখে বুঝতে পারলাম, খাদের দিকে রাস্তার সীমানার সঙ্গে পিছনের বাঁদিকের চাকার ব্যবধান ছিল ১-২ ইঞ্চি। বরফ-খাদের গভীরতা অন্তত ৩০০ ফুট তো হবেই। নীচের অংশ অন্ধকার, সূর্যের আলো পৌঁছতে পারেনি। ইকবাল জানাল, গতবছর এরকমই এক বরফ-রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে ব্রেক কষে দুর্ঘটনায় পড়েছিল একটি গাড়ি— প্রাণহানি ঘটেছিল চার পর্যটকের। চারদিকে এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে একে অন্যের দিকে তাকালাম। শিরদাঁড়া দিয়ে যেন হিমশীতল বরফের স্রোত বয়ে গেল।

লাদাখ গ্লেসিয়ারের বুক চিরে লে শহর থেকে চড়াই পথে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমরা পৌঁছলাম লাদাখ গিরিশিরার ওপর। খারদুংলা টপে পৌঁছেই চোখে পড়ল নোটিস বোর্ডে লেখা— এটাই বিশ্বের উচ্চতম মোটর-মার্গ, উচ্চতা ১৮,৩৮০ ফুট। যদিও আধুনিক অনুসন্ধানে তথ্যটি খারিজ হয়েছে। ডি জি পি এস পদ্ধতিতে জানা গিয়েছে এর উচ্চতা ১৭,৫৮২ ফুটের কাছাকাছি।

উত্তরে কারাকোরাম আর দক্ষিণে জাঁসকারের শ্বেতশুভ্র পর্বতমালা। পরিষ্কার নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ ভেসে চলেছে, আর বরফ-মোড়া পাহাড়ের ওপর সূর্যরশ্মি পড়ে ঠিক যেন সাদা ক্যানভাসে এক চিরসুন্দর ছবি এঁকে চলেছে। প্রকৃতির এই অপরূপ দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দি করতে একহাতের গ্লাভস খুলে ক্যামেরার শাটার টিপছিলাম, কিছুক্ষণ পরেই টের পেলাম হাতের আঙুলগুলো ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে। তাপমাত্রা এখানে হিমাঙ্কের বেশ নীচে নেমে গিয়েছে (মাইনাস ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। এই অঞ্চলে দিনেরবেলা সানগ্লাস ছাড়া চলাচল বিপজ্জনক, কারণ বরফের ওপর সূর্যালোকের তীব্র প্রতিফলন চোখের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক। পাশেই সিয়াচেন— চোখে পড়ল ভারতীয় সেনাবাহিনীর তাঁবু ও সেনাদের নিঃশব্দ চলাচল।

খারদুংলার ১৫ কিলোমিটার উত্তরে নর্থ পুল্লু আর ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে সাউথ পুল্লু। দুটোই সেনাশিবির। সাউথ পুল্লু হয়ে আমরা টপে উঠেছি। উতরাই পথে নর্থ পুল্লু, খারদুংলা গ্রাম হয়ে এবার আমাদের গন্তব্য নুব্রা ভ্যালি, প্রায় ১০০ কিলোমিটার যাত্রাপথ। শুরুর রাস্তা বেশ খারাপ। যেখানে-সেখানে ধস নেমে রাস্তা ভেঙেছে। পাশের পাহাড়প্রমাণ বরফ গলে জলপ্রবাহ তৈরি হয়েছে আর সেই জলে-ভরা গভীর গর্তময় পথে গাড়ির চাকার পক্ষে এগনো বেশ কষ্টকর। নর্থ পুল্লুতে আসতে চোখে পড়ল সাদা পাহাড়ের গা-বেয়ে মিলিটারি সাঁজোয়া গাড়ির লম্বা সারি ধীর গতিতে আমাদের দিকে আসছে। এখানে রাস্তা একমুখী। তাই তাদের যাওয়ার জায়গা করে দিতে ইকবাল আমাদের গাড়িটাকে সেনাশিবিরের কাছে দাঁড় করাল।

সুযোগ বুঝে আমার লেখক-বন্ধুটি চেকপোস্টে কর্তব্যরত জওয়ানদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। আমরাও যোগ দিলাম সেই আড্ডায়। ঘটনাচক্রে জওয়ানদের একজন বাঙালি, নিবাস বোলপুর। এই পাণ্ডববর্জিত দুর্গম পাহাড়ে স্বজাতির দেখা পেয়ে স্বভাবতই সেই ফৌজি কিছুটা উৎফুল্ল ও আবেগতাড়িত হয়ে পড়ল। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ১৯৭৩ সালে পাসের ওপর এই রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন কিছু ভারতীয় জওয়ান। এই রাস্তা ধরে আরও ১৬৪ কিলোমিটার চললে সিয়াচেন বেসক্যাম্প— পৃথিবীর উচ্চতম যুদ্ধক্ষেত্র। আর সেই বেসক্যাম্পে ভারতীয় সেনাবাহিনীর রসদ যায় এই পথ ধরেই। তাই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই রাস্তার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। শীতকালে এখানকার তাপমাত্রা নামে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তখন রাস্তা ঢেকে যায় ১০ ফুট পুরু বরফের চাদরে। অতন্দ্র প্রহরারত এই ফৌজিদের দিনযাপন তখন হয়ে ওঠে আরও কঠিন ও দুর্বিষহ।

মিলিটারি গাড়ির সারি চলে যেতে বাস্তবের এই নায়কদের সেলাম জানিয়ে আমাদের গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। পাস থেকে প্রায় ৩৪ কিলোমিটার উত্তরে খারদুং গ্রামে কয়েকটা দোকান পাওয়া গেল। ঘড়িতে বেলা বারোটা।

খালসার থেকে উত্তরদিকের রাস্তা ধরে পানামিক পৌঁছতে ঘণ্টাদুয়েকের বেশি সময় লাগল। এখানে ভূগর্ভ ফুঁড়ে বিরামহীন ধারায় উঠে আসা উষ্ণপ্রস্রবণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পাথরের গায়ে বিচিত্র রঙের সৃষ্টি করেছে। শীতের দেশে প্রকৃতির গিজারে স্নান করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

exotictrip
The smooth journey

(Special Package for senior citizens, females, corporate and student's excursion groups)

Dooars 7 nights & 8 days– 25/9, 15/11
Kashmir 14 nights & 15 days– 2/10, 27/11
Andaman 5 nights & 6 days– Any time (Without fare)
Chaardham 14 nights & 15 days– 16/8, 10/10
Mumbai-Goa 11 nights & 12 days– 15/12, 12/2
Kinnar-Kalpa 15 nights & 16 days– 20/9
Rajasthan 14 nights & 15 days– 19/10, 8/2
Darjeeling & Gangtok 7 nights & 8 days– Any time

We have also plan for Darjeeling, Gangtok, Puri, Digha, Mandarmoni, Lava, Lolegaon, Rishyop, Sunderban, Bhitarkonika, Accommodation in Non-AC rooms, cars and sleeper class in train.

– Our own resort at Shantineketan–
RANGAMATI GARDEN RESORT
For reservations & queries:

Exotic Trip
P-593, Purnadas Road, Kolkata-700 029
Phone: (033) 4008 6520, 9836012566, 9836311300
E-mail: info@exotictrip.in
Visit: www.exotictrip.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
গৌর যাযাবর

১৯৯২-এর ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত।
বোর্ড বাঁধাই শোভন সংস্করণ।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ও বহুবর্ণ প্রচ্ছদ।
₹৪০

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

খারদুংলা টপ থেকে দেখা কারাকোরাম পর্বতশৃঙ্গ

জুটল প্রাতরাশ। এর পরের রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভালো। চারপাশের বরফের সাম্রাজ্য কমে ক্রমে সবুজের উপস্থিতি বাড়তে থাকল। পথে দেখা মিলল ইয়াক, ভেড়া ও কিয়াং বা বন্য গাধার। এছাড়া পথের ধারে তৃণভূমির মাঝে ভোঁদর-সদৃশ হিমালয়ান মার্মটের দেখা পাওয়া উতরাই পথের বিশেষ প্রাপ্তি।

খারদুংলা থেকে প্রায় ৫৮ কিলোমিটার রাস্তা নেমে আমরা পৌঁছলাম খালসারে। সিয়াচেন হিমবাহের বরফগলা জল তিরতির করে নুব্রা নাম নিয়ে কাছেই শিয়কে এসে মিশেছে। এই দুই নদী সৃষ্টি করেছে এক সবুজ উপত্যকার, যা নুব্রা ভ্যালি নামে খ্যাত। 'নুব্রা'-র অর্থ ফুলের বাগান, ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস— লাদাখের মরূদ্যান। এর গড় উচ্চতা ১০,০০০ ফুট। এখানে বহিরাগতদের পারমিট ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ।

লে থেকে মানালির পথে

তাই লে-তে তৈরি পারমিটের এক কপি চেকপোস্টে জমা দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম নুব্রা উপত্যকায়, যা পৃথক করেছে লাদাখ ও কারাকোরাম পর্বতমালাকে। এখানে গম, বার্লি, সর্ষে ছাড়াও শীতের ফল আপেল, খুবানি ও আখরোটের চাষ হয়। স্থানীয় লোকেরা লাদাখি ভাষায় কথা বলে। অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও কিছু সংখ্যক শিয়া ও সুন্নি মুসলিমেরও বাস রয়েছে।

খালসার থেকে দুটি রাস্তা উপত্যকার দুই প্রান্তে চলে গিয়েছে। বাঁদিকের রাস্তা ধরে প্রায় ১৯ কিলোমিটার পূর্বে আমরা পৌঁছলাম উপত্যকার সবথেকে বড় গ্রাম দেসকিটে। এখানে দোকান-বাজারের সঙ্গে পৌঁছে গিয়েছে ব্যাঙ্ক পরিষেবাও। প্রধান দ্রষ্টব্য ৬০০ বছরের প্রাচীন দেসকিট মনাস্ট্রি। মাথার ওপর পতপত করে উড়ছে বৌদ্ধদের রঙিন ধর্মীয় পতাকার সারি। এখান থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কে-২ দেখা এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। আরও ৭ কিলোমিটার পথ চলার পর এক সরু নদীর ধারে ইকবাল আমাদের গাড়িটা থামাল।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা এক আশ্চর্য দৃশ্যের সম্মুখীন। এতক্ষণ দূর থেকে দেখা ধূসর ন্যাড়া পাহাড়গুলো এখন খুব কাছে আমাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় বরফের আস্তরণে পড়ন্ত বিকেলের আলো পড়ে স্ফটিকের আকার নিয়েছে। রোদের তাপ বেশ চড়া হলেও কলকল শব্দে বয়ে চলা শিয়কনদীর জল যেমন স্বচ্ছ, ততটাই ঠান্ডা। নদীর ওপর এক ছোট বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে আমরা ওপারে পা রাখলাম। সামনে পাহাড়ঘেরা ঢেউ খেলানো সাদা বালিয়াড়ির সমুদ্র। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে কাঁটাগাছের ঝোপ। এটাই বিখ্যাত হুন্ডার। ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় ভারতের উচ্চতম মরুভূমি। এই শীতল মরুভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে দুই কুঁজবিশিষ্ট লোমশ উট। এরা মধ্য এশিয়ার তাকলামাকান ও গোবি মরুভূমির ব্যাকট্রিয়ান উটের প্রজাতিভুক্ত। উটে চড়ে মরুভূমি-বিহার এই সফরে এক অন্য স্বাদের অনুভূতি। উট

হুন্ডারের মরুভূমিতে

সওয়ারির খরচ প্রতি ১৫ মিনিটে ১৫০ টাকা। অল্প দূরেই তাঁবু ভাড়া পাওয়া যাবে রাত কাটাবার জন্য। মান অনুসারে ভাড়াও ভিন্ন। আমরা দুটি সাধারণ মানের তাঁবু বেছে নিলাম। ভাড়া তাঁবুপ্রতি ২,০০০ টাকা। লাদাখে দিনের আলো থাকে রাত আটটা পর্যন্ত। নৈশভোজ সেরে তাঁবুর জানলা দিয়ে রাতের মায়াবী আলোয় কালচে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল টিম ম্যানেজার সুজিতদার হস্বিতম্বিতে। হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখি ঘণ্টার কাঁটা আটটা পেরিয়ে গিয়েছে। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে থাকলেও সকালের মিঠে আলোয় সমস্ত উপত্যকা যেন এক নির্মল স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ। মোমো ও স্যুপ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে হুন্ডারকে বিদায় জানিয়ে রওনা দিলাম পানামিকের উদ্দেশে।

খালসার থেকে উত্তরদিকের রাস্তা ধরে পানামিক পৌঁছতে ঘণ্টাদুয়েকের বেশি সময় লাগল। এখানে ভূগর্ভ ফুঁড়ে বিরামহীন ধারায় উঠে আসা উষ্ণপ্রস্রবণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পাথরের গায়ে বিচিত্র রঙের সৃষ্টি করেছে। শীতের দেশে প্রকৃতির গিজারে স্নান করার লোভ সামলাতে পারলাম না। পানামিকই লাদাখের শেষ গ্রাম, যে পর্যন্ত ভ্রমণার্থীদের যাওয়ার অনুমতি মেলে। এরপর এই রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে সিয়াচেন বেসক্যাম্পে। দূরত্ব ৯৪ কিলোমিটার।

এবার ফিরতি রাস্তায় লে-তে ফেরা। সদ্য দেখা চোখজুড়ানো সব ছবিগুলো মাথায় ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। রুক্ষ দেশে সবুজের মরূদ্যান, ন্যাড়া পাহাড়ের কোলে শীতল মরুভূমি, তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলা নদী, উষ্ণপ্রস্রবণ— একই সঙ্গে প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ শুধু ভারতবর্ষেই নয় হয়তো-বা সমগ্র পৃথিবীতেই দুর্লভ। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। সন্ধেতে পৌঁছলাম লে।

সফর শেষ, এবার ঘরে ফেরার পালা। ১৯৮৯ সালে চালু হওয়া লে-মানালি রাজপথ, পোশাকি নাম ২১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে মানালি পৌঁছতে সময় লাগবে দুদিন, দূরত্ব ৪৭৭ কিলোমিটার। কিন্তু এই দুদিনের বৈচিত্র্যময় সফর লাদাখ ভ্রমণের ক্লাইম্যাক্স। ফিরতি পথে চোখে পড়ল ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় এক অদ্ভুত তেপান্তরের মাঠ— মোরি মালভূমি। মালভূমি ও পাহাড়ের বুক চিরে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের তৈরি করা রাস্তা ধরে চলেছি, পথে দেখলাম অসংখ্য বাদামি বর্ণের তিব্বতি গাধা। এরপর ১৬৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্যাং-এ (১৫,২০০ ফুট) তাঁবুর হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ। তারপর এখান থেকে আরও ১০ কিলোমিটার এগিয়ে রাস্তার ধারে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি পাথরের আর্চ— 'গেটওয়ে অব লাদাখ' আমাদের বিদায় জানাল। আরও ১৪ কিলোমিটার চড়াই পার হলে লাচুংলা (১৬,৬১৬ ফুট)। এখান থেকে তীব্র উতরাই পথে ৫৭ কিলোমিটার দূরে সারচুতে (১৪,০০০ ফুট) জম্মু-কাশ্মীরের শেষ ও হিমাচল প্রদেশের শুরু। সারচু থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ কেলং— এখানে রাত্রিবাস করলাম। পরদিন রোটাং পাস (১৩,০৫৪ ফুট) হয়ে ১৮৮ কিলোমিটার দূরে মানালি (৬,৭২৬ ফুট)— সেখান থেকে ফিরতি পথে দিল্লি ছুঁয়ে হাওড়ায় আমাদের যাত্রা শেষ।

সফর শেষ হলেও এই ভ্রমণের বিচিত্র রঙিন ছবিগুলো মনের গভীরে গাঁথা থাকবে আজীবন। শুধুমাত্র লাদাখের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক শোভাই নয়, এই দুর্গম প্রতিকূল পরিবেশে গোটা যাত্রাপথে পরিচয় হওয়া লাদাখি মানুষদের অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও পরিবেশ সচেতনতা হৃদয় ছুঁয়েছিল। সম্ভ্রম জাগিয়েছিল সাদাসিধে মানুষগুলোর কঠিন জীবনের রোজনামচা। বিদায়বেলায় ইকবালকে আলিঙ্গন করে যেন এক আত্মিক বন্ধন অনুভব করেছিলাম। ছলছল চোখে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইকবাল শুধু বলেছিল 'আলবিদা দোস্ত'।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

জুন থেকে সেপ্টেম্বর লাদাখের বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল। ভ্রমণের আদর্শ সময়। এই সময় লে থেকে মানালি ও শ্রীনগরের রাস্তাও খোলা পাওয়া যায়।

ইনারলাইন পারমিট

লে শহর সংলগ্ন দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখতে কোনও সরকারি অনুমতি লাগে না, তবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনস্থ শহর থেকে দূরে অধিকাংশ জায়গাগুলোতে যেতে ইনারলাইন পারমিটের প্রয়োজন। লে-র ডি সি অফিসে পরিচয়পত্র ও ফটো জমা দিলে পারমিট পাওয়া যাবে। এর ৬-৭টা ফটোকপি যাত্রাপথে সঙ্গে রাখুন। এগুলো যাত্রাকালে মিলিটারি চেকপোস্টে জমা দিতে হবে।

কীভাবে যাবেন

দিল্লি, শ্রীনগর ও চন্ডিগড় থেকে নিয়মিত বিমান যাচ্ছে লে বিমানবন্দরে। সেখান থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ঘেরা লে শহর। এছাড়া সড়কপথে শ্রীনগর থেকে লে-র দূরত্ব ৪৩৪ কিলোমিটার। মাঝে কারগিলে একরাত থাকতে হবে। মানালি থেকে কেলং-সারচু হয়েও লে-তে যাওয়া যায়। দূরত্ব ৪৭৩ কিলোমিটার। সময় লাগবে ২ দিন।

গাড়িভাড়া

লে ট্যাক্সি ইউনিয়ন দূরত্ব অনুসারে লাদাখের দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া ধার্য করে রেখেছে। ভ্রমণকারীরা প্রয়োজনমতো গাড়ি ও স্থান নির্বাচন করে যেতে পারেন।
একদিনে লে শহরের কাছাকাছি দ্রষ্টব্যগুলি দেখে নেওয়ার জন্য গাড়িভাড়া পড়বে ৮৬০ টাকা। নুব্রা উপত্যকার ১ রাত ২ দিনের ট্রিপে খরচ পড়বে ৮,৩৬৯ টাকা। সো-মোরিরি হ্রদে ১ রাত ২ দিনের ট্রিপে খরচ পরবে ৯,৩৪৫ টাকা। প্যাংগং হ্রদে ১ রাত ২ দিনের ট্রিপে খরচ পড়বে ৮,১৫৯ টাকা। দিনে দিনে প্যাংগং হ্রদ ভ্রমণে খরচ পড়বে ৬,৮৫৪ টাকা। সকাল সকাল বেরিয়ে আর্যগ্রাম ঘুরে সন্ধেয় ফিরে আসার খরচ পড়বে ৬,১৫১ টাকা। সঙ্গে আলচি গুম্ফা এবং লিকির গুম্ফা যেতে হলে আরও ৬০০ টাকা অতিরিক্ত লাগবে।
বেড়ানোর জন্য সুমো, কোয়ালিস বা স্করপিও জাতীয় গাড়ি নিতে হবে। একটি গাড়িতে ৬ জনের বেশি যাত্রী সাধারণত নেওয়া হয় না। তবে মনে রাখবেন তেলের দাম কমা-বাড়ার সঙ্গে গাড়িভাড়াও ওঠা-নামা করে।
গাড়ির জন্য যোগাযোগ: সোনম শেরিং ☎০৯৪১৯৩-৭২৮১৭

কোথায় থাকবেন

লে শহরে থাকার জন্য কয়েকটি হোটেল হল: **ইয়াক টেল** (০১৯৮২-২৫২১১৮), ভাড়া ১,৮০০-২,০০০ টাকা। **হোটেল হিলটাউন, লে প্যালেস** এবং **সিয়াচেন**-এর ভাড়া ২,২০০-২,৭০০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৮৩০২-৫৮৮২৮
হোটেল কাংরি (☎৯৪৩২০-১২১৩১), ভাড়া ২,২০০-৪,০০০ টাকা। **দেওয়াচান ইন্টারন্যাশনাল, থংসল গেস্টহাউস**, ভাড়া ১,৫০০-২,৫০০ টাকা।
বুকিং: ☎২৪১৭-৪৫০১
হোটেল ড্রিমল্যান্ড (☎৪০৬০-৫১৫২), ভাড়া ১,৪০০-২,২০০ টাকা। **গালোয়ান গেস্টহাউস** (☎৯৪৩২৬-৪৯৯১২), ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।

মনে রাখবেন

লে শহরে পৌঁছে ১-২ দিন বিশ্রাম নিয়ে, উচ্চতার সঙ্গে শরীরকে খাপ খাইয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সঙ্গে রাখুন হোমিওপ্যাথি ওষুধ কোকা-৬। প্রায় সবুজহীন লাদাখে অক্সিজেনের মাত্রা বেশ কম থাকায় উচ্চতাজনিত সমস্যা (যেমন মাথাধরা, শ্বাসকষ্ট, বমি ইত্যাদি) হয়। এখানে গরম জামাকাপড়ের সঙ্গে নিতে হবে রোদটুপি, সান প্রোটেকশন ক্রিম, রোদচশমা ও ভেসলিন।
ইনারলাইন পারমিটের জন্য প্রত্যেক সদস্যের ৬ কপি সচিত্র পরিচয়পত্র বা ভোটার কার্ড সঙ্গে রাখা একান্ত আবশ্যক। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন লাদাখের সরকারি ওয়েবসাইট: www.leh.nic.in

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

বহু ছেলেমেয়ে 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা 'কর্মক্ষেত্র'-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
'কর্মক্ষেত্র'-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
'কর্মক্ষেত্র' এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো 'কর্মক্ষেত্র'কে
বলব বিশল্যকরণী।
'কর্মক্ষেত্র' যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
'কর্মক্ষেত্র' বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব 'কর্মক্ষেত্র' গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

মহাশ্বেতা দেবী

৩ জুলাই, ২০০৫

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান

লেখা ও ছবি: বসন্ত সিংহ রায়

২০১০-এর ১৭ মে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের পরের বছরই বসন্ত সিংহ রায় পৌঁছে যান কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে। ২০১১-এর ২০ মে। এই দুঃসাহসী হিমালয়-অভিযাত্রীর কলমে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গাভিযানের ধারাবাহিক ধারাবিবরণী। এই সংখ্যায় চতুর্থ পর্ব।

ইয়ালুং হিমবাহের মধ্য দিয়ে চলা

ডিপোজিট ক্যাম্প থেকে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘা

ডিপোজিট ক্যাম্পে আমাদের তাঁবু। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা

৭ এপ্রিল, ২০১১

পরিষ্কার ঝকঝকে সকাল। কিন্তু চারদিক বরফে ঢাকা। আজ আমরা যাব রামচে। তিন ঘণ্টার পথ। এখানকার সব জিনিসই রামচে পৌঁছে গিয়েছে। প্রাতরাশ সেরে সকাল আটটায় রওনা হলাম। ইয়ালুং হিমবাহের পার্শ্বীয় গ্রাবরেখা (Lateral Moraine) দিয়ে পথ। প্রথমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। গাছগুলো সব বরফে বোঝাই। ওপর থেকে বরফ ঝরে পড়ছে। নীচে সাদা বরফের মধ্যে পা ফেলে এগোচ্ছি। ছায়াঢাকা পথ এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। এ কি সত্যি নাকি স্বপ্ন, এমনই একটা বিভ্রম নিয়ে হাঁটছি। পথে বেশি চড়াই-উতরাই নেই। ফলে কষ্ট কম হচ্ছে। চলার পথে বেশি বিশ্রাম নেওয়া আমার ধাতে নেই। কেন জানি মনে হয়, যত দেরি করব তত কষ্ট বাড়বে! তার থেকে তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছতে পারলে, সেখানে গিয়েই বিশ্রাম নিতে পারব। কিছুদূর যাওয়ার পর পূর্বদিকে রাথোং আর কাক্রু শৃঙ্গ দেখতে পেলাম। ঘণ্টাদুয়েক চলার পরই এসে গেল আসল মোরেন। আর গাছপালা নেই। কেবল জুনিপার জাতীয় ঝোপ। মোরেনের ওপর দিয়ে যেতে যেতে তাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কতক্ষণ? ও বলল, আরও দেড় ঘণ্টা লাগবে। বলল বটে, কিন্তু প্রায় সমতল মোরেনের ওপর দিয়ে ৪৫ মিনিট চলার পরই দেখতে পেলাম বিশাল এক সমতল উপত্যকায় পৌঁছে গিয়েছি। তার মাঝে অনেক তাঁবু লাগানো হয়েছে।

'এই হল রামচে', তাসি বলল।

'তুমি যে বললে দেড় ঘণ্টা লাগবে!'

দেবাশিস বলল, 'দেড় ঘণ্টা লাগবে কী, তুমি যা ছুটলে!'

তাসি একগাল হেসে সাফাই দিল, 'আমি দেড় ঘণ্টা বলার জন্যই না আপনি এত তাড়াতাড়ি এলেন।'

আমাদের তাঁবু টাঙানো হল রামচেতে। সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড দেখে মনটা মুহূর্তে ভালো হয়ে যায়। এরই মধ্যে এক অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক জানালেন, ভারত বিশ্বকাপ ক্রিকেট জিতেছে। তাতে মেজাজ আরও ফুরফুরে। সেই তিন তারিখে খেলা হয়েছে অথচ আমরা ফলাফল জানতে পারিনি।

নর্থফেস কোম্পানির হলুদ রঙের তাঁবু আমাদের। বেশ বড়, জনাচারেক অনায়াসে থাকতে পারে। ভেতরে দেবাশিস আর আমি দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারব ভেবে ভালো লাগল। তবে এখানেও বেশ ঠান্ডা আছে। এখানে আমাদের আগে পৌঁছেছে 'সেভেন সামিট'— বিভিন্ন দেশের সদস্যদের নিয়ে গড়া আন্তর্জাতিক দল। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে টাকাপয়সা দিয়ে ওই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দলের প্রতি সকলের এত আগ্রহের কারণ একা মিংমা শেরপা। মিংমা শেরপা এবার প্রথম দক্ষিণ এশীয় পর্বতারোহী হিসেবে ওর জীবনের শেষ ৮,০০০ মিটার শৃঙ্গ আরোহণ করে রেকর্ড করবে। এটা ওরই এজেন্সি, এই বছরই চালু হয়েছে। সকলেই চায় টাকাপয়সা খরচ করে যখন এসেছি, তখন অভিজ্ঞ দলের সঙ্গেই যাব। মিংমার ভাই দাওয়া-ও আছে এই দলে। ও এবার নবমবার ৮,০০০ মিটার শৃঙ্গ আরোহণ করবে। সত্যিই যোগ্য সহোদর। ওদের দলে মোট ১৩ জন সদস্য আর ১২ জন শেরপা। এই দলটির সদস্য সাঙ্গের সঙ্গে পরিচয় হল। সাঙ্গে থাকে দার্জিলিংয়ে। অন্য সময় পশ্চিমবঙ্গের দলের সঙ্গে অভিযানে যায়। ও এর আগে দুবার

মোরেন রিজ ছেড়ে এবার ইয়ালুং হিমবাহে নামতে হবে প্রায় ৫০০ ফুট। দড়ি লাগানো আছে। বরফ গলে পথ পিছল। নীচে দেখি কুলিরা এগিয়ে যাচ্ছে। নীচে নামার কারণ, সোজা গেলে বাঁদিকের পাহাড় থেকে অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ার ভয় রয়েছে। তাই চড়াই-উতরাইয়ে ভরা হিমবাহের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। অসতর্ক হলেই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়তে হবে আর তাতে ভালোরকম আঘাত লাগবে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করেছে। তার মধ্যে একবার, ২০১০ সালে, কোরিয়ান দলের সঙ্গে। গতবার কোনও দল ছিল না কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে। সেদিক থেকে আমরা প্রকৃতই ভাগ্যবান। এবার সবমিলিয়ে ৩৫ জন আরোহী।

সাঙ্গের সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার অনেক টেকনিক্যাল দিক নিয়ে আলোচনা হল। আগে পেম্বার কথা বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু এবার সাঙ্গেও বলল, সামিট পর্যন্ত ৬,৫০০ মিটার দড়ি লাগবে। সেইসঙ্গে জানাল, কোনও তুষার ধসের ভয় নেই, তবে আরোহণ-পথ অনেক লম্বা। সামিট ক্যাম্প থেকে সামিট-এ পৌঁছতে ১৪-১৫ ঘণ্টা তো লাগবেই। তবে, প্রথম দিককার কয়েকটা অভিযাত্রী দল কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষ থেকে কয়েক ফুট আগে সামিট করেছিল। সিকিমবাসীদের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা পবিত্র শৃঙ্গ, তাই আরোহীরা তাঁদের বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতে শৃঙ্গের শীর্ষ পর্যন্ত যায়নি। পরের দলগুলো কী করেছে তার কোনও তথ্য যদিও আমার কাছে ছিল না। সাঙ্গে বলল, এখন সবাই শীর্ষ আরোহণ করে। ওই প্রথা মানে না। যদিও এখন আর সিকিম দিয়ে শীর্ষ আরোহণের অনুমতিও পাওয়া যায় না।

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যে পর্বতারোহীরা অত্যন্ত কঠিন শৃঙ্গ বলে, তার কারণ কিন্তু বিবিধ। দেখলাম, কারণগুলো নিয়ে সাঙ্গেও আমার সঙ্গে একমত। প্রথমত, মূল শিবির পর্যন্ত পৌঁছতে পাড়ি দিতে হয় অনেক লম্বা পথ কিন্তু ইয়াক পাওয়া যায় না। যদি-বা মূল শিবির পর্যন্ত পৌঁছনো গেল, তো সেখান থেকে শীর্ষ পর্যন্ত ৬,৫০০ মিটার দড়ি লাগানো কোনও একটা দলের পক্ষে মুখের কথা নয়! তাই এই শৃঙ্গে আরোহণ এত কম। আবার, কাঞ্চনজঙ্ঘায় এত কম অভিযান হয় বলেই কুলি পাওয়াও দুষ্কর। এ-পর্যন্ত ২৪৩ জন এর শীর্ষে আরোহণ করতে পেরেছে। তবে আমার এখনও জানা হয়নি কী কারণে এই শৃঙ্গে এত দুর্ঘটনা ঘটে।

আমাদের এই মুহূর্তের প্রধান চিন্তা, কবে মূল শিবিরে পৌঁছব। এখান থেকে দুদিনের পথ মূল শিবির। কিন্তু আমরা একটু বেকায়দায় পড়েছি আমাদের কুলিদের জন্য। আমাদের কোনও কুলি এখানে নেই। তার ওপর মেট মারা গিয়েছে। কিছু জিনিস কুলিরা নীচে থেকে হয়তো আগামী দু-তিন দিনে এখানে এনে পৌঁছবে। তবে তারও কি কোনও নিশ্চয়তা আছে? এরই মধ্যে একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, এখনও পর্যন্ত কোনও দলই মূল শিবিরে যায়নি। সেভেন সামিট-এরও প্রচুর জিনিস এখনও মেডিবুং-এ পড়ে আছে। দাওয়া (এই দাওয়া হচ্ছে মিংমার ভাই, আমাদের কিচেন বয়-এর নামও দাওয়া) জানাল, আমাদের সম্ভাব্য সামিট-তারিখ মে মাসের ১০ তারিখ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে। তবে এদের কাছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়ার প্রযুক্তিগত সুবিধা আছে কিনা জানা হল না। এটা খুব জরুরি।

এরই মধ্যে আমাদের দশদিন কেটে গিয়েছে কলকাতা ছেড়ে আসার পর থেকে। খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে বিশেষ নেই। লীলা তার কাজ ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সময় কাটানোই সব থেকে মুশকিলের। মূল শিবিরে পৌঁছলে হয়তো সময় কাটানো নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কারণ গল্পের বই, সিনেমা দেখা, গান শোনা, তাস খেলা, ডায়েরি লেখা এসব করে ভালোই সময় কাটবে। তখন একমাত্র টার্গেট থাকবে সামিট। কতদূর দড়ি লাগানো হল, কবে ওপরের ক্যাম্পে যাব, আবার কবে

মূল শিবিরে ফিরব, সেসবের ভাবনাচিন্তা আর ব্যবস্থাপনা করেই সময় কেটে যাবে। বাড়ির বা আর সকলের কথা মনে পড়বে নিশ্চয়ই, তবে তার তীব্রতাকে অনেকটাই দমিয়ে রাখবে স্বপ্নের অতীত এই শৃঙ্গ অভিযান। এভারেস্টে আরোহণের স্বপ্ন দেখতাম, কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা? ভাবতে পারিনি কখনও। না, স্বপ্নেও না।

৮ এপ্রিল, ২০১১

রাতে অল্প বরফ পড়েছে। সকালে চা খেয়ে বসে আছি। এমন সময় পেম্বা হঠাৎ বলল, 'আপনাদের কিছু জিনিসপত্র লাগলে কিট থেকে বের করে নিন।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' ও বলল, 'চৌ য়ু এজেন্সির কুলিরা আমাদের সব বোঝা আজ ডিপোজিট ক্যাম্পে রেখে আসবে।' ডিপোজিট ক্যাম্প হল মূল শিবিরের ঠিক আগের শিবির। মনটা চকিতে চনমনে হয়ে উঠল। পেম্বাকে মনে হল দেবদূত। চৌ য়ু এজেন্সির কুলিরা এসেছে রাশিয়ান দলের সঙ্গে। ওদের সব জিনিস ইতিমধ্যেই ডিপোজিট ক্যাম্পে পৌঁছনো হয়ে গিয়েছে। এখন ফিরে যাবে। আমি দুয়েকটা জিনিস বের করে নিলাম। আজ পাসাং থাকবে ডিপোজিট ক্যাম্পে, জিনিসপত্রের পাহারায়। নোরবু, আশ্রম আর পেম্বাও ওর সঙ্গে গেল। চৌ য়ু এজেন্সির ১৩ জন কুলি আর আমাদের শেরপারা সব জিনিস পৌঁছে দিল ডিপোজিট ক্যাম্পে। তবে পেম্বারা আজ ফিরল অনেক দেরি করে। পরে জানলাম, সেভেন সামিট দল যেখানে জিনিসপত্র রেখে এসেছে, আমাদের জিনিসপত্র তার থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে, তাই দেরি।

সারাদিন আজও কোনও কাজ নেই, তাই তাস খেলে আর ডায়েরি লিখেই সময় কাটাচ্ছি। আজও সেরাম থেকে একজন কুলি জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। আর মাত্র একটা বোঝা পড়ে আছে সেরাম-এ। এগারোটা নাগাদ হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেলাম। যে কোরিয়ান দলটা ট্রেকিং-এ এসেছিল ওদের কয়েকজন আজ ফিরে গেল হেলিকপ্টারে।

দুপুরে শুটকি মাছের ঝোল খেলাম। আমার অনেক আত্মীয়বন্ধুর কাছেই অত্যন্ত উপাদেয় এই প্রক্রিয়াকৃত মাছটিকে উৎকট গন্ধের জন্য সারাজীবন এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু এখন এই অবস্থায় বাঁচতে হলে অন্য কোনও উপায় নেই। এই উচ্চতায় আরও প্রায় ৪০ দিন থাকতে হবে। সবুজ তরিতরকারি শেষ। টিন-মিট আনতে পারিনি। ফলে, টিন-ফিশ মানে টুনা আর শুটকি মাছ ভরসা। যদিও ভাঁড়ারে ডিম আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

৯ এপ্রিল, ২০১১

আজও রামচেতে থাকব। রাতে বেশি বরফ পড়েনি। আজ সকাল সাড়ে নটা নাগাদ নোরবু আর আশ্রম আমাদের বাকি জিনিসপত্র নিয়ে ডিপোজিট ক্যাম্পের দিকে উঠে গেল। আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত। নীচে আর কোনও বোঝা নেই। একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা বলছে, মূল শিবির ঠিক তৈরি হয়ে যাবে আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে। আজ দাওয়া আমাদের তাঁবুতে এসে আশ্বস্ত করল যে, ওদের কাছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়ার কারিগরি ব্যবস্থা আছে। জানি না ও কতটা জানে, তবে ওর কথা সত্যি হলে, অনেকটাই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। শরীর সুস্থ থাকলে আরোহণ করতে পারব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু আরোহণের সময় খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে পড়লে তার থেকে ভয়ানক আর কিছু হতে পারে না। সকাল দশটা নাগাদ দেবাশিস আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। পেম্বা বলল, এগিয়ে গেলে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যাবে। খুব দ্রুত ইয়ালুং হিমবাহের মোরেনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলাম। মিনিটকুড়ি হাঁটার পরই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা গেল সঙ্গীসাথি সহ। দূর থেকে দেখে ভয় পাওয়ার মতো তেমন কিছু মনে হল না। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, দূর থেকে দেখা কোনও দুর্গম শৃঙ্গ বাস্তবে আরোহণ তত কঠিন নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি উল্টোটা হয়? কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি তুলে ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এলাম। তাঁবুর মধ্যে বেশ গরম। ১২টা ১৫ মিনিটে দাওয়া বলল খাবার তৈরি। আজ অনেকদিন পর কাঁচালঙ্কা পেলাম। ওগুলো ইয়ামফুদিনে থেকে গিয়েছিল। আজ খেলাম টুনা ফিশ। খাওয়ার সময় তাসি এল। বলল, ও গিয়েছিল সেরামে। আমরা জানতেই পারিনি। আমাদের ভাঁড়ারের সব চিনি ডিপোজিট ক্যাম্পে চলে গিয়েছে। তাই সেরাম থেকে চিনি আনতে গিয়েছিল। যেতে-আসতে তিন ঘণ্টা নিয়েছে। তার মধ্যে সেরামে আধঘণ্টা বিশ্রামও নিয়েছে। ভাবি এরা কত ক্ষিপ্রভাবে পাহাড়ে চলাফেরা করতে পারে।

আমাদের কুলিরা আজ এখানেই তাঁবুতে থাকবে। আগামীকাল ওরা ডিপোজিট ক্যাম্পে নীচ থেকে আনা ওদের বাকি জিনিসপত্র পৌঁছতে যাবে। ওদের দলটাকে দেখলাম অনেক ভুট্টাদানা ভেজে নিয়ে এসেছে। সবাই মিলে ওই ভুট্টাভাজা খাচ্ছে। এখানে অনেকে মিলে আছি, তাই সবসময় কোলাহলমুখর। আর জায়গাটাও অনেক বড়। কয়েকটা ফুটবল মাঠের সমান। এখনও সব দল এসে পৌঁছয়নি।

পেম্বাকে বলেছিলাম কাঠমাণ্ডু থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনতে। হেড টর্চ, ক্রিম, মোজা, গ্লাভস— এইসব। আজ পেম্বা তাঁবুতে এসে সেগুলো দিয়ে গেল। প্রায় ১৬ হাজার টাকার জিনিস। এদিকে বিকেল থেকে বরফ-পড়া শুরু হয়ে গেল। চারদিক অনতিবিলম্বে সাদা। রাতের দিকে সেইসঙ্গে বিদ্যুৎচমক আর মেঘের গর্জন।

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

মহাশ্বেতা দেবীর **বিস্ময়কর বই**
তুতুল ₹২৫

পূর্ণেন্দু পত্রীর **লেখায়-ছবিতে**
আমার ছেলেবেলা ₹১৮

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের **বকবকম**
পাতায় পাতায় মজার ছবি ₹১৫

কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ₹২০

কুমির হয়ে জলে গেল
প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

পবিত্র সরকারের **কথামালা: ছড়ায় ঢালা** ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৭৫

হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত।
৯ম মুদ্রণ ₹৪৫

শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত। ৫ম মুদ্রণ ₹৩০

আমাজনের জঙ্গলে
৬ষ্ঠ মুদ্রণ ₹৫০

গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত ₹৪০

ভূতের বাঁশি
প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৪০

বরফের বাগান
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি ₹১২০

এছাড়াও: ঋষিকুমার ₹২০ পাখির খাতা ₹৪০
আমার বনবাস ₹১২ তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

অনলাইন পেতে হলে লগ অন করুন
www.swarnakshar.in
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-Mail: info@swarnakshar.in

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল। 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

১০ এপ্রিল, ২০১১

আজ আমাদের ডিপোজিট ক্যাম্পে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সারারাত ধরে এত বরফ পড়েছে যে আজ আর এগোনো যাবে না। তার মানে আজও এখানেই থাকা। একটু বেলা বাড়তেই পশ্চিম দিকের পাহাড়ে দেখি একপাল হিমালয়ান ছাগল। অনেক উঁচুতে চরে বেড়াচ্ছে। টেলিলেন্স দিয়ে ছবি তুললাম। অনেকে স্নো-বল বানাতে লাগল। বেলা যত বাড়ছে, তত গরম বাড়ছে। তাঁবুতে বসে থাকা যাচ্ছে না। বরফ গলতে শুরু করেছে। এখন মনে হচ্ছে এত আগে এসে ভুল করেছি। মূল শিবির তৈরি হয়ে যাওয়ার পর এলে, এইভাবে বসে থাকতে হত না। সেই নিয়েই দেবাশিসের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। ও বলল, 'এরপর থেকে আমরা আরও পরে বের হব।' আমি বললাম, 'এরপরও তোর ইচ্ছে আছে পাহাড়ে ওঠার!'

সন্ধেবেলা রাশিয়ান দলের সঙ্গে ট্রেকিংয়ে আসা দুজন রাশিয়ান মেয়ে চেঁচাতে লাগল। কারণ ওদের জিনিসপত্র মূল শিবিরে পৌঁছয়নি। মূল শিবির থেকে আজই ফিরেছে ওরা। সেই চিৎকার-চেঁচামেচিও একসময় স্তিমিত হয়ে এল। রাতে দীর্ঘ নৈঃশব্দ্যের শুরু। পেম্বা অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে একটু আগে চলে গেল। ওর সম্পর্কে অনেক কথা বলল। ওর বাড়ি মাকালু অঞ্চলে, গ্রামের নাম গাঁওতালায়। ওর বাবা অনেক আগে মারা গিয়েছেন। মা বেঁচে আছেন। তাসির সঙ্গে থাকে। ওরা চার ভাই, চার বোন। পাসাং বড়, তারপর মিংমা, তারপর পেম্বা, আর তাসি সবচেয়ে ছোট। মিংমা অনেক আগে বিয়ে করেছে। ওর এক ছেলে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। আর এক ছেলে পড়ে বর্ধমানে, সেও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। আর এক ছেলে স্কুলে পড়ে। মিংমা কখনও বড় অভিযানে যায় না। ও সাধারণত সিকিম অঞ্চলে ট্রেকিং গ্রুপ-এর রান্নার কাজ করে। বাকি তিন ভাই অভিযান এবং ট্রেকিংয়ে যায়। ওদের পরিবারের মধ্যে প্রথমে পাসাং-ই নেপাল থেকে দার্জিলিং চলে আসে। তারপর ও-ই সকলকে নিয়ে আসে এখানে। ঘুমে চারভাই জমি কিনে এক জায়গায় বাড়িঘরদোর করে বসবাস করছে।

১১ এপ্রিল, ২০১১

চারদিনের রামচে-বাস অতঃপর শেষ। যেন শেষ হল বনবাসের সাজা। আজ আমরা যাব ডিপোজিট ক্যাম্প। সামান্য কিছু জিনিসপত্র, যা এখানে আছে, তা নিজেরাই বইতে পারব। সব থেকে ভালো খবর, আজ আবহাওয়া খুব ভালো। সকালেই পাসাং এসে হাজির হল। খালি হাতে ডিপোজিট ক্যাম্প থেকে চলে এসেছে রামচেতে। আসলে ওর আর একা থাকতে ভালো লাগছিল না ওখানে। তার ওপর প্রেশার কুকার না থাকায় শক্ত কোনও খাবারও তৈরি করে খেতে পারছিল না। সকাল আটটার মধ্যে আমরা বেরনোর জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। শেষপর্যন্ত আমার স্যাকের ওজন একটু বেশিই হল। কিট ব্যাগ থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের যেসব জিনিস বের করে নিয়েছিলাম, তা স্যাকে ঢুকে বেশ ভার হয়েছে বুঝতে পারছি। এখন আর ওজন নিয়ে চড়াই ভাঙতে পারি না। রওনা হওয়ার সময় পাসাং অভয় দিয়ে বলল, আমি আপনাকে সাহায্য করব। বেশ কিছু পথ দেবাশিস আর আমি চলে এসেছি। এই পথটা অবশ্য আগে একদিন ঘুরে গিয়েছিলাম। এগোচ্ছি আর পিছন ফিরে তাকাচ্ছি, ভাবছি পাসাংকে দেখা যায় কিনা। এর মধ্যে দেখি নরম বরফের মধ্যে ছাগলের পায়ের ছাপ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, বাঁদিকে পাহাড়ের মাথায় ছাগলগুলো চরে বেড়াচ্ছে। পিছনে দূরে কেউ একজন আসছে। আমাদের কুলিরা সব আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। আরও এগিয়ে মোরেন রিজ-এর ওপর উঠে পড়লাম। একজায়গায় কিছু পাথর দিয়ে মন্দিরমতো বানানো এবং তাতে অনেক ত্রিশূল এবং ঘণ্টা। হিন্দুমন্দির। এই জায়গাটিই ওকথাং, ম্যাপে এর নাম আছে। তবে কোথায় ক্যাম্প হয় তা জানি না। হঠাৎ পাসাং কোথা থেকে উদয় হয়ে আমাকে অবাক করে আমার স্যাকটাই নিয়ে নিল। আমি প্রথমটায় খুবই সংকোচ বোধ করলাম। কিন্তু ও কোনও আপত্তি শুনল না। ফলে, এই প্রথম আমি পাহাড়ে স্যাক ছাড়া হাঁটা শুরু করলাম। মোরেন রিজ ছেড়ে এবার ইয়ালুং হিমবাহে নামতে হবে প্রায় ৫০০ ফুট। দড়ি লাগানো আছে। বরফ গলে পথ পিছল। নীচে দেখি কুলিরা এগিয়ে যাচ্ছে। নীচে নামার কারণ, সোজা গেলে বাঁদিকের পাহাড় থেকে অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ার ভয় রয়েছে। তাই চড়াই-উতরাইয়ে ভরা হিমবাহের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। অসতর্ক হলেই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়তে হবে আর তাতে ভালোরকম আঘাত লাগবে। আমার পিঠে যেহেতু ওজন নেই, তাই চলার গতি বেড়েছে। আমার আগে যাচ্ছে তাসি। দূরে চোখে পড়ল একজায়গায় তাঁবু লাগানো হয়েছে। জায়গাটা ভালো, তবে ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার খুব আশঙ্কা। আমাদের তাঁবু বা ডিপোজিট ক্যাম্প অবশ্য আরও এগিয়ে। তাসি বলল, আরও ৪৫ মিনিট। ১টা ১৫ মিনিটে ডিপোজিট ক্যাম্পে পৌঁছলাম। তাসি সুন্দর চা বানিয়ে খাওয়াল। প্রায় একঘণ্টা পরে সকলেই হাজির। তাঁবু লাগানো হল। এখানে আবার কদিনের জন্য থিতু হব কে জানে! তোরণদিনে ছিলাম দুদিন, সেরামে তিনদিন আর রামচেতে পাক্কা চারদিন। এই হিসেবে চললে এরপর হয়তো ডিপোজিট ক্যাম্পে পাঁচদিন থাকতে হবে।

ক্রমশ

GLACIER TRAVELS Govt. Regd.

SUDIPTA : 9432014650/9331613734
GOUTAM : 9433305726

প্রতিদিন ফ্যামিলি প্যাকেজ/হোটেল ও গাড়ি

OLD SILK ROUTE & GURUDONGMAR
সিলারি, রেশি, আরিটার, জুলুক, থাম্বি, নাথাং, এলিফ্যান্ট লেক, কুপুপ, গ্যাংটক, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার

NEPAL
কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগারকোট, লুম্বিনি, মুক্তিনাথ (By Road/Air)

PRISTINE SIKKIM
ওখরে, বার্সে, হিলে, রিনচেনপং, উত্তরে, কালুক, হি, বারমিওক

DOOARS
গরুমারা, জলদাপাড়া, সামসিং, সুনতালেখোলা, ঝালং, বিন্দু, বক্সা, জয়ন্তী, চিলাপাতা

BHUTAN
থিম্পু, পারো, পুনাখা, বুমথাং

KASHMIR
জম্মু, শ্রীনগর, শোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, কাটরা

GOA | ASSAM | MANAS

Hotel Booking: দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, নৈনিতাল, রানিখেত, কৌশানি, হরিদ্বার, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানির, পুষ্কর, মাউ আবু, জয়সলমির, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর সহ সমগ্র ভারত

286, B.B.Ganguly Street, 1st Floor, Kolkata-700 012
glacier_travel@yahoo.co.in
www.glaciertravels.com

HOWRAH
61/1, Deshpran Sasmal Road, Kadamtala, Howrah

PUJA Tours & Travels
www.pujatours.com

KOLKATA
5, B.B.Ganguly Street, opp-President Opticals Ground Floor.

E-mail: pujatour@gmail.com
Ph: 98312 50385, 94322 15417, 6567-9337

দুর্গাপূজায় 'পূজা'-র নিজস্ব স্পেশ্যাল প্যাকেজ

- কাশ্মীর, বৈষ্ণোদেবী ও তৎসহ অমৃতসর 12 days & 14 days মাত্র 10,500/-,12,000/-
- গোয়া 8 days মাত্র 7,500/-
- সিমলা, কুলু, মানালি 11 days মাত্র 9,000/-
- ডুয়ার্স 6 days মাত্র 5,500/-,7 days মাত্র 7,000/-
- গ্যাংটক, পেলিং, ইয়ুমথাং 9 days মাত্র 8,000/-,

Date: 11th, 15th, 19th, 12th, 17th, 10th, 20th, 26th, 30th October.

পূজার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে হোটেল বুকিং

হিমাচলপ্রদেশ: সিমলা, মানালি, কুলু, ডালহৌসি, ধরমশালা,অমৃতসর, সাংলা, সারাহান, কাজা, কল্পা

কুমায়ুন: নৈনিতাল, রানিখেত, আলমোড়া, কৌশানি, মুন্সিয়ারি, চৌকরি, বিনসর

পশ্চিমবঙ্গ: দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, লাটাগুড়ি, দিঘা, মন্দারমণি

সিকিম: গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, উত্তরে, রিনচেনপং

কাশ্মীর: শ্রীনগর, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, জম্মু

উত্তরপ্রদেশ: বেনারস, দিল্লি, আগ্রা, হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরি, কেদার-বদ্রী

সারা ভারতে হোটেল ও রিসর্ট বুকিং মাত্র 500/- থেকে 5000/-

ANY DAY ANDAMAN PACKAGE | CHEAPEST AIR TICKET BOOKING FACILITIES | ইয়ুমথাং গুরুদোংমার গ্যাংটক থেকে প্রত্যহ | পুরী দিঘা বুকিংয়ের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান

কোথায় যাবেন, শুধু জানান

আমরাই পাঠিয়ে দেব সব তথ্য

এখানে ১০০টি বেড়ানোর তালিকা দেওয়া হল। এগুলির মধ্যে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন কি? আপনার পছন্দের জায়গাটির নাম ও সঙ্গে দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা কুপনে উল্লেখ করুন। পূরণ করা কুপনটি এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটি খাম পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ। আপনার বেড়ানো হয়ে উঠুক আরও আনন্দের।

ভ্রমণ এপ্রিল ২০১৩

নীচের কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠান এবং সঙ্গে ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ২৭×১২ সেমি মাপের একটি খাম পাঠান এই ঠিকানায়: কোথায় যাবেন, শুধু জানান, ভ্রমণ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ।

আমার পছন্দের জায়গাটির নাম ও ক্রমিক সংখ্যা _____ _____

নাম: ..... বয়স: .....

ঠিকানা: .....

.....

..... ফোন নং: .....

১. ভূস্বর্গ কাশ্মীর

খরস্রোতা নদী, পাইনের ঘন জঙ্গল আর বরফে ঢাকা পাহাড় মিলে পহেলগাঁও ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক অনুপম নিসর্গ। শ্রীনগরের ডাল লেকে সকাল থেকে সন্ধে শিকারা নিয়ে ভেসে বেড়ানো আর খুব ভোরে ডাল লেকের সবজিবাজার দেখার অভিজ্ঞতা অসামান্য।

২. দাচিগাম

কাশ্মীরের দাচিগাম অরণ্যে বার্জ, ওক, ফার, পপলার, হ্যাজলনাট, চেস্টনাট গাছের ভিড়। ওক ফল পেকে গেলে খেতে আসে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার। শ্রীনগর থেকে দাচিগাম অরণ্যের দূরত্ব ২২ কিলোমিটার।

৩. লাদাখের বন্যপ্রাণ

লাদাখের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাবে বহু রকমের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণ বাস করে। সাধারণত জুন মাস থেকে শুরু হয় লাদাখ ভ্রমণ। দেখা যায় হিমালয়ান মারমট, তিব্বতি বুনো গাধা, লাদাখি পিকা। পাখিদের মধ্যে আছে ব্ল্যাক নেকড ক্রেন, চুকার, বারহেডেড গুজ, হিমালয়ান স্নো কক, হোয়াইট উইঙ্গড রেডস্টার্ট ছাড়াও বহু পাখি।

৪. কারসোগ উপত্যকা

হিমাচলের কারসোগ উপত্যকার পাহাড়ে-মন্দিরে ছড়িয়ে আছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পকথা। এখান থেকে দেখা যায় পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, জালোরি পাস, হনুমানটিব্বা, নারকান্ডার-হাটু পিক।

৫. স্পিতি উপত্যকার ডাংখার হ্রদ

হিমাচল প্রদেশের স্পিতি উপত্যকায় পাহাড়ের ওপর প্রাচীন ডাংখার গুহা। অপরদিকে নীলচে সবুজ জলের ডাংখার হ্রদ। প্রাচীন স্পিতির রাজধানী ছিল ডাংখার। কাজা থেকে সাচিচিলিং, সেখান থেকে ৭ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে ডাংখার। ডাংখার থেকে দেড়ঘণ্টা হেঁটে ডাংখার হ্রদ।

৬. সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি

সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি যাওয়ার ভালো সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। রোমাঞ্চকর এই যাত্রায় রুক্ষ পাহাড়ি পথ, নদী, তুষারধবল পাহাড়শ্রেণী হবে আপনার সঙ্গী।

৭. ডালহৌসি-খাজিয়ার

হিমালয়ের কোলে ডালহৌসি শহরটি সাহেবদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। পাইন, ওক, দেওদারের জঙ্গল আর উত্তরে বিরাজমান তুষারাবৃত ধৌলাধার রেঞ্জের অপরূপ শোভা ডালহৌসির প্রধান সম্পদ। ডালহৌসি থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে সবুজ উপত্যকা আর হ্রদ নিয়ে সুন্দরী খাজিয়ার।

৮. সিমলা-সারাহান-কল্পা

তুষারে ঢাকা কিন্নর-কৈলাসের নীচে এক সৌন্দর্যময় গ্রাম কল্পা। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। জুলাই-আগস্টে এই অঞ্চলে বিশেষ বৃষ্টি পড়ে না। সিমলা থেকে রওনা হয়ে সারাহানে এক রাত থেকে কল্পায় থাকুন দু'টি রাত।

৯. দেরাদুন-মুসৌরি-ধনৌলটি

উত্তরাঞ্চলের রাজধানী শহর দেরাদুন। দেরাদুন থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে হিলস্টেশন মুসৌরির রূপ-রস-গন্ধ আত্মস্থ করতে হলে এখানে কয়েকটা দিন না কাটালেই নয়। মুসৌরি থেকে ধনৌলটি ২৮ কিলোমিটার।

১০. কেদারনাথ-বদ্রীনাথ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি হল কেদারনাথ। মন্দাকিনী নদীর তীরে কেদারনাথ তীর্থক্ষেত্র। এই শৈবতীর্থের উচ্চতা ৩,৫৮৮ মিটার। অলকানন্দা নদীর তীরে ৩,১৩৩ মিটার উচ্চতায় পঞ্চবদ্রীর মূল বদ্রী বদ্রীবিশাল বা বদ্রীনাথ।

১১. হরিদ্বার-হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ

হরিদ্বার থেকে বাস-অটো-গাড়িতে ঘণ্টাখানেকে পৌঁছনো যায় হৃষীকেশ। চারধামের পথ হরিদ্বার থেকে

শুরু হয়ে পাহাড় বেয়ে এগিয়েছে এই হৃষীকেশ হয়েই। সবুজ পাহাড়-জঙ্গলঘেরা সুরু উপত্যকার মধ্য দিয়ে ঠুঁতে রঙের পুণ্যতোয়া গঙ্গা বয়ে চলেছে সমতলের দিকে। হৃষীকেশ থেকেই ঘুরে আসতে পারেন অলকানন্দা-ভাগীরথীর পুণ্যসঙ্গম দেবপ্রয়াগ থেকে।

১২. গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী

উত্তরাখণ্ডের চার ধামের অন্যতম দুটি হল গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যানবাহন চললেও যমুনোত্রীর পথে শেষ ৮ কিলোমিটার হেঁটে বা ঘোড়া, ডান্ডি, কান্ডিতে যেতে হবে।

১৩. দেওরিয়াতাল

হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, উখিমঠ হয়ে সারি। সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দেওরিয়াতাল। উচ্চতা ৮,২০০ ফুট। এখান থেকে ভাতৃঘুন্টা, কেদারডোম, খর্চাকুণ্ড, মন্দাকিনী শৃঙ্গ দেখা যায়। তালের জলে এইসব শৃঙ্গের প্রতিফলন দেখতেই আসা। থাকার জন্য দেওরিয়াতালের পাশে আছে তাঁবু।

১৪. যোধপুর-ওশিয়াঁ-বাড়মের

থর মরুভূমির প্রধান প্রবেশদ্বার যোধপুর। ব্লু সিটি নামেও সমধিক পরিচিত। যোধপুরের উত্তর-পূর্বে ছোট্ট মরুগ্রাম ওশিয়াঁ। অসোয়াল জৈন সম্প্রদায়ের কাছে ওশিয়াঁ একটি তীর্থস্থান। রুক্ষ পাহাড় ঘেরা ছোট শহর বাড়মের। জয়সলমির থেকে দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার।

১৫. বিকানির-জয়সলমির

৭-৮ দিনের ছুটিতে রাজস্থান গেলে থর মরুভূমির দুই শহর বিকানির আর জয়সলমির বেড়াতে যেতে পারেন।

১৬. শেখাবতী

উত্তর রাজস্থানের শেখাবতী প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির নিয়ে খোলা আকাশের নীচে যেন এক আর্ট গ্যালারি। এই জনপদের অলিতে-গলিতে হাভেলির কারুকার্য নজর কাড়ে। দেওয়ালচিত্রগুলি অসামান্য।

১৭. কচ্ছের ক্ষুদ্র রন

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনের খ্যাতি বুনো গাধার জন্য। এছাড়া ফ্লেমিংগো, ডেমোয়জেল ক্রেন ইত্যাদি পাখিরা ভিড় জমায়। এখানকার রাবারি, মেঘাওয়াল আদিবাসীদের সূচিশিল্প দেখার মতো।

১৮. সুরাট-বরোদা-পাওয়াগড়-আমেদাবাদ

তাপ্তি নদীর তীরে সুরাট গুজরাটের ব্যস্ত শহর। বস্ত্র আর হিরে ব্যবসার জন্য এই শহরের দেশজোড়া খ্যাতি। সুরাট, বরোদা ঘুরে পাওয়াগড়ের মনোরম পরিবেশে দু-দিন কাটাতে ভালো লাগবে। সবরমতী নদীর ধারে আমেদাবাদ শহর ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী।

১৯. ভেলাভেদার

কৃষ্ণসারদের জাতীয় উদ্যান ৩৪.৫২ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ভেলাভেদার। দূরত্ব আমেদাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার এবং ভাবনগর থেকে ৬৫ কিলোমিটার। এখানে দেখে নিন ব্ল্যাকবাক ন্যাশনাল পার্ক।

২০. সাপুতারা

প্রায় চারহাজার ফুট উচ্চতায় সাপুতারা গুজরাটের একমাত্র শৈলশহর। চারপাশে বাগানে ঘেরা সরোবরে বোটিং করা যায়। সহ্যাদ্রি পাহাড়ের কোলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায়। ৬০ কিলোমিটার দূরে আছে গিরা জলপ্রপাত এবং ওখাই বটানিক্যাল গার্ডেন।

২১. সোমনাথ-পোরবন্দর-দ্বারকা-ভুজ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথের শিবমন্দির। সোমনাথের মতো দ্বারকাও আরবসাগর তীরের এক বিখ্যাত তীর্থভূমি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মথুরা থেকে রাজ্যপাট স্থানান্তরিত করেছিলেন। দ্বারকার মুখ্য আকর্ষণ দ্বারকাধীশ মন্দির। ভুজ বিখ্যাত নানাধরনের হস্তশিল্পের জন্য। ভুজের প্রাণকেন্দ্র হামিরসর সরোবর।

২২. মুরুড-হার্নে

কোঙ্কণ উপকূলে রত্নগিরি জেলার যমজ সৈকত মুরুড ও হার্নে। মুরুড বিচের সাম্প্রতিকতম আকর্ষণ ডলফিন দেখা। হার্নে মূলত মৎস্যবন্দর। সাগরের বুকে দেখা যায় সুবর্ণদুর্গ। দেখা যেতে পারে আনজার্লে, লাডঘর বিচ। যাওয়া যেতে পারে দাপোলি।

২৩. মহারাষ্ট্রের তারকার্লি

কোঙ্কণ উপকূলের অনন্যসুন্দর সাগরবেলা তারকার্লি। চারদিকে ঝাউবনের হাতছানি। সোনালি বালুকাবেলা। স্নান করার জন্য আদর্শ সি-বিচ। ৭ কিলোমিটার দূরে মালভান। সমুদ্রের বুকে দেখা যায় সিন্ধুদর্গ কেল্লা। কাছাকাছি দেখে আসা যায় ভেঙ্গুরেলা, মোছেমার, শিরোডা সাগরবেলা।

২৪. পুনে-মহাবলেশ্বর

চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদব, বাহমনি রাজবংশের রাজত্বের পরে ১৭ শতকে পুনে অধিকার করে মারাঠারা। মহারাষ্ট্রের এই শহর সংস্কৃতির পীঠস্থান। বছরভর মনোরম আবহাওয়া থাকে মহাবলেশ্বরে। মহাবলেশ্বরে ছড়িয়ে আছে নানা ফুল, ফল, অর্কিডের গাছ। স্ট্রবেরি ফলের জন্য বিখ্যাত এই শৈলশহর।

২৫. মহারাষ্ট্রের তাড়োবা

নাগপুর থেকে ১৩০ কিলোমিটার এবং চন্দ্রপুর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে তাড়োবার জঙ্গল। এখানে দেখা যায় বাঘ, চিতা, বুনো কুকুর, হরিণ, সম্বর, গাউর, ভল্লুক ছাড়াও বহু ধরনের পাখি। মঙ্গলবার বন্ধ থাকে তাড়োবার জঙ্গল।

২৬. হরিহরেশ্বর-শ্রীবর্ধন

মহারাষ্ট্রের সোনালি সাগরবেলা হরিহরেশ্বর। সাগরবেলা ছাড়া এখানকার দ্রষ্টব্য কালভৈরবের মন্দির, হরি ও হর পর্বত। ১৯ কিলোমিটার দূরের অপর সাগরবেলা শ্রীবর্ধন।

২৭. মুম্বই-আলিবাগ-মুরদ-জঞ্জিরা

হাওড়া থেকে মুম্বই যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে পাঁচ-সাত দিনে ঘুরে নেওয়া যায় মুম্বাই, আলিবাগ, কাশিদ, মুরুদ-জঞ্জিরা। আলিবাগ ও মুরুদ ভ্রমণের মাঝে দেখতে পারেন আকসি বিচ, নগাঁও বিচ, বিড়লা মন্দির ও নন্দগাঁও গণেশ মন্দির। মান্ডাওয়া-আলিবাগ রোডের ওপর অবস্থিত আরেক সুন্দর সৈকত কিহিম।

২৮. ঔরঙ্গাবাদ-অজন্তা-ইলোরা

ঔরঙ্গাবাদের পশ্চিমে আছে খাম নদী। ঔরঙ্গজেবের প্রথম সম্রাজ্ঞীর সমাধি-সৌধ বিবি-কা-মকবরার স্থাপত্য ও মহম্মদ বিন তুঘলকের স্মৃতিবিজড়িত দৌলতাবাদ দুর্গ এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা, ইলোরা বেড়ানো যায়।

২৯. মালসেজ ঘাট

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের একটি পাস সবুজে সবুজ মালসেজ ঘাট। পুষ্পবতী নদী আর বাঁধের জলে শীতে হাজার-হাজার পরিযায়ী পাখির সঙ্গে ভিড় জমায় ফ্লেমিঙ্গোর ঝাঁক। উপচে পড়া জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে

মালসেজ ঘাট আসতে হবে বর্ষকালে। ৪০ কিলোমিটার দূরে শিবাজির জন্মস্থান শিভনেরি।

৩০. আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন

আগ্রায় দু-দিন থেকে মুঘল আমলের আগ্রা দুর্গ আর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল দেখে যেতে পারেন মথুরা-বৃন্দাবন। কালো নদী যমুনা আর সাদা পোশাকের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়েই বৃন্দাবন।

৩১. লখনউ

অতীতের লক্ষ্মণাবতী আজকের লখনউ। আজও শহরের প্রতিটি পরতে জড়ানো অতীতের নবাবি স্মৃতি।

৩২. বারাণসী

তীর্থদর্শন এবং ভ্রমণ, এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য সফল করার পক্ষে বারাণসী বা কাশী এক আদর্শ স্থান। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলে আবহমানকালের ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করা যায়।

৩৩. ভূপাল-সাঁচি-বিদিশা-পাঁচমারি

ভূপাল থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরে বা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সাঁচি হয়ে বিদিশা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সাঁচি বিখ্যাত প্রায় ২০০০ বছরের পুরনো বৌদ্ধস্তূপের জন্য। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল এই স্তূপগুলি। সাতপুরা পাহাড়ের কোলে পাঁচমারি। চমৎকার আবহাওয়া আর মনমাতানো সবুজ পাহাড়ি প্রকৃতি পাঁচমারির প্রধান সম্পদ।

৩৪. কানহা, বান্ধবগড় ও জব্বলপুর

কানহা ও বান্ধবগড় অভয়ারণ্য খোলা থাকে অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। দিনে দুবার জিপ সাফারির আয়োজন করা হয়। জব্বলপুরের প্রধান আকর্ষণ মার্বেল রকস।

৩৫. পেঞ্চ অরণ্য

মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ— এই দুই রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত পেঞ্চ অভয়ারণ্য। বাঘ ছাড়াও দেখা যায় নানা প্রজাতির হরিণ, গাউর, নীলগাই, ঢোল ইত্যাদি। প্রচুর পাখিও দেখা যায়। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারি হয়।

৩৬. রাঁচি-নেতারহাট-বেতলা

কলকাতা থেকে রাঁচি হয়ে যেতে হবে নেতারহাট। নেতারহাট পাহাড় থেকে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের শোভা মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। নেতারহাট থেকে মহুয়াটাড় হয়ে যেতে হবে বেতলা অরণ্য।

৩৭. দেওঘর-দুমকা-মল্লহাটি-ম্যাসাঞ্জোর

একদিনে দুমকা থেকে মল্লহাটি এবং ম্যাসাঞ্জোর ঘুরে আসা যায়। সেক্ষেত্রে সকালের দিকে ম্যাসাঞ্জোর আর বিকেলের দিকে মল্লহাটি যাওয়া সুবিধাজনক। বিকেলে পশ্চিমের আলোয় মল্লহাটির মন্দিরের দেওয়াল অসাধারণ লাগে।

৩৮. ঘাটশিলা-গালুডি

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘাটশিলা এবং গালুডি। দেখা যেতে পারে ফুলডুংরি পাহাড়, বুরুডি লেক, বিভূতিভূষণের বাড়ি, গালুডি ড্যাম।

৩৯. চিলিকা-মংলাজোরি

ওড়িশার পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে চিলিকা হ্রদ। চেনা-অচেনা দ্বীপ, পাহাড় আর নীল জলের ছবি এখানে অসাধারণ মনে হয়। হ্রদের ধারে একেকটা পান্থনিবাস ছোট্ট ছুটির আদর্শ ঠিকানা হতে পারে। চিলিকা হ্রদের উত্তরপ্রান্তে পাখির দেশ মংলাজোরি। শীতে এখানে ভিড় জমায় দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পাখি। বালুগাঁও স্টেশন থেকে দূরত্ব টাংগি হয়ে ৩৫ কিলোমিটার।

৪০. পুরী

বেশিরভাগ বাঙালির বেড়ানোর হাতেখড়ি হয় পুরী ভ্রমণ দিয়ে। এরপর কতবারই পুরী যেতে হয়, তবু পুরী কখনও পুরনো হয় না। এর প্রধান কারণ যদি হয় পুরীর সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দির, অপর কারণটি হল পুরীকে কেন্দ্র করেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় অদূরবর্তী অন্যান্য বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলি।

৪১. গোপালপুর অন সি

ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় নারকেল-ঝাউয়ের সারি, ব্যাকওয়াটার, লেগুন আর বালিয়াড়ি ঘেরা ছোট্ট সৈকতশহর গোপালপুর।

৪২. সাতকোশিয়া

পাহাড়ি গর্জের মধ্য দিয়ে মহানদী সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসেছে বলেই এখানে মহানদীকে নিয়ে এই ঘন অরণ্যাঞ্চলের নাম হয়েছে সাতকোশিয়া গর্জ। বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায় বাঘ, হরিণ, হাতি, বাইসন, ভালুক, লেপার্ড ইত্যাদি বন্যপ্রাণী।

৪৩. ভিতরকণিকা

ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদীর সঙ্গমে জল-জঙ্গলে ঘেরা ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য পাখিদের স্বর্গরাজ্য। প্রায় ২৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে জলপথ। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

৪৪. পাড়ুয়া

বিশাখাপত্তনম-কিরন্ডুল রেলপথে পাড়ুয়া। আরাকু উপত্যকা থেকে দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। এখানকার জলাপুট রিজার্ভয়ারের বুকে মেঘ-রোদ্দুরের মায়াবী কারিকুরি দেখে মন ভরে যায়। দেখে আসা যায় রানিদুদুমা, মালিপাহাড়, ওমকাডেল্লি, দেওমালি।

৪৫. আন্দামানের দ্বীপে দ্বীপে

পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে চেপে হ্যাভলক দ্বীপ। হ্যাভলকের সমুদ্রে, সৈকতে, লোকালয়ে দিনদুয়েক কাটিয়ে জাহাজে রঙ্গত। সেখান থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে বিজন দ্বীপ এভিস।

৪৬. কাভারাত্তি-কালপেনি-মিনিকয়

লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণে চাররাত পাঁচদিনের সমুদ্রম প্যাকেজে দেখানো হয় কাভারাত্তি, কালপেনি ও মিনিকয়। দ্বীপে দ্বীপে কায়াকিং, স্নরকেলিং, গ্লাসবটম বোট রাইডিং করা যায়। লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের অনুমতি দেয় স্পোর্টস (SPORTS)।

৪৭. কুলিক পাখিরালয়

মালদা শহর থেকে কুলিক পাখিরালয় মাত্র ৭৩ কিলামিটার। কুলিক নদী বয়ে গেছে পাখিরালয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে কুলিক। শীতে প্রচুর পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়।

৪৮. জয়ন্তীর জঙ্গলে

আলিপুরদুয়ার থেকে শামুকতলা, ময়নাবাড়ি, হাতিপোতা হয়ে জয়ন্তী ঘুরে আসা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ডুয়ার্সের অরণ্য, নদী, চা-বাগান এই অচেনা পথে সঙ্গ দেবে।

৪৯. উত্তরবঙ্গের সামসিং-ঝালং-বিন্দু

শিলিগুড়ি থেকে চালসা হয়ে সামসিং যাওয়ার পথে চোখে পড়বে একের পর এক নামকরা চা-বাগান, কর্মীদের আবাসন, পাহাড়ি মানুষদের ছোট ছোট গ্রাম আর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের বিস্তার। চালসা থেকে ঝালং ৩৫ কিলোমিটার। ঝালংয়ের অদূরেই সুন্দরী বিন্দু।

৫০. উত্তরবঙ্গের মংপং

শিলিগুড়ি থেকে সেবক ২২ কিলোমিটার। তারপর করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ৭ কিলোমিটার গেলেই মংপং।

৫১. দার্জিলিং

মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি আর টয়ট্রেনে যাত্রা— এই নিয়ে চির-চেনা দার্জিলিং।

৫২. কোচবিহার

জমকালো প্রাসাদ, সুশীতল দিঘি, প্রাচীন মদনমোহন মন্দির নিয়ে কোচবিহার এক সুন্দর সাজানো শহর।

৫৩. কালিম্পং-লাভা-লোলেগাঁও

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কালিম্পং। কালিম্পং থেকে বাসে বা ভাড়াগাড়িতে ঘন সবুজ পাহাড়ি গ্রাম লাভা আর লোলেগাঁও। আরেকটু এগিয়ে নির্জন রিশপ।

৫৪. উত্তরবঙ্গের মূর্তি

মূর্তিতে আছে উত্তরের পার্বত্যভূমি থেকে নেমে আসা খরস্রোতা, স্বচ্ছসলিলা মূর্তি নদী। গভীর জঙ্গল, চা-বাগান, আদিবাসীদের গ্রাম আর থাকার জন্য অনিন্দ্যসুন্দর এক বনবাংলো।

৫৫. ধূপঝোরা

গোরুমারা অরণ্য-সংলগ্ন ধূপঝোরা অরণ্য। মাল জংশন থেকে দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার এবং চালসা থেকে ১০ কিলোমিটার। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। থাকার জন্য রয়েছে গাছবাড়ি।

৫৬. জলদাপাড়া-খয়েরবাড়ি

চা-বাগানে ঘেরা হাসিমারা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাট। সেখান থেকেই জলদাপাড়ার জঙ্গল বেড়াতে হবে। মাদারিহাট থেকে খয়েরবাড়ি নেচার পার্ক অ্যান্ড লেপার্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ১০ কিলোমিটার।

৫৭. রসিকবিল

জল-জঙ্গল-প্রকৃতির মাঝে রসিকবিলের বনবাংলো ছোট্ট ছুটির ঠিকানা। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরের রসিকবিল বর্ষাতেও সুন্দর।

৫৮. পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর

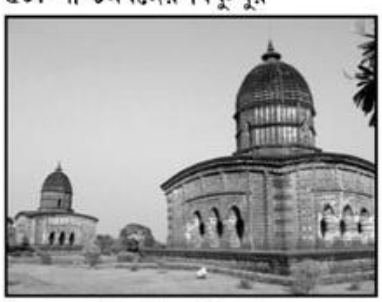

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির বাংলার অহঙ্কার। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। কিনতে পারেন বালুচরি, স্বর্ণচরি শাড়ি।

৫৯. বড়ন্তি

আসানসোলের কাছে শাল-পিয়ালের ছায়ায় ঘেরা নির্জন আদিবাসী গ্রাম বড়ন্তি। সপ্তাশেষের ভ্রমণের জন্য আদর্শ স্থান। বসন্তে সেখানে শিমুল পলাশে আকাশ রাঙা হয়ে থাকে।

৬০. ট্রেনে চেপে দীঘা

হাওড়া থেকে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ছাড়ে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে এবং কান্ডারী এক্সপ্রেস ছাড়ে দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে। সম্প্রতি চালু হয়েছে দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস। ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়ে সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে।

৬১. তাজপুর

দীঘার কাছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সাগরবেলা। রামনগর, বালিসাই, আলমপুর ফিশারিজ হয়ে তাজপুর। চারদিকে ঝাউবন। শান্ত, নির্জন সাগরবেলা তাজপুর। আছে প্যারাসেইলিং, কোস্টাল সাইক্লিং, র‍্যাফটিং-এর ব্যবস্থা।

৬২. সুন্দরবনের জল-জঙ্গল

বঙ্গোপসাগরের কূলে বিনুনির মতো নদী-নালা-খাঁড়ি আর ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাওয়া ছোট ছোট ব-দ্বীপ— এই নিয়েই সুন্দরবন। এই জল-জঙ্গলের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

৬৩. বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ

ধর্মতলায় শহিদ মিনারের কাছ থেকে ছেড়ে ভূতল পরিবহণের বাস পাঁচ ঘণ্টায় বকখালি পৌঁছয়। দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। বকখালি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে আরেক সৈকত ফ্রেজারগঞ্জ।

৬৪. দক্ষিণবঙ্গের সাগরদ্বীপ

গঙ্গানদীর মোহনাতেই সাগরদ্বীপ। দ্বীপের অপর প্রান্তে ঝাউবনের পিছনেই উত্তাল সমুদ্র। পূর্ণিমার রাতে রুপোলি বালির ঢিবির ওপরে চাঁদের আলোয় গঙ্গাসাগরের রূপ অসামান্য।

৬৫. মন্দারমণি

কলকাতার কাছেই মন্দারমণির সোনালি সৈকত। দুয়েকদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ।

৬৬. শান্তিনিকেতন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন। অদূরে বল্লভপুর ডিয়ার পার্ক।

৬৭. বার্সে-উত্তরে-পেলিং

পশ্চিম সিকিমের বার্সে মার্চ-এপ্রিলে নানা রঙের রডোডেনড্রনে রঙিন হয়ে ওঠে। এন জে পি স্টেশন থেকে জোরথাং হয়ে হিলে ৫ ঘণ্টার পথ। হিলে থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটাপথে বার্সে। বার্সে থেকে রিনচেনপং ও হি-বারমিওক দেখে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম উত্তরে। উত্তরের খুব কাছেই পেলিং।

৬৮. গুরুদোংমার, আরিতার, রিনচেনপং

উত্তর সিকিমের গুরুদোংমার হ্রদের জলে মার্চের মাঝামাঝি ইতস্তত বরফের চাঁই। গুরুদোংমার গ্যাংটক থেকে ১৯০ কিলোমিটার। অচেনা হ্রদ আরিতার আর রমণীয় রিনচেনপংও মুগ্ধ করে। নিরালা রিনচেনপং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ দৃশ্যমান।

৬৯. সিকিমের রাবংলা

রাবংলার আকাশ জুড়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা। এছাড়া কাছেপিঠের বৌদ্ধগুম্ফা, চা-বাগান, মৈনাম পাহাড়ের আকর্ষণও কম নয়।

৭০. গুয়াহাটি-কাজিরাঙা

গুয়াহাটি থেকে কাজিরাঙা যাওয়ার পথে বাসের বাঁদিকে বসলে জাখালবান্ধা অতিক্রম করার পর কীভাবে জঙ্গল শুরু হচ্ছে তা বেশ ভালোভাবে বোঝা যাবে। কপাল ভালো হলে কোহরা মোড়ে পৌঁছনোর আগেই পথ-সংলগ্ন জঙ্গলে গণ্ডারের দর্শন মিলতে পারে।

৭১. শিলং

শিলং-চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাতগুলি বর্ষাধারায় নতুন প্রাণ পায়। শীতে শিলং বেশ ঠান্ডা তবে আবহাওয়া মনোরম।

৭২. মাওলিনং

এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং। দূরত্ব শিলং থেকে ৯০ কিলোমিটার। খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রাম মাওলিনং-এ রাত্রিবাসও করা যেতে পারে। এখানে দেখে নিন ব্যালেন্সিং রক এবং লিভিং রুটব্রিজ।

৭৩. বমডিলা থেকে তাওয়াং

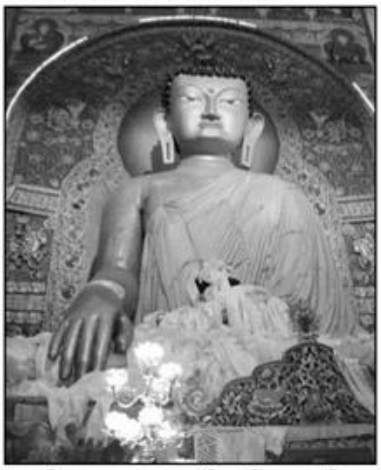

গুয়াহাটি থেকে ভালুকপং, বমডিলা, দিরাং আর বিখ্যাত সেলা পাস (উচ্চতা ১৩,৭২১ ফুট) পেরিয়ে তাওয়াং যাওয়াই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তাওয়াংয়ের অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা এবং বিশাল বৌদ্ধমঠের খ্যাতি এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে।

৭৪. নামদাফা

কলকাতা থেকে ট্রেনে তিনসুকিয়া বা বিমানে ডিব্রুগড় পৌঁছে সড়কপথে যেতে হবে মিয়াও। সেখান থেকে নামদাফার দিবান বনবাংলো। দিনকয়েক কাটানো যেতে পারে নামদাফার জঙ্গলে পশুপাখি, অচেনা পাখি দেখে। বর্ষা বাদে সারাবছর আসা যায় নামদফায়।

৭৫. ৮ দিন ৭ রাতের ত্রিপুরা প্যাকেজ

ত্রিপুরা পর্যটনের ডিসকভার ত্রিপুরা প্যাকেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জম্পুই হিল, ঊনকোটি, কমলাসাগর, নীরমহল, মাতাবাড়ি, সিপাহিজলা, আগরতলা।

৭৬. গোয়া

হাওড়া থেকে সরাসরি গোয়া যায় অমরাবতী এক্সপ্রেস। গোয়া বেড়ানোর জন্য গোয়া পর্যটনের সাউথ গোয়া ও নর্থ গোয়া ট্যুর সেরা। দুটি ট্যুরের প্রত্যেকটিতেই মাথাপিছু খরচ ১৪০ টাকা। দিনদুয়েক কোনও নিরালা সৈকতের ধারে কাটাতে ভালো লাগবে।

৭৭. করবেট ন্যাশনাল পার্ক

করবেট ন্যাশনাল পার্কের উত্তরে শিবালিক হিমালয়। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে গেছে রামগঙ্গা নদী। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বনদপ্তরের পাঁচটি বাংলো আছে।

৭৮. পিথোরাগড়-মুন্সিয়ারি

চির-পাইনে ঢাকা পিথোরাগড় প্রাচীনকালে তিব্বত-ভারত বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। শহরের পশ্চাদপটে হিমালয়ের পঞ্চশৃঙ্গ— চান্দক, থল, ধ্বজ, কেদার ও কুন্দর। পিথোরাগড় থেকে মুন্সিয়ারির দূরত্ব ১২৮ কিলোমিটার।

৭৯. নৈনিতাল-আলমোড়া-বিনসর

রেলপথে কাঠগোদাম বা লালকুঁয়া দিয়ে নৈনিতাল পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে আলমোড়া। আলমোড়া থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে ২,৪১২ মিটার উচ্চতায় জঙ্গলের মধ্যে বিনসর।

৮০. টনকপুর-শ্যামলাতাল-চম্পাবত-মায়াবতী

টনকপুর থেকে চম্পাবত ৭৫ কিলোমিটার। টনকপুর থেকে বাসে বা ভাড়া গাড়িতে ঘুরে আসতে পারেন শ্যামলাতাল। শ্যামলাতালের খুব কাছেই মায়াবতী আশ্রমের লন থেকে দেখা যায় কুমায়ুন হিমালয়ের বরফাবৃত শৃঙ্গমালা।

৮১. রানিখেত-কৌশানি-চৌকরি

মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর এপথে ঘোরার সেরা সময়। বর্ষাকালে এপথে না যাওয়াই ভালো। রানিখেত শহরটি পাহাড়ের ঢালে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে-কোনও জায়গা থেকেই অবারিত দৃষ্টিপথে ধরা দেয় হিমালয়ের বেশ কিছু বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ। কৌশানি আর চৌকরিতে দু'রাত করে থাকতে ভালো লাগবে।

৮২. কর্নাটকের বন্দিপুর

মহীশূর থেকে বন্দিপুর অরণ্য মাত্র ৮০ কিলোমিটার। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নুগুর, কাবিনি আর ময়ার নদী। বন্দিপুরের বনবাংলোয় দু-তিনদিন থেকে, মারুতি জিপসি নিয়ে অরণ্যভ্রমণ করতে পারেন।

৮৩. বেঙ্গালুরু-মহীশূর

পড়াশুনো বা চাকরির কারণে বেঙ্গালুরুতে থাকেন এখন অনেক বাঙালি। বেঙ্গালুরু শহরে ঘুরে দেখে নিন লালবাগ, বিধান সৌধ, হ্যান্ডিক্রাফটস এম্পোরিয়াম। মহীশূরে দেখুন বুল টেম্পল, টিপুর প্রাসাদ, মিউজিয়াম।

৮৪. হাম্পি-বাদামি-বিজাপুর

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের প্রাচীন জনপদ হাম্পিতে ছড়িয়ে আছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। হাম্পির সৌধগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধুনা বাদামির মূল আকর্ষণ গুহামন্দির। প্রাচীন সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের শহর বিজাপুর।

৮৫. যোগ জলপ্রপাত

বেঙ্গালুরু থেকে ৩৭৭ কিলোমিটার দূরে কর্নাটকের শিমোগা জেলায় ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত যোগ জলপ্রপাত। শরাবতী নদীর জলে পুষ্ট যোগ জলপ্রপাতে চারটি ধারায় নেমে এসেছে জলধারা— রাজা, রানি, রকেট, রোরার। বর্ষায় যোগ অনন্য।

৮৬. হায়দ্রাবাদ

ইতিহাসের শহর হায়দ্রাবাদ। চারমিনার গেট, গোলকোন্ডা দুর্গ, সালারজং মিউজিয়াম ও আরও নানান ইতিহাসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে শহর জুড়ে।

৮৭. অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম-আরাকু

দিন কয়েকের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে লোকে যা চায় তার প্রায় সবকিছুই হাজির রয়েছে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বন্দরশহর বিশাখাপত্তনমে। অদূরে কৈলাসগিরি এবং ঋষিকোন্ডা বিচ। আরাকু বেড়াতে গিয়ে অতিরিক্ত প্রাপ্তি হবে পাহাড়িপথে ব্রডগেজ ট্রেনে চড়ার এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। এছাড়া পাওয়া যাবে ভারতের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক গুহা বোরাগুহালু চাক্ষুষ করার সুযোগ।

৮৮. নাগার্জুনকোন্ডা

কৃষ্ণা নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে নাগার্জুনসাগর জলাধার। সেই জলাধারের বুকে জেগে আছে নাগার্জুনকোন্ডা। এখানকার প্রধান আকর্ষণ নাগার্জুনসাগর থেকে নাগার্জুনকোন্ডা পর্যন্ত নৌবিহার। তিনদিকে নাল্লামালা পাহাড়। নাগার্জুনকোন্ডা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ইথিপোথালা জলপ্রপাত।

৮৯. গোদাবরীতে ভেসে পপিকোন্ডালু

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রি থেকে বাস বা গাড়িতে পুরুষোত্তমপট্টনম বা পট্টিসীমা। এখান থেকে গোদাবরীর বুকে ভেসে বেড়ানো। গোন্ডাপোচাম্মা, পেরেন্টাপল্লি ঘুরে দেখে সন্ধেয় ফেরা পট্টিসীমা। ফিরতে না চাইলে রাতে থাকা যায়।

৯০. বিজয়ওয়াড়া-সূর্যলঙ্কা বিচ

কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ১২২৩.৫ মিটার লম্বা প্রকাশম বাঁধটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। এছাড়া দেখুন কনকদুর্গা মন্দির, গান্ধিস্তূপ, ভিক্টোরিয়া জুবিলি জাদুঘর, ভবানী আইল্যান্ড। ১০০ কিলোমিটার দূরে নির্জন সূর্যলঙ্কা বিচ।

৯১. তাড়পাত্রি-বেলুম

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার অল্পচেনা গন্তব্য তাড়পাত্রি আর বেলুম। তাড়পাত্রিতে আছে ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির এবং বেলুমে প্রাকৃতিক গুহা। তাড়পাত্রি থেকে বেলুমের দূরত্ব ৩১ কিলোমিটার।

৯২. হর্সলে হিলস

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। সারাবছর আসা যায়। চারদিকে দেবদারু, পলাশ, ইউক্যালিপ্টাস, সেগুন, আমগাছের সারি। হর্সলে পাহাড়ে পৌঁছনোর রাস্তাটি খুব সুন্দর।

৯৩. রায়পুর-সিরপুর-বারনাওয়াপাড়া

ছত্তিশগড়ের বারনাওয়াপাড়া অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য এখনও অনাঘ্রাত। জঙ্গলের ধারেই ছত্তিশগড় পর্যটনের রিসর্ট। রায়পুর থেকে সিরপুরের মন্দিরগুচ্ছ দেখে রওনা হতে পারেন বারনাওয়াপাড়া অরণ্যের দিকে।

৯৪. কোচিন-মুন্নার-পেরিয়ার

ভেম্বানাদ হ্রদের তীরে কেরালার বাণিজ্যনগরী কোচিন। কোচিনে এলে ব্যাকওয়াটার ক্রুইজের আনন্দ উপভোগ করবেন। পশ্চিমঘাটের নীলগিরি পর্বতমালার কোলে মুন্নার। সবুজ চা-বাগান, লেক, ঝরনা, নদী, মশলার বাগান আর জঙ্গল নিয়ে অপরূপ শৈলশহর। মুন্নারের কাছেই হাতির বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ার অভয়ারণ্য।

৯৫. আলেপ্পি-কুইলন-ভারকালা-ত্রিবান্দ্রাম

আলেপ্পি-কুইলন ব্যাকওয়াটার ক্রুইজে না গেলে কেরালা ভ্রমণের অর্ধেক মজাই মাটি। সবুজ প্রকৃতি আর পাহাড়ি টিলায় সাজানো কেরালার অন্যতম সুন্দর সৈকত ভারকালা। ত্রিবান্দ্রমের সি ভি এন কালারিতে গিয়ে দেখতে পারেন মার্শাল আর্ট কালারিপায়াট্টুর কলাকৌশল।

৯৬. পুডুচেরি

বঙ্গোপসাগরের তীরে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতিবিজড়িত পুডুচেরি। ফরাসিদের তৈরি শহর। এখানকার প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ আশ্রম। দেখে নিতে পারেন অরোভিল ও মাতৃমন্দির। শহরে দেখে নিন মনোরম সাগরবেলা। পুডুচেরির নতুন আকর্ষণ চুনাম্বার সৈকত।

৯৭. ইয়েরকাড হোগেনাক্কাল

তামিলনাড়ুর শেভারয় পাহাড়ের ওপর কমলালেবু ও মশলার বাগিচা নিয়ে ইয়েরকাড। নিকটবর্তী বড় শহর সালেম থেকে দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। অন্য পথে সালেম থেকে হোগেনাক্কাল ১১৪ কিলোমিটার। কাবেরী নদীর ওপর হোগেনাক্কাল প্রপাত দেখতে হয় কেরাকল নৌকোয় চেপে।

৯৮. চেন্নাই-উটি-কোদাইকানাল

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে সুন্দর শৈলাবাস উধাগামণ্ডলম বা উটি। টয়ট্রেন, চা-বাগান ও টলটলে জলের হ্রদ নিয়ে ভারতের অন্যতম সেরা পর্যটনস্থল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গায়ে কোদাই লেককে ঘিরে শৈলশহর কোদাইকানাল।

৯৯. চেন্নাই-মহাবলীপুরম-কাঞ্চিপুরম

মহাবলীপুরমের খ্যাতি তার সৈকত মন্দিরের জন্য। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে মন্দিরগুলো তৈরি হয় পল্লবরাজাদের হাতে। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গড়া পাথর কুঁদে শিল্পকলা আজও আকর্ষণীয়। কাঞ্চিপুরমও মন্দিরনগরী। শাড়ি ও পোশাক শিল্পে কাঞ্চিপুরমের সুখ্যাতি আছে। পুডুচেরিতে দ্রষ্টব্য অরবিন্দ আশ্রম, মিউজিয়াম, বিচ, অরোভিল্লা, মুদালিয়ার কুপ্পাম-এ বোটিং।

১০০. কন্যাকুমারী-মাদুরাই-রামেশ্বরম-ত্রিচি

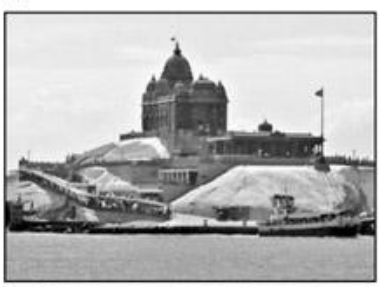

তিন সাগরের মিলনস্থানে ভারতের শেষ বিন্দু কন্যাকুমারী তীর্থভূমি। কন্যাকুমারী মন্দিরের অদূরে ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়ছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল যাওয়ার জন্য। মাদুরাইয়ের জগত জোড়া খ্যাতি মীনাক্ষী মন্দিরের জন্য। মন্দিরময় দ্বীপভূমি রামেশ্বর। কাবেরী নদীর তীরে চোল রাজাদের প্রাচীন রাজধানী তিরুচিরাপল্লি, অধুনা ত্রিচি।

ভ্রমণজিজ্ঞাসা

করবেট অরণ্যের ধিকালা জোনটি খোলা থাকে ১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ জুন। বিজরানি, দোমুণ্ডা, সোনানদী জোনগুলি খোলা থাকে ১৫ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন। ঝিরনা জোনটি সারাবছরই খোলা থাকে।

□ কর্নাটক স্টেট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কি মহীশূর সাইট সিয়িং ট্যুর করায়? খরচ কীরকম? মহীশূরে কর্নাটক ট্যুরিজমের থাকার কীরকম ব্যবস্থা আছে?

□□ কর্নাটক স্টেট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কন্ডাক্টেড ট্যুরে প্রতিদিন ঘুরিয়ে দেখায় মহীশূর। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। দরিয়া দৌলত, শ্রীরঙ্গনাথস্বামী মন্দির, মাইশোর প্যালেস, সেন্ট ফিলোমেনা চার্চ, চামুণ্ডা হিলস, মহীশূর জু, জগমোহন আর্ট গ্যালারি এবং বৃন্দাবন গার্ডেন সহ বেশ কিছু জায়গা থাকবে সফরসূচিতে। খরচ পড়বে ডিলাক্স বাসে ৭২৫ টাকা, ডিলাক্স এ সি বাসে ৮২০ টাকা এবং ভলভো বাসে ৯১০ টাকা মাথাপিছু। কমপক্ষে ১০ জন হলে এই প্যাকেজটি হয়। যোগাযোগ করুন:

কর্নাটক স্টেট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
৪৯, সেকেন্ড ফ্লোর, খনিজ ভবন
রেস কোর্স রোড, বেঙ্গালুরু-৫৬০ ০০১
☎(০৮০) ২২৩৫-২৯০১
ওয়েবসাইট: www.kstdc.net

মহীশূরে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক পর্যটনের হোটেল **মৌর্য হোয়সালা** (☎২৪২৬১৬০), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা, এ সি স্যুইটের ভাড়া ২,১০০ টাকা।

মৌর্য যাত্রীনিবাস (☎২৪২৩৪৯২), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭৫০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, ছয়শয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, আটশয্যাঘরের ভাড়া ১,৮০০ টাকা, ১৬ শয্যার ডর্মিটরির ভাড়া ২,৪০০ টাকা, ২০ শয্যার ডর্মিটরির ভাড়া ৩,০০০ টাকা।

মহীশূরের এস টি ডি কোড: ০৮২১।

□ পাখি দেখতে কাকড়াগাদ যাব। হরিদ্বার থেকে গাড়িভাড়া করে সরাসরি আসব। এখানে থাকার কী ব্যবস্থা আছে? কার সঙ্গে যোগাযোগ করব?

□□ কাকড়াগাদে থাকার জন্য রয়েছে মন্দাকিনী ম্যাগপাই বার্ড ওয়াচার্স ক্যাম্প। এই ক্যাম্পের কর্ণধার যশপাল সিং নেগি এখানে থাকা-খাওয়া ও বেড়ানোর ব্যবস্থা করে দেবেন। এখানে দ্বিশয্যার ক্যাম্পের ভাড়া ৭০০ টাকা, চারশয্যার ক্যাম্পের ভাড়া ৮০০ টাকা। অ্যাটাচড বাথ সহ দুটি দ্বিশয্যার ঘর আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ১,০০০ টাকা। আমিষ, নিরামিষ দু'ধরণের খাবারই এখানে পাওয়া যায়। আমিষ থালি ১৫০ টাকা জনপ্রতি এবং নিরামিষ থালি ৭৫ টাকা জনপ্রতি। যশপাল সিং নেগিকে গাইড হিসেবে নিতে চাইলে খরচ পড়বে ৫০০ টাকা প্রতিদিন। তবে মনে রাখবেন, পক্ষীপ্রেমীদের এই স্বর্গরাজ্যে সারাবছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে। তাই অবশ্যই আগাম বুকিং করে আসবেন। যোগাযোগ: যশপাল সিং নেগি (☎০৯৪১২৯-০৯৩৯৯, ০৯৭২০৭-০৯৪৯৯)।

□ করবেটের জঙ্গল বছরের কোন সময় খোলা থাকে? নৈনিতাল থেকে করবেট ন্যাশনাল পার্কের দূরত্ব কত? পারমিট কোথা থেকে সংগ্রহ করব?

□□ করবেট অরণ্যের ৫টি জোন। ধিকালা জোনটি খোলা থাকে ১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ জুন। বিজরানি, দোমুণ্ডা, সোনানদী জোনগুলি খোলা থাকে ১৫ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন। ঝিরনা জোনটি সারাবছরই খোলা থাকে। নৈনিতাল থেকে করবেট ন্যাশনাল পার্ক ৭৫ কিলোমিটার। বাস বা প্রাইভেট গাড়ি পাবেন এপথে। সময় লাগে ঘণ্টাদুয়েক। করবেট টাইগার রিজার্ভের প্রকল্প অধিকর্তার অফিস রামনগরে, বাসস্ট্যান্ডের লাগোয়া। এখান থেকেই অরণ্যে ঘোরার পারমিট, বনবাংলো বুকিং, সাফারির গাড়ি পাওয়া যাবে। সঙ্গে বৈধ সচিত্র পরিচয়পত্র রাখতে ভুলবেন না। যোগাযোগ:

Field Director
Corbett Tiger Reserve
Ramnagar-244 715, Nainital, Uttarakhand
☎(05947) 253977, 251489
Website: www.corbettnationalpark.in

□ এবছর মে মাসে ত্রিপুরা ভ্রমণে যাব। ত্রিপুরা থেকে কি মিজোরাম যাওয়া যাবে? কীভাবে গেলে সুবিধা হবে? মিজোরামে যাওয়ার জন্য কি ইনারলাইন পারমিট লাগে?

□□ ত্রিপুরা ভ্রমণ শেষ করে মিজোরাম যেতে চাইলে এক নতুন এবং সংক্ষিপ্ত পথে মিজোরামের রাজধানী আইজল শহরে পৌঁছতে পারেন। জম্পুই পাহাড়ের ভাংমুন গ্রাম থেকে প্রতিদিন ভোরবেলায় একাধিক টাটা সুমো আইজলের উদ্দেশে রওনা দেয় এবং সন্ধের আগেই পৌঁছনো যায়। ভাংমুন থেকে আইজলের দূরত্ব কমবেশি ২৪৮ কিলোমিটার। এই পথটি অসাধারণ সৌন্দর্যে ভরা এবং পথের কিছুটা অংশ মিজোরামের ডাম্পা অভয়ারণ্যের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। তবে মনে রাখবেন, বর্ষাকালে এই পথে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকে। মিজোরাম যেতে ইনারলাইন পারমিট লাগে। কলকাতায় ইনারলাইন পারমিটের জন্য যোগাযোগ:

লিয়াঁজো অফিসার
মিজোরাম হাউস
২৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড
(বিড়লা মন্দিরের কাছে)
কলকাতা-৭০০ ০১৯ ☎২৪৬১-৫৮৮৭

দু-কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো সহ ফর্ম-ডি-তে আবেদন করতে হবে ইনারলাইন পারমিটের জন্য। প্রতি আবেদনের জন্য লাগবে ১২০ টাকা।

□ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে মাসিনাগুডি যেতে চাই। এখানে থাকার কী ব্যবস্থা আছে? খরচ কত?

□□ তামিলনাড়ুর পশ্চিমতম প্রান্তের মুদুমালাই অভয়ারণ্যের গা-ঘেঁসে নীলগিরির পাদদেশে মাসিনাগুডির অবস্থান। এখানে থাকার জন্য রয়েছে, **জাঙ্গল রিট্রিট**, স্ট্যান্ডার্ড ঘর ও বাম্বু কটেজের ভাড়া ২,৯৪১ টাকা, ডিলাক্স রুম ও ট্রি হাউসের ভাড়া ৫,২৯৫ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ৫,৮৮৩ টাকা, দ্বিশয্যার স্যুইটের ভাড়া ১২,৯৪২ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ৫২৪ টাকা।

ওয়েবসাইট: www.jungleretreat.com

জাঙ্গল হাট, থাকা-খাওয়া নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫,০০০ টাকা, তিনশয্যাঘরের ভাড়া ৬,৮৫০ টাকা, স্ট্যান্ডার্ড এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫,৬০০ টাকা, তিনশয্যাঘরের ভাড়া ৭,৭০০ টাকা, ডিলাক্স এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬,৯০০ টাকা, তিনশয্যাঘরের ভাড়া ৯,১০০ টাকা।

ওয়েবসাইট: www.junglehut.in

দ্য রক, ঘরভাড়া ২,৮০০ টাকা থেকে ১২,০০০ টাকা।

ওয়েবসাইট: www.de-rock.com

ইন দ্য ওয়াইল্ড, থাকা-খাওয়া নিয়ে গাছবাড়ি, কুঁড়েঘর বা কটেজের ভাড়া ৬,৯০০ টাকা থেকে ৮,৯০০ টাকা।

ওয়েবসাইট: www.innthewild.com

জেস্ট কাসা ডিপ উডস, ব্রেকফাস্ট সহ ঘর বা কটেজের ভাড়া ৫,০০০ টাকা থেকে ৮,৫০০ টাকা। ওয়েবসাইট: www.zestbreaks.com

□ এবছর রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে সামার ফেস্টিভ্যাল কোন সময় হবে? ওই সময় রাজস্থান ট্যুরিজমের হোটেলে ভাড়া কীরকম থাকবে? আমেদাবাদ থেকে আবু রোড আসার কী কী ট্রেন রয়েছে?

□□ এবছর মাউন্ট আবুতে সামার ফেস্টিভ্যাল হবে ২৩-২৫ মে। ওই সময় রাজস্থান ট্যুরিজমের **হোটেল শিখর** (☎০২৯৭৪-২৩৮৯৪৪)-এ স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া হবে ১,৮৫০ টাকা, নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া হবে ২,৩৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া হবে ৩,০৫০ টাকা, এ সি সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া হবে ৩,৫০০ টাকা এবং স্যুইট কটেজের ভাড়া হবে ৪,৫৫০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট ও ডিনারের খরচ ধরা আছে, ট্যাক্স অতিরিক্ত)।
আমেদাবাদ থেকে আবু রোড স্টেশনে আসার প্রচুর ট্রেন রয়েছে। তার মধ্যে ১৯১০৫ হরিদ্বার মেল ট্রেনটি প্রতিদিন সকাল ১০টা ৫ মিনিটে আমেদাবাদ থেকে ছেড়ে আবু রোড পৌঁছয় দুপুর ২টো ৪১ মিনিটে। ১৯২২৩ আমেদাবাদ-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রতিদিন আমেদাবাদ থেকে সকাল ১১টা ২০ মিনিটে ছেড়ে আবু রোড পৌঁছয় দুপুর ৩টে ১২ মিনিটে। ১২৯১৫ আশ্রম এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রতিদিন আমেদাবাদ থেকে সন্ধে ৬টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে আবু রোড পৌঁছয় রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে। ১২৯৫৭ স্বর্ণ জে রাজ এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রতিদিন আমেদাবাদ থেকে বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে আবু রোড পৌঁছয় রাত ৮টা ৪৯ মিনিটে। এছাড়া ১২৫৪৮ আগ্রা সুপারফাস্ট ট্রেনটি (সোম, বুধ, শনি) আমেদাবাদ থেকে বিকেল ৪টে ৫৫ মিনিটে ছেড়ে আবু রোড পৌঁছয় রাত ৮টা ৫ মিনিটে। ১৯৪০৩ সুলতানপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি (মঙ্গল) আমেদাবাদ থেকে ভোর ৬টা ৫ মিনিটে ছেড়ে আবু রোড পৌঁছয় বেলা ১০টা ২৮ মিনিটে। এছাড়াও আমেদাবাদ থেকে আবু রোড আসার আরও অনেকগুলি ট্রেন আছে।

□ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সপরিবারে উটি ও কোদাইকানাল বেড়াতে যাব। তামিলনাড়ু ট্যুরিজমের হোটেলে থাকার ইচ্ছে। এই দুই জায়গায় তামিলনাড়ু ট্যুরিজমের থাকার কীরকম ব্যবস্থা আছে?

□□ উটিতে রয়েছে তামিলনাড়ু ট্যুরিজমের **হোটেল তামিলনাড়ু**-র দুটি ইউনিট। **ইউনিট-১** (☎০৪২৩-২৪৪৪৩৭০), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২৫০ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ১,৭০০ টাকা, কটেজের ভাড়া ২,২০০ টাকা, পেইন্ট হাউসের ভাড়া ২,৩০০ টাকা। **ইউনিট-২** (☎০৪২৩-২৪৪৩৬৬৫), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা, চারশয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,২৫০ টাকা, আটশয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,৬০০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ১৭৫ টাকা।
কোদাইকানালে রয়েছে রাজ্য পর্যটনের **হোটেল তামিলনাড়ু** (☎০৪৫৪২-২৪১৩৩৬), স্যুইট রুমের ভাড়া ২,০০০ টাকা, পাঁচশয্যার ফ্যামিলি রুম কটেজের ভাড়া ২,২০০ টাকা, ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৭০০ টাকা, কুরুঞ্জি কটেজ ২,৫০০ টাকা, সাধারণ কটেজ ২,০০০ টাকা, সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৯০ টাকা, সাতশয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ২,২০০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ২০০ টাকা।

অনুগ্রহ করে একসঙ্গে দুটির বেশি প্রশ্ন পাঠাবেন না। খামের ওপর 'ভ্রমণজিজ্ঞাসা' কথাটি লিখে দেবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

□ তিনবন্ধু সান্দাকফু যাব। দার্জিলিং থেকে শেয়ার গাড়িতে মানেভঞ্জন গিয়ে সেখান থেকে ট্রেক করতে চাই। কীভাবে গেলে সুবিধা হবে?

□□ দার্জিলিং থেকে শেয়ার জিপে মানেভঞ্জন পৌঁছে প্রথমদিন মানেভঞ্জন থেকে ৯ কিলোমিটার হেঁটে টুমলিং পৌঁছন। সময় লাগবে মোটামুটি সাড়ে পাঁচ থেকে ছ'ঘণ্টা। দ্বিতীয়দিন টুমলিং থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছন কালাপোখরি। তৃতীয়দিন কালাপোখরি থেকে সান্দাকফু। শেষ চার কিলোমিটার বেশ চড়াই। চতুর্থদিন সান্দাকফু থেকে ১১ কিলোমিটার উতরাই পথে গুরদুম। পঞ্চমদিন গুরদুম থেকে চলে আসুন শ্রীখোলা। ৫ কিলোমিটার রাস্তা। আরেকটু এগিয়ে গেলেই রিম্বিক। শ্রীখোলা থেকে একটু এগিয়ে সেপি। এখান থেকে শেয়ার গাড়ি ছাড়ে রিম্বিক-সুখিয়াপোখরি হয়ে দার্জিলিং পর্যন্ত।

□ আমরা কয়েকজন বন্ধু দিনদুয়েকের ছুটিতে বড়ন্তি যেতে চাই। কীভাবে যাব? এখানে থাকার কীরকম ব্যবস্থা আছে? আশপাশে কী কী দ্রষ্টব্যস্থান আছে?

□□ কলকাতা থেকে আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে চেপে সকাল সকাল আদ্রা স্টেশন পৌঁছে লোকাল ট্রেন ধরে চলে আসুন মুরাডি। অথবা হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে প্রথমে পৌঁছতে হবে আসানসোল। সেখান থেকে ট্রেন বদল করে আদ্রা লাইনের ট্রেন ধরে মুরাডি। মুরাডি থেকে গাড়ি বা রিকশায় চলে আসুন বড়ন্তি। স্টেশন থেকে রিকশা ভাড়া ৮০ টাকা এবং গাড়িতে একপিঠের ভাড়া ২০০ টাকা। বড়ন্তিতে থাকার জন্য রয়েছে বড়ন্তি ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড নেচার স্টাডি হাটে ৮টি দ্বিশয্যার ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৫৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ঘরপ্রতি ৫০ টাকা। বেড টি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব নিয়ে দৈনিক মাথাপিছু খরচ পড়বে ২২০ টাকা (বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে)। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: জ্যোতির্ময় সাহা চৌধুরি ও চন্দনকুমার রায় (☎৯৩৩০৯-৫৮৯২৬, ৯৮৭৪৮-৮৭০৪৬)।
এছাড়াও বড়ন্তি (রামচন্দ্রপুর) জলাধারের কাছে রয়েছে **আকাশমণি রিসর্ট**। এখানে দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬৬০ টাকা। কটেজের ভাড়া ৭৭০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: এস এন চ্যাটার্জি (☎৯৮৩১৪-২৯৯৫৬, ২৩৩৫-৮৪৫৪)।
বড়ন্তি থেকে ঘুরে নিতে পারেন ১৯ কিলোমিটার দূরে রঘুনাথপুর। সেখানে গড়ে উঠেছে গুটিপোকার চাষ বা রেশম শিল্প। এছাড়াও ঘুরে আসতে পারেন ১২ কিলোমিটার দূরের পাঞ্চেত পাহাড়, ২২ কিলোমিটার দূরের পাঞ্চেত ড্যাম, ৩০ কিলোমিটার দূরের কাশীপুর রাজবাড়ি, ৪০ কিলোমিটার দূরের শুশুনিয়া পাহাড়। এছাড়াও মুরাডির কাছে দেখে নিতে পারেন ছিন্নমস্তার মন্দির।

□ জব্বলপুর থেকে বারগির দূরত্ব কত? এখানে একটা রাত থাকতে চাই। মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজমের কি থাকার কোনও ব্যবস্থা আছে?

□□ জব্বলপুর থেকে বারগি ৩৫ কিলোমিটার। নর্মদা নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে সৃষ্ট জলাশয় এবং দূরের ছোট ছোট টিলা— নিরালা বারগি ভালো লাগবে। এখানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের **মৈকাল রিসর্ট** (☎০৭৬১-২৯১৪৫৭৭, ০৯৪২৫৩-২৪২১১), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,২৯০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)।

□ ম্যাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী ভবনের বুকিংয়ের জন্য কোথায় যোগাযোগ করব? ভাড়া কীরকম?

□□ ময়ূরাক্ষী ভবনের বুকিং করতে হলে যোগাযোগ করুন:
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
ময়ূরাক্ষী হেড কোয়ার্টার ডিভিশন
পোস্ট: সিউড়ি, বীরভূম
ডেপুটি সেক্রেটারি
সেচ ও জল দপ্তর
জলসম্পদ বিকাশ ভবন
সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎(০৩৩) ২৩২১-২২৫৯/৫২০৬
ভাড়া মাথাপিছু ৩৩০ টাকা।

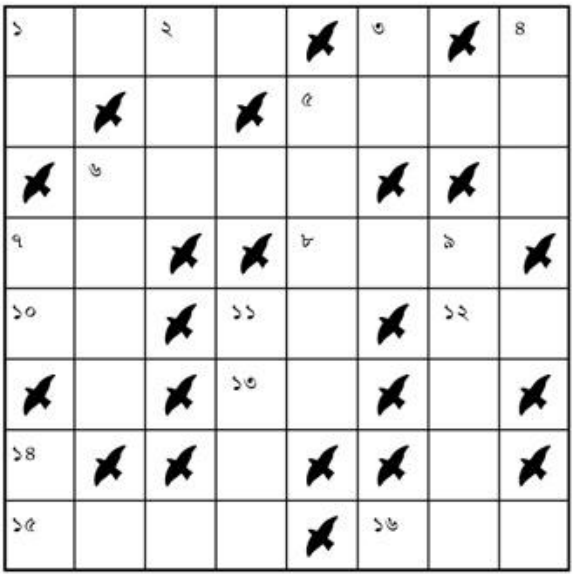

এবারের বিজয়ী উত্তরদাতা :

প্রহ্লাদচন্দ্র বিশ্বাস
সি-৫৩/২, বৈশাখী আবাসন, এ জি ব্লক, সেক্টর-২
সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১

এবারেও অনেক সঠিক উত্তর এসেছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কয়েকজন নির্ভুল উত্তরদাতা : শোভনকুমার মিত্র, অজন্তা ঘোষ, শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পাল, শিবপ্রসাদ চৌধুরী, স্বপনকুমার মিত্র, দেবাশিস ঘোষ, গৌর নস্কর, কৃষ্ণা তিয়ারী, ত্রিদিবকুমার মণ্ডল, শুভজ্যোতি রায়, শ্রীলেখা রায়, বিষ্ণু তিয়ারী, সুভাষ মিত্র, অরুন্ধতী নিয়োগী, সুদীপ্তা মণ্ডল, বীরেশ পোদ্দার, অলোক ঘোষ, কান্তিব্রত ভট্টাচার্য, অমিত দাস, পার্থপ্রতিম ঘোষাল, প্রিয়ণজিৎকুমার ঘোষাল, মীরা ভট্টাচার্য, বৈশাখী লাহিড়ী, কৃষ্ণেন্দু নিয়োগী ও গৌতম ভৌমিক।

পাশাপাশি

১। হর-কি-পৌড়ি, গঙ্গার পুজো
আরতি দেখতে আগে ঠাঁই খুঁজো

৫। হাম্পি ঘুরতে বুড়ি করো তাকে
তুঙ্গভদ্রা বাঁধ— একফাঁকে

৬। রাও বিকাজির গড়া সে শহর
আছে লালগড়, ফোর্ট জুনাগড়

৭। প্রতিবেশী দেশ, সুনাম প্রাচীরে
আছে বিতর্ক তিব্বত ঘিরে

৮। ধরায় স্বর্গ, ভীমাকালী থান
অপ্সরাদের দেশে ঘুরে যান

১০। আন্দামানের দ্বীপটা চেনাই
অতীত হারিয়ে সে লক্ষ্মীবাঈ

১১। ভাদ্রোৎসব দখিনবঙ্গে
গান খুঁজে গাও সবার সঙ্গে

১২। হর-কি-দুনের পথে ছোট গ্রাম
বিপরীতে পাবে ওসলার নাম

১৩। গেলে মুসৌরি পর্বতে চড়ো
হিলের সামনে বন্দুক ধরো

১৫। অন্ধ্র-ভূমিতে গুপ্ত ভবেশ
সীমা ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ

১৬। নর্থ বেঙ্গলে গরুমারা ঘেঁষে
পাহাড়, প্রকৃতি, লেক প্রাণে মেশে

ওপর-নীচ

১। যাবে মুসলিম ধর্মীয় কাজে
মক্কা, মদিনা অন্তরে রাজে

২। সপ্তপুরীর এক গুজরাটে
কৃষ্ণ-মহিমা রাজে মাঠে-ঘাটে

৩। দু-পাহাড়ে গলি— ইংরিজি বলি
যে রোটাং— সক্কলে চলি

৪। পাটলিপুত্র মগধরাজ্যে
বিহারের রাজধানী আজ যে

৫। পাশে যমদ্বার হিমবাহ ছাড়া
স্বর্গারোহিণী, ডাঁয়ে রুইসারা

৬। আলমোড়া ছেড়ে অরণ্যে যান
মাঝে ঘন বনে সে কাপড়খান

৭। বাসা জুড়ে নিলে হবে আস্তানা
পিন্ডারি যেতে নেই কোনও মানা

৯। কোচবিহারের জলা-বনময়
লেক নামে নামী পক্ষী-আলয়

১১। সৈকতে-সৈকতে গোয়া ঘোরা
পাশাপাশি যার রয়েছে ছাপোরা

১৪। সিমলা ছাড়িয়ে, কুফরি পেরিয়ে
উঁচু ভ্যালি, এক এসোনা বেড়িয়ে

রবি দাস

মার্চ সংখ্যার সমাধান

রু	দ্র	প্র	য়া	গ			বা
ম		তা		য়া		ধা	র
টে		প			প		কো
ক		গ	ড়	প	ঞ্চ	কো	ট
	গ	ড়			কে		
তা	জ		ব	রো	দা		গো
	নে		উ		র	সি	ক
কা	র	কা	লা				ক

পুরস্কার

পুরস্কারবিজয়ী আগামী এক বছরের **ভ্রমণ** *পাবেন বিনামূল্যে। এ-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আসা নির্ভুল উত্তরগুলি থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। পুরস্কারবিজয়ী যদি আগে থেকেই* **ভ্রমণ**-*এর গ্রাহক হন, তবে তাঁর মনোনীত আত্মীয়-বন্ধু এই সুযোগ পাবেন। উত্তরের সঙ্গে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না। ফ্যাক্স মারফত উত্তর গ্রাহ্য হবে না। পাঠাবার ঠিকানা :*

ভ্রমণ শব্দছক
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফিরে দেখা

'ভ্রমণ' অক্টোবর ২০০৪ সংখ্যা থেকে

নাগজিরার জঙ্গলে

বছর তিনেক আগে আন্ধারি-তাড়োবাতে এক হেমন্তের ভোরে একটি প্রকাণ্ড দাঁতাল বরাহবাবাজিকে একদল বুনো কুকুর আক্রমণ করল। বুনো কুকুরের ভয়ে বাঘও ডেরা পাল্টায় কিন্তু সেই বরাহবাবাজি প্রচণ্ড বিক্রমে বুনো কুকুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের মধ্যে বেশ কিছুকে আহত করে ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে জঙ্গলের গভীরে চলে গেল। হতবাক বুনো কুকুরের দল ফ্যালফ্যাল করে সেই অপ্রিয়মাণ বরাহপ্রবরের দিকে চেয়ে রইল। আজ অবধি সিমলিপালে, পালামৌতে সম্বর ও চিতল হরিণকে বুনো কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা তাদের খেয়ে শেষ করে শুধু কঙ্কালটিকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে হতবাক আমাদের সামনে। কিন্তু বুনো কুকুরের দলকে যুদ্ধে পরাজিত করে যে কোনও জানোয়ার অমনভাবে চলে যেতে পারে তা অভাবনীয় ছিল।

নাগজিরাতে এক বিকেলে তিনটি লেপার্ড দেখলাম। মা আর তার দুই প্রায় বড় হয়ে ওঠা বাচ্চা। আমাদের প্রায়-নিঃশব্দ ইঞ্জিনের কালিস গাড়ি একটা বাঁক পেরিয়ে তাদের কাছে পৌঁছতেই তারা তিনজনে তিনদিকে দৌড়ল। গাড়ি ব্যাক করে আমরা যখন আবার তাদের দেখবার চেষ্টা করলাম দেখি দলছুট বাচ্চাদুটি লাফাতে লাফাতে মায়ের দিকে আসছে। জায়গাটি তৃণাচ্ছাদিত এবং পাহাড়ি ছিল। বড় গাছ প্রায় ছিলই না সেখানে তাই ভারি আনন্দ হল দেখে। বাঘ বা লেপার্ডের মতো সুন্দর বেড়াল খুব কমই আছে। দেখতে পেলেই ইচ্ছে করে তাদের ঝলমলে কোমল গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই।

বুদ্ধদেব গুহ

এস্কিমোদের দেশে

জল থেকে সটান উঠে এসেছে নরম তুষারের ঢাল। এদিক-ওদিক হলেই সোজা সমুদ্রের জলে। আর এখানকার সমুদ্রের জলে দশ মিনিট পড়ে থাকলেই মৃত্যুকে ডেকে আনা। সবসময় জলের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে।

তিন হাজার ফুটের খাড়া পাহাড়।

এক ডানপিটে দৈত্যের মতো উঠে চলেছে মিকেল। তার ঠিক পিছনেই নিরাপদ দূরত্বে আমি। তারপর আসছে কেটল আর পাস্কাল। একটা নরম তুষারের সরু গালি বেয়ে উঠে পড়লাম পোলহেলমসের সেই গিরিশিরায়, যেটা সোজা উঠে গিয়েছে শীর্ষে। বরফ আর নেই। এবার খাঁটি রক ক্লাইম্বিং। সরু গিরিশিরার দুদিকেই অন্তত দুহাজার ফুটের খাদ।

পড়ে যাওয়ার ভয়টাকে পেয়ে বসতে দেওয়া চলবে না। মুহূর্তের মানসিক দুর্বলতা সব শেষ করে দিতে পারে। সামনের দেওয়ালটায় কেবল কয়েকটা সংকীর্ণ পিঞ্চ হোল্ড। আঙুলের জোরে শরীরকে তুলতে হবে। গ্লাভস খুলতেই হল। কালো গ্র্যানাইটের দেওয়াল যেন বরফের ছুরি। শীতল পাথর যেন কামড়ে ধরছে আঙুলের চামড়া।

অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

বোর্নিওর আদিম জঙ্গলে

রিম্বা লজ ছাড়িয়ে ক্লটক এগিয়ে চলল ঘন জঙ্গলের দিকে। দুপাশে বিস্তৃত অরণ্যর শোভা। বন আরও ঘন হচ্ছে। বেলা পড়ে এল। সূর্যাস্তের পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেয়া ঝোপের বুক চিরে ক্লটককে নোঙর করা হল। মাথার ওপর দেখলাম সন্ধ্যার আকাশে বেশ বড় আকৃতির দুটি বাদুর উড়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার নিরক্ষীয় রাতের আকাশে প্রচুর তারা দেখা গেল। তারার সমুদ্র আকাশে। রাত আরেকটু বাড়লে চাঁদ উঠল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সঙ্গে সীমাহীন নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে শুধু রাতচরা পাখির ডাক আর ঝিঁঝির গুনগুন। সন্ধ্যা নেমেছিল ৭টায়। ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ রাতের খাবার খেলাম হ্যারিকেনের আলোয়। রাতের খাবারে ছিল ভাত, নুডলস, চিকেনের টুকরো, সবজি। এর পর থেকে দিনে, রাতে দুবেলাই একই খাদ্য। আমাদের খাবার সঙ্গী গাইড ফেরি। শুরু হল আধুনিক নগরসভ্যতা থেকে বহু দূরে বোর্নিওর জঙ্গলে আমাদের আগামী কয়েকদিনের জীবন। খাওয়া শেষ হলে নীচের ডেকে আমি শুতে গেলাম। অধ্যাপক রইলেন ওপরে। নীচের কেবিনটি খুবই অসুবিধাজনক, দাঁড়ানো যায় না। গরমও খুব। শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও ঘুম আসছিল না। রেনফরেস্টকে এত কাছাকাছি পাওয়ার একটা অসীম তৃপ্তি মনকে ভরিয়ে তুলছিল। রাত আড়াইটে নাগাদ বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি এক স্বর্গীয় দৃশ্য— বোর্নিওর আদিম রেনফরেস্টে চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।

অর্পিতা চক্রবর্তী

তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার যেন চলমান ভারতবর্ষ

ডিমাপুরের পর বোকাযান ছাড়িয়ে চোঙাযান স্টেশনে এসে গাড়ি সেই যে দাঁড়াল— দাঁড়িয়েই রইল। প্ল্যাটফর্মে ডাঁই করে রাখা পর্বতপ্রমাণ তরিতরকারি গাড়িতে তোলার কাজ চলতেই থাকল। শীতকালের কোনও সবজি বোধহয় বাদ যায় না। পুরো স্টেশন চত্বরে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। এর মধ্যেই স্টেশন-সংলগ্ন মাঠের সাপ্তাহিক হাটের কিছুটা অংশ প্ল্যাটফর্মের ওপর চলে আসাতে ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। সে এক প্রচণ্ড গোলমেলে পরিস্থিতি। কারা বাজার করতে এসেছে আর কারা ট্রেনের যাত্রী বোঝে কার সাধ্যি। আমি দেখলাম এই ভালো সুযোগ প্ল্যাটফর্মে নেমে জনতার ভিড়ে মিশে যাওয়ার। চোঙাযান স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল পাক্কা এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট। এই সময়টুকু মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখেই গেছি। প্ল্যাটফর্মের ওপরেই কতরকম পণ্য বিক্রি চলছে।

এর মধ্যেই কে একজন কলার খোসায় পা দিয়ে আছাড় খেল। যারা ধরা-ধরি করে তুলল তারা তাকেই না-দেখেশুনে পথ চলার জন্য বকাবকি করল। ট্রেনের যে যাত্রী জানালা দিয়ে খোসা ফেলেছিল তাকে কেউ কিচ্ছু বলল না।

তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জারের অন্যান্য কামরার চেহারা দেখে আঁতকে উঠলাম। মানুষ, মালপত্র আর তরকারির ঝুড়ি মিলেমিশে একাকার হয়ে দরজার মুখ পর্যন্ত উপচে পড়ছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড এই অবস্থাতেও যাত্রীদের মুখে হাসি লেগে আছে। কার ঝুড়ি কার পায়ে পড়ল, কার ছাতার খোঁচায় কার জামা ছিঁড়ল এই নিয়ে কোনও অশান্তি নেই। দেখে মনে হল গন্তব্যস্থলে হেঁটে যেতে হচ্ছে না এই আনন্দেই সবাই মশগুল।

রবীন চক্রবর্তী

রেলের সময়সূচি

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
দিল্লি-কালকা মেল	১২৩১১	১৯-৪০	১২৩১২	৭-৫৫
অমৃতসর মেল	১৩০০৫	১৯-১০	১৩০০৬	৭-২০
মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	১২৩২১	২২-০০	১২৩২২	১১-৪৫
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া, বারাণসী)	১২৩৮১	৮-১৫	১২৩৮২	১৬-৫৫
(ছাড়ে: বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৩	৮-১০	১২৩০৪	১৬-৪৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১২৩০১	১৬-৫৫	১২৩০২	৯-৫৫
(ছাড়ে: রবিবার বাদে প্রতিদিন পৌঁছয়: শনিবার বাদে প্রতিদিন)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৫	১৪-০৫	১২৩০৬	১২-৪০
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস	১২৩০৭	২৩-৩০	১২৩০৮	৪-০০
শতাব্দী (বোকারো-রাঁচি) এক্সপ্রেস	১২০১৯	৬-০৫	১২০২০	২১-১০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
জনশতাব্দী (পাটনা) এক্সপ্রেস	১২০২৩	১৪-০৫	১২০২৪	১৩-২৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩০১১	১৫-২৫	১৩০১২	১১-২৫
হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস	১২৩৩১	২৩-৫৫	১২৩৩২	১১-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
সরাইঘাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৫	১৫-৫০	১২৩৪৬	৫-১০
দুন (দেরাদুন/কোটদ্বার) এক্সপ্রেস	১৩০০৯	২০-৩৫	১৩০১০	৬-৫৫
উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস	১২৩২৭	১৩-১০	১২৩২৮	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
কুম্ভ (হরিদ্বার) এক্সপ্রেস	১২৩৬৯	১৩-১০	১২৩৭০	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শুক্র, সোমবার বাদে প্রতিদিন)				
উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস (শ্রীগঙ্গানগর)	১৩০০৭	৯-৩৫	১৩০০৮	১৯-২০
অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৩০৪৯	১৪-০০	১৩০৫০	১৫-৪৫
বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস	১৩০১৯	২১-৪৫	১৩০২০	১২-৪০
মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস	১৩০২১	১৫-৪৫	১৩০২২	৪-০০
কামরূপ (ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস	১৫৯৫৯	১৭-৩৫	১৫৯৬০	৫-৩৫
ব্ল্যাক ডায়মন্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-১৫	১৩০১৮	২১-২৫
হুল এক্সপ্রেস (সিউড়ি)	১৩০৫১	৬-৪৫	১৩০৫২	১৮-২৫
কোলফিল্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৯	১৭-২০	১২৩৪০	১০-২৫
অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস	১২৩৪১	১৮-২০	১২৩৪২	৮-৪৫
দানাপুর এক্সপ্রেস	১২৩৫১	২০-৩৫	১২৩৫২	৬-৩৫
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১২৩৩৭	১০-১০	১২৩৩৮	১৫-৪০
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৭	১১-৫৫	১২৩৪৮	২০-১৫
গণদেবতা (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-০৫	১৩০১৮	২১-৪৫
ভূপাল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১৩০২৫	১৩-২৫	১৩০২৬	১৫-০০
বিভূতি (এলাহাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৩	২০-০০	১২৩৩৪	৭-৩০
চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস	১২১৭৫	১৭-৪৫	১২১৭৬	৬-৪৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
চম্বল (মথুরা) এক্সপ্রেস	১২১৭৭	১৭-৪৫	১২১৭৮	৬-৪৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
শক্তিপুঞ্জ (জব্বলপুর) এক্সপ্রেস	১১৪৪৮	১৪-৩৫	১১৪৪৭	৪-১৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল)	১৮৬২৭	১৪-২৫	১৮৬২৮	১৩-৫০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, সোম, মঙ্গল)				
জয়সলমির এক্সপ্রেস	১২৩৭১	৮-২০	১২৩৭২	১৬-৩০
(ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: শুক্র)				
ধানবাদ এ সি ছিতল এক্সপ্রেস	১২৩৮৫	৮-৩০	১২৩৮৬	২২-৪০
ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার বাদে				
গর্ভ (গান্ধিধাম) এক্সপ্রেস	১২৯৩৮	২৩-০০	১২৯৩৭	১৩-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৪৬৫	১৫-১৫	১৩৪৬৬	১২-৫০
(ভায়া আজিমগঞ্জ) (রবি বাদে)				
নতুন দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৭৩	১২-৫০	১২২৭৪	৬-১০
(ছাড়ে সোম, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, রবি)				
নতুন দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩২৩	১৮-৫০	১২৩২৪	৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
গয়া এক্সপ্রেস (ভায়া রামপুরহাট)	১৩০২৩	১৯-৫০	১৩০২৪	৩-৪০
দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শনি)	১৫২৩৫	১১-০৫	১৫২৩৬	৩-০০
যুব (নতুন দিল্লি) এক্সপ্রেস	১২২৪৯	১৭-১০	১২২৫০	১০-৪০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
জামালপুর এক্সপ্রেস	১৩০৭১	২১-৩৫	১৩০৭২	৫-৩০

শিয়ালদা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস	১২৩২৯	১৩-১০	১২৩৩০	১৭-২৫
(সাপ্তাহিক) (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজধানী এক্সপ্রেস	১২৩১৩	১৬-৫০	১২৩১৪	১০-১৫
দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৫৯	১৮-৩০	১২২৬০	১২-৩০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২০১	২০-০০	২২২০২	৪-০০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩১৪১	১৩-৪০	১৩১৪২	৪-৩৫
দার্জিলিং মেল	১২৩৪৩	২২-০৫	১২৩৪৪	৬-০০
কাঞ্চনজঙ্ঘা (গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস	১৫৬৫৭	৬-৩৫	১৫৬৫৮	১৯-২৫
গৌড় এক্সপ্রেস	১৩১৫৩	২২-১৫	১৩১৫৪	৫-২০
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	১৩১৪৭	১৯-৩৫	১৩১৪৮	৫-১০
অমৃতসর অকাল তখত এক্সপ্রেস	১২৩১৭	৭-৪০	১২৩১৮	১৫-১০
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: শনি, বুধ)				
মা তারা এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১৩১৮৭	৭-২৫	১৩১৮৮	১৮-৪৫
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	১৩১৪৯	২০-৩০	১৩১৫০	৮-১৫
হাটে-বাজারে এক্সপ্রেস	১৩১৬৩	২০-১০	১৩১৬৪	৭-১৫
বারাণসী এক্সপ্রেস	১৩১৩৩	২১-১৫	১৩১৩৪	১০-৫৫
ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১০৩	১৮-২০	১৩১০৪	১০-২৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ (অমৃতসর) এক্সপ্রেস	১২৩৭৯	১৩-১০	১২৩৮০	১৭-২৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)				
পদাতিক এক্সপ্রেস	১২৩৭৭	২২-৫৫	১২৩৭৮	৬-৪৫
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১৩১১৫	১৩-০০	১৩১১৬	১৪-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গঙ্গাসাগর (জয়নগর) এক্সপ্রেস	১৩১৮৫	১৫-৪০	১৩১৮৬	৬-৫৫
অনন্যা (উদয়পুর) এক্সপ্রেস	১২৩১৫	১৩-১০	১২৩১৬	১৫-১০
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৫০৩	১৬-৪০	১৩৫০৪	১০-৪৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
বালিয়া এক্সপ্রেস	১৩১০৫	১৩-২৫	১৩১০৬	৩-৩৫
আজমির এক্সপ্রেস	১২৯৮৭	২৩-২০	১২৯৮৮	১৫-৫৫

কলকাতা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
হাজারদুয়ারি (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১১৩	৬-৫০	১৩১১৪	২১-২৫
জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস	১৩১৫১	১১-৪৫	১৩১৫২	১৫-৫০

হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩৬৩	৯-০৫	১২৩৬৪	১৯-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুহঃ, শনি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তেভাগা (বালুরঘাট) এক্সপ্রেস	১৩১৬১	১২-৫৫	১৩১৬২	১৪-২৫
(ছাড়ে: শনিবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
গুরুমুখী (নাঙ্গাল ড্যাম) এক্সপ্রেস	১২৩২৫	০৭-৪০	১২৩২৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: রবি)				
পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৫০৪৭	১৪-৩০	১৫০৪৮	৪-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বুহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি)				
লালকেল্লা এক্সপ্রেস	১৩১১১	২০-১৫	১৩১১২	৭-৩০
মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৩১৫৫	২০-৫৫	১৩১৫৬	৩-৪৫
(ছাড়ে: রবি, বৃহঃ; পৌঁছয়: মঙ্গল, শনি)				
রাধিকাপুর এক্সপ্রেস	১৩১৪৫	১৯-৩০	১৩১৪৬	৫-৩৫
পাটনা গরিবরথ এক্সপ্রেস	১২৫৫৯	২০-০০	১২৬৬০	৫-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুহঃ, শনি)				
যোগবাণী এক্সপ্রেস	১৩১৫৯	২০-৫৫	১৩১৬০	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
অমৃতসর সুপার এক্সপ্রেস	১২৩৫৭	১২-২০	১২৩৫৮	১১-২০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শনি পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র)				
গুয়াহাটি গরিবরথ	১২৫১৭	২১-৪০	১২৫১৮	১৫-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুহঃ, রবি)				
আজমির এক্সপ্রেস (ভায়া ভূপাল)	১৯৬০৫	১৩-১০	১৯৬০৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: শনি; পৌঁছয়: শুক্র)				
আজমির এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: বুধ)	১৯৬০৭	১১-২৫	১৯৬০৮	১৭-০০
আগ্রা এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শুক্র)	১২৩১৯	১৩-১০	১২৩২০	১৭-২০
প্রতাপ (বিকানির) এক্সপ্রেস	১২৪৯৬	২২-৪৫	১২৪৯৫	১৩-১৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)				
প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (ঝাঁসি)	১১১০৫	৭-২৫	১১১০৬	২১-৪৫
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
মৈথিলী (দ্বারভাঙা) এক্সপ্রেস	১৫২৩৩	১০-৪০	১৫২৩৪	৩-১০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি)				
ত্রিহুত এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহস্পতি)	১৩১৫৭	২০-৫৫	১৩১৫৮	৩-৪৫
ধনধান্যে (বহরমপুর) এক্সপ্রেস	১৩১১৭	২০-৩০	১৩১১৮	১১-৩৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গোরখপুর এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)	১৫০৫১	১৪-৩০	১৫০৫২	৪-২৫
গোরখপুর এক্সপ্রেস	১৫০৪৯	১৪-৩০	১৫০৫০	৪-২৫
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				

দ ক্ষি ণ - পূ র্ব রে ল ও য়ে

হাওড়া/সাঁতরাগাছি	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
চেন্নাই মেল	১২৮৩৯	২৩-৪৫	১২৮৪০	৪-১০
মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	১২৮১০	২০-১৫	১২৮০৯	৫-৫০
গীতাঞ্জলি (মুম্বই) এক্সপ্রেস	১২৮৬০	১৩-৫০	১২৮৫৯	১২-৩০
জনশতাব্দী (বরবিল) এক্সপ্রেস	১২০২১	৬-২০	১২০২২	২০-৫০
জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস	১২১০২	২২-৫৫	১২১০১	৩-৩৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, বৃহঃ, রবি, সোম)				
আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	১২৮৩৪	২৩-৫৫	১২৮৩৩	১৩-৩০
লোকমান্য তিলক সমর্সতা এক্সপ্রেস	১২১৫২	২১-১৫	১২১৫১	৮-২৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র, শনি)				
করমণ্ডল এক্সপ্রেস	১২৮৪১	১৪-৫০	১২৮৪২	১১-৫০
ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৭০৩	৭-২৫	১২৭০৪	১৭-৪৫
টাটা স্টিল এক্সপ্রেস	১২৮১৩	১৭-৩০	১২৮১৪	১০-২০
ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	১২৮৭১	৬-৫৫	১২৮৭২	১৮-৪৫
সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস	১৮০০৫	২১-৩৫	১৮০০৬	৬-২৫
রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস	১৮৬১৫	২২-২০	১৮৬১৬	৬-৩৫
পুরী এক্সপ্রেস	১২৮৩৭	২২-৩৫	১২৮৩৮	৪-৫০
শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৮৪০৯	১৯-০০	১৮৪১০	৮-১০
ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	১২৮২১	৬-০০	১২৮২২	২০-১৫
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস (বুধবার বাদে প্রতিদিন)	১২২৭৭	১৪-২৫	১২২৭৮	১৩-৪৫
জনশতাব্দী (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস	১২০৭৩	১৩-২৫	১২০৭৪	১২-৪০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১৮৬৪৫	১১-৪৫	১৮৬৪৬	১৬-১০
মহীশূর এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)	২২৮১৭	১৬-১০	২২৮১৮	১৪-৫০
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১২৮২৭	১৬-৫০	১২৮২৮	১১-২০
পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস	১২১৩০	২১-৫৫	১২১২৯	৩-৫০
পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২২২	৮-২০	১২২২১	১৯-৪০
(ছাড়ে: বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, রবি)				
সাঁতরাগাছি-তিরুপতি এক্সপ্রেস	২২৮৫৫	১৬-০৫	২২৮৫৬	২২-১০
(ছাড়ে: রবি পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালোর বিবেক এক্সপ্রেস	২২৮৫১	১৬-০৫	২২৮৫২	১৭-৫০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
সাঁতরাগাছি-নানদেদ এক্সপ্রেস	১২৭৬৮	১৪-৫০	১২৭৬৭	১৯-১৫
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস	১২৯৫০	২১-২৫	১২৯৪৯	৮-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি)				
তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	১২৬৬৩	১৬-১০	১২৬৬৪	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)	১২৬৬৫	১৬-১০	১২৬৬৬	৩-২০
পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস	১২৮৮৩	৬-০০	১২৮৮৪	২১-১৫
ওখা এক্সপ্রেস	১২৯০৬	২২-৫৫	১২৯০৫	৩-৩৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র, শনি)				
যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস (ভায়া তিরুপতি)	১২৮৬৩	২০-৩৫	১২৮৬৪	৬-১০
যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৪৫	১১-০০	১২২৪৬	১৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুহঃ, শুক্র, রবি)				
মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৬২	৮-২০	১২২৬১	১৯-৪০
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, বুধ, বৃহঃ, শুক্র)				
দিঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২৮৪৭	১১-১৫	১২৮৪৮	১৮-৩৫
কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৮০০১	১৪-১৫	১৮০০২	২১-৫০
তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস	১২৮৫৭	৬-৪০	১২৮৫৮	১৩-৫০
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্রবার)	১২৮৯৫	২০-৫৫	১২৮৯৬	৭-০৫
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোমবার)	১২৮৮৭	২০-৫৫	১২৮৮৮	৭-০৫
মুম্বই এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)	১২৮৭০	১৪-৩৫	১২৮৬৯	১৯-৩০
অমরাবতী এক্সপ্রেস	১৮০৪৭	২৩-৩০	১৮০৪৮	২২-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুডুচেরি এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: বুহঃ)	১২৮৬৭	২৩-৩০	১২৮৬৮	২২-২৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটা)	১৮৬১৭	১৫-০৫	১৮৬১৮	১৪-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুহঃ, শুক্র, শনি)				
পুরী গরিবরথ (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, বুহঃ)	১২৮৮১	২০-৫৫	১২৮৮২	৭-০৫

শালিমার	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
সিমলিপাল এক্সপ্রেস	১৮০০৭	১৮-৩৫	১৮০০৮	৯-২০
(ছাড়ে: শনি, সোম, মঙ্গল; পৌঁছয়: রবি, মঙ্গল, বুধ)				
লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস	১৮০৩০	১৫-০০	১৮০২৯	১২-১৫
গুরুদেব (নাগেরকয়েল) এক্সপ্রেস	১২৬৬০	২৩-০০	১২৬৫৯	১৩-৫০
(ছাড়ে: বুধ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস	১৬৩২৪	২২-৪৫	১৬৩২৩	১৩-৫০
(ছাড়ে: মঙ্গল, রবি; পৌঁছয়: সোম, শনি)				
বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস	২২৮৫৩	১৮-১৫	২২৮৫৪	৩-৩০
(ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজধানি (বাঁকুড়া) এক্সপ্রেস	২২৮৬১	৬-৪০	২২৮৬২	১৮-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, শুক্র, শনি)				
আরণ্যক (ভোজুডিহি) এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১২৮৮৫	৭-৪৫	১২৮৮৬	১৯-০০
ভোজপুরি (গোরখপুর) এক্সপ্রেস	১৫০২১	২০-২৫	১৫০২২	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল)				
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুধবার)	২২৮৩৫	২১-০০	২২৮৩৬	৭-২০
উদয়পুর এক্সপ্রেস (ভায়া পেড্ডা রোড)	১৯৬৫৯	২০-২৫	১৯৬৬০	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার)				
পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২১৩	২২-০৫	২২২১৪	৫-৪০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস	২২৮৪৯	১২-২০	২২৮৫০	৯-০৫
(ছাড়ে: বুধবার; পৌঁছয়: শনিবার)				

আন্তর্জাতিক ট্রেন (কলকাতা টার্মিনাল থেকে)	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল)	১৩১০৯	৭-১০		
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শনি)	১৩১০৮	৭-১০		

রেলের যাবতীয় অনুসন্ধান: ১৩৯। দক্ষিণ-পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২২১৭, ২৬৩৭-৭২৯১/৭১৯৬/৭৩৪৮। পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ১৩১০। শিয়ালদা অনুসন্ধান: ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭। হাওড়া অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২৫৮১। শালিমার: ২৬৬৮-১১২১

*ওয়েবসাইটে রেলের রিজার্ভেশন: **www.irctc.co.in***

হলিডে হোম

গ্যাংটক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
আপার আরিথাং রোডে হোটেল 'ফিনলে তারা'য় হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার ও ছয়শয্যার মোট ৩টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ ও ৫০০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

সিমেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৩, শান্তিপল্লি রাসবিহারী ই এম বাইপাস কানেক্টর কলকাতা-৪২ ☎২৪৪৪-৯০৩২/৯০০০/৯০৩০ (এক্সটেনশন-৯০৩২), ৯৭৪৮৪-৯৩৮৮৬
'হোটেল রিজেন্ট' ও 'হোটেল জালিভিউ'-তে রয়েছে হলিডে হোম দুটি। ভাড়া ৩৫০-৪৫০ টাকা। যোগাযোগ— রজত চক্রবর্তী।

ঘাটশিলা

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি ঘাটশিলার সদর রাস্তায় 'অশ্বত্থ কুঞ্জ'তে। দ্বিশয্যার দুটি ঘর এবং তিনশয্যার চারটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা। অপরটি বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ, ফুলডুংরির কাছে 'অপরাজিতা'তে। পাঁচশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। চারশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২২০ টাকা। প্রথমটিতে সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

চাঁদিপুর

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
চাঁদিপুর, বালাসোরে 'আনন্দময়ী হোটেল'-এ হলিডে হোমটি। বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে। দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, তিনশয্যার ভাড়া ৬০০ টাকা, চারশয্যার ভাড়া ৬৫০ টাকা। সবকটিই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

ভারতের নানা জায়গায় যেসব সংস্থার হলিডে হোম আছে, তাঁরা হলিডে হোম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন। এই ঠিকানায়:
সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

দিঘা

ওয়াটার উইং সিভিল ডিফেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি
৮১/২/২, ফিয়ার্স লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২
☎৯৮৩৬০-৮৮৯৬৩, ৯০৫১১-৪১৬২৩
ওল্ড দিঘায় 'নিউ সুভাষিণী ভবন'-এ সংস্থার হলিডে হোমটি। আধুনিক সুবিধাযুক্ত চারটি ঘর রয়েছে। রান্নার ব্যবস্থা রয়েছে। পাঁচশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— রমেন্দ্রনারায়ণ সাহা।

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব
৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎৯৮৩৬৫-৬৫১১৮, ৯২৩১৬-২৩৭১১
'হোটেল সঞ্জয় প্যালেস', রাজবাড়ি কমপ্লেক্স। ভাড়া ২৫০ টাকা। রান্নার ব্যবস্থা নেই, ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত গোস্বামী বা মিহির বড়ুয়া।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স ওয়েলফেয়ার কমিটি, যাদবপুর কলকাতা-৩২ ☎২৪৭৩-৪৯৭১ (এক্সটেনশন: ১১৩, ৭৫১, ২৬২)
পুরাতন দিঘা রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে 'হোটেল মেনকা'-তে হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার ২টি ঘর। ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণ দত্ত বা অমিতকুমার মজুমদার বা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব
৩, কয়লাঘাট রোড, রুম নম্বর-৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর কলকাতা-১ অথবা, সি এ ও/স্টোর্স সেকশন
১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, তৃতীয়তল, ফেয়ারলি প্লেস, ইস্টার্ন রেলওয়ে, কলকাতা-১
☎২২২২-৪২৯৯/৪৯৬২/৪৩৭৬/৪৯৬৪
নিউ দিঘায় 'স্বপ্নদীপ রেসিডেন্স'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ মোট চারজনের শয়নোপযোগী মোট ৪টি ঘর। এর মধ্যে দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি ঘরের ভাড়া সপ্তাহান্তে ও ছুটির দিনে ভাড়া ৬০০ টাকা ও অন্যান্য দিনে ৫৫০ টাকা। অপর সাধারণ দুটি ঘরের ভাড়া সপ্তাহান্তে ও ছুটির দিনে ৩০০ টাকা ও অন্যান্য দিন ২৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ যথাক্রমে ৪০ ও ২০ টাকা। যোগাযোগ— অতীনকুমার দাস বা গৌতম দত্ত বা বাসুদেব সিকদার।

দেওঘর

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
দেওঘরের বিহারীলাল চক্রবর্তী রোডে, ক্লক টাওয়ারের কাছে 'হোটেল মহাদেব প্যালেসে'-এ হলিডে হোমটি। সংস্থার মোট তিনশয্যার পাঁচটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৪৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

পুরী

ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল) রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, পঞ্চম তল কলকাতা-১ ☎২২২৫-৩৪২১—২৪ (এক্সটেনশন: ২৪০), ৮৯০২১-৯৬৮৮২
গৌড়বাটশাহী রোডে সি বিচের কাছে রাজ হোটেলের বিপরীতে 'মালঞ্চ'য় হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। রান্নাঘর ও বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— তপন দাস।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব
২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
সংস্থার চারটি হলিডে হোম। একটি স্বর্গদ্বারে চৈতন্যদেবের মূর্তির পিছনে 'মিলনীঘর'-এ। দোতলায় চারশয্যার তিনটি ঘর। তিনতলায় চারশয্যার ৩টি ঘর। ভাড়া ২৪০ টাকা। দ্বিতীয়টি স্বর্গদ্বারে কাকাতুয়ার দোকানের পাশে 'হোটেল শুভম' ও 'সত্যম গেস্টহাউস'-এ। সুসজ্জিত মোট ২০টি ঘর। সবকটি ঘরই শিশু সহ চারজনের শয়নোপযোগী। ভাড়া ২০০ টাকা। তৃতীয়টি ভারত সেবাশ্রম লাইব্রেরির পাশে 'হোটেল ভূদেবী'-তে। শিশু সহ চারশয্যাবিশিষ্ট চারটি ঘর। ভাড়া ২০০ টাকা। আরেকটি মেরিন ড্রাইভ রোডে রাজ হোটেলের পাশে 'লোকনাথ ভবন'-এ। দোতলায় চারশয্যার দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম সহ

রান্নার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া ২০০ টাকা। একতলায় দুটি ঘর। ভাড়া যথাক্রমে ১৮০ এবং ১২০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, বিদ্যুৎ ভবন, ব্লক-'সি' (৬ষ্ঠ তল), বিধাননগর, সেক্টর-২, কলকাতা-৯১
☎২৩১৯-৭৩৩২
স্বর্গদ্বারে সোনালি হোটেলে পিছনে 'রাধাকৃষ্ণ ভবন'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার মোট ২টি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— অনল মজুমদার।

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব
৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎৯৮৩৬৫-৬৫১১৮, ৯২৩১৬-২৩৭১১
সংস্থার মোট ৩টি হলিডে হোম। প্রথমটি স্বর্গদ্বারের কাছে সোনালি হোটেলের পিছনে 'জ্ঞানদালয় তীর্থবাস'-এ। সংলগ্ন বাথরুম, রান্নার বন্দোবস্ত সহ দোতলায় মোট ১০টি ঘর। দুটি পাঁচশয্যার, দুটি চারশয্যার এবং একটি তিনশয্যার ঘর। ভাড়া যথাক্রমে ২৮০ টাকা, ২৩০ টাকা ও ২১০ টাকা। একতলায় মোট ৫টি ঘর। ৬টি চারশয্যার, ২টি তিনশয্যার এবং ১টি দ্বিশয্যার। ভাড়া যথাক্রমে ১৫০ টাকা, ১৯০ টাকা এবং ১৩০ টাকা। অপরটি 'বেলাভূমি নিবাস'-এ। সংলগ্ন বাথরুম সহ তিনশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২৭০ টাকা। তৃতীয়টি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কাছে 'আকাশ গেস্টহাউস'-এ। বাথরুম সংলগ্ন একটি তিনশয্যার ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত গোস্বামী বা মিহির বড়ুয়া।

পেলিং

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
মিডল পেলিংয়ে 'গোল্ডেন আইস'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

সিমেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৩, শান্তিপল্লি, রাসবিহারী ই এম বাইপাস কানেক্টর, কলকাতা-৪২ ☎২৪৪৪-৯০৩২/৯০০০/৯০৩০ (এক্সটেনশন-৯০৩২), ৯৭৪৮৪-৯৩৮৮৬
মিডল পেলিংয়ে 'হোটেল রিসর্ট স্ট্যালেট'-এ হলিডে হোমটি। মোট ছয়টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— রজত চক্রবর্তী।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
ওয়েস্ট সিকিমের আপার পেলিংয়ে 'হোটেল হোয়াইট অর্চাড'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা, তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা, চারশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা করে। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

মুম্বই

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
মালাড-এ পুলিশ থানার কাছে 'হোটেল রয়্যাল সেন্টার'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ তিনজনের শয়নোপযোগী মোট ৯টি ঘর। চারটি স্পেশ্যাল ঘরের ভাড়া ৭৭০ টাকা। ৫টি স্ট্যান্ডার্ড ঘরের ভাড়া ৬৭০ টাকা। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

মুসৌরি

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
ম্যালের পিকচার প্যালেস বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া 'হোটেল দ্বীপ'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ৬টি ঘর। ৪টি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৪৫০ এবং ২টি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৬০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৯৯৬৩, ৯৮৩৬৫-৬৫১১৮, ৯২৩১৬-২৩৭১১
মুসৌরির ম্যালের কাছে 'হোটেল দীপ'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন ৩টি তিনশয্যার ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত গোস্বামী বা মিহির বড়ুয়া।

রাজগির

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৬৮৬৭/৬৮৬৮/২৭০১/২৭০২
বাঙালিপাড়ায় 'কেশব আশ্রম'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন চারশয্যার মোট চারটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১০০ টাকা। রান্নার বন্দোবস্ত আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— মানস মজুমদার।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব
২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
প্রধান বাজারে পুলিশ স্টেশনের কাছে 'যুগলকুঞ্জ'তে হলিডে হোমটি। দোতলায় দুটি ঘর, ভাড়া ১৩০ ও ১৬০ টাকা। চারতলায় দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ১১০ টাকা। সবকটি ঘরই শিশু সহ তিনজনের শয়নোপযোগী। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

সিমলা

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সিমলার সদর বাসস্ট্যান্ডের কাছে 'রঞ্জন হোটেল'-এ হলিডে হোমটি। মোট ১১টি ঘর। ৬টি ঘর শিশু সহ তিনশয্যার, ৩টি ঘর শিশু সহ চারশয্যার ও ২টি ঘর শিশু সহ পাঁচশয্যার। ঘরপ্রতি ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ৭০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

হরিদ্বার

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
হর-কি-পৌড়ির কাছে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ৩টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া ২৮০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর স্টাফ হলিডে হোম, ১৪, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৩০-১১৮৮/১১৮৯/৩৩৬৪
এবং
৪, সিনাগগ স্ট্রিট (ব্র্যাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ), কলকাতা-১ ☎২২৪২-৬৪৫০/৬১৭০/০০১৫, ২২৩১-৭৭৬১, ৯৯০৩৯৯৮৬৬৮
হর-কি-পৌড়ি ঘাটের কাছে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ভাড়া ৩৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— মিতেন্দ্র জোয়ারদার।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স ওয়েলফেয়ার কমিটি, যাদবপুর, কলকাতা-৩২ ☎২৪৭৩-৪৯৭১ (এক্সটেনশন: ১১৩, ৭৫১, ২৬২)
হরিদ্বারে মনসা পাহাড় রোপওয়ের বিপরীতে হোটেল মানসসরোবর ইন্টারন্যাশনাল-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যা দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণ দত্ত বা অমিতকুমার মজুমদার বা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৬৮৬৭/৬৮৬৮/২৭০১/২৭০২
মনসমন্দির রোপওয়ে গেটের বিপরীতে 'হোটেল ময়ূর'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট তিনটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— রজতকুমার দাস।

কলকাতার কয়েকটি জরুরি পর্যটনঠিকানা

অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন
সিকিম কমার্স হাউস
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮১-৩৬৭৯
www.andhratourism.com
www.aptourism.in

অরুণাচল প্রদেশ পর্যটন
অরুণাচল ভবন
ব্লক সি ই-১০৯, সেক্টর-১
সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎২৩৩৪-১২৩৪, ২৩২১-৩৬২৭
www.arunachaltourism.com

অসম পর্যটন
৮, রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২২৯-৫০৯৪
www.assamtourism.com

আই টি ডি সি
৩জি, এভারেস্ট বিল্ডিং
৪৬-সি, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮৮-০৯০১/৫২৫৪
www.tourism.gov.in
www.theashokgroup.com

আন্দামান-নিকোবর পর্যটন
৭-ডি পি ব্লক, সেক্টর-৫
সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎২৩৫৭-৭৬২৮/৭৬২৯
tourism.andaman.nic.in

উত্তরপ্রদেশ পর্যটন
১২-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, দ্বিতীয় তল
কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৩১-৪৯৭৪, ২২৩০-৭৮৫৫, ২২৪২-৭৪০৩
www.up-tourism.com

ওড়িশা পর্যটন
উৎকল ভবন
৫৫, লেনিন সরণি
কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎২২৪৯-৩৬৫৩
www.orissa-tourism.com

কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড
৫০, জওহরলাল নেহরু রোড, প্রথম তল
(বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের পিছনদিকে)
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৭২৯৫, ৯৩৩৯৮-৭৮৯৯৫
www.kmvn.org

কেরালা পর্যটন
ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার
কলকাতা মালয়লি সমাজম
২২, চিন্ময় চ্যাটার্জি সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৩৩ ☎৬৫৩৬-৭১৯০
www.keralatourism.org

কর্নাটক পর্যটন
নম্বর ৪৯, সেকেন্ড ফ্লোর
খনিজ ভবন, রেসকোর্স রোড
বেঙ্গালুরু-৫৬০ ০০১
☎(০৮০) ২২২৭-৫৮৬৯/৫৮৮৩
www.karnatakatourism.org

গোয়া পর্যটন
ট্রায়োনারা অ্যাপার্টমেন্ট
ডাঃ অ্যালভারেজ কোস্ট রোড
পানাজি, গোয়া-৪০৩ ০০১
☎(০৮৩২) ২৪২৪০০১/৪০০২/৪০০৩
www.goatourism.com

ঝাড়খণ্ড পর্যটন
উষাকিরণ বিল্ডিং
১২এ, ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্ল্যাট নম্বর-৮বি
কলকাতা-৭০০ ০১৭
☎২২৮২-০৬০১

গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড
মার্শাল হাউস, রুম নম্বর-২২৪, সেকেন্ড ফ্লোর
৩৩/১, এন এস রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৩১-৫৫৫৪
www.gmvnl.com

গুজরাট পর্যটন
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, ৫ম তল
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎৯৪৩৩১-৯৬০৮১, ২২২৫-৪৩১৭
www.gujarattourism.com

ছত্তিশগড় ট্যুরিজম বোর্ড
চিত্রকূট বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, রুম নম্বর: ২৫
২৩০-এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০
☎(০৩৩) ৪০৬৬-২৩৮১, ৯৪৩৩৩-৭০০১১
www.chhattisgarhtourism.net

জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন
১২, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২২৮-৫৭৯১
www.jktourism.org

তামিলনাড়ু পর্যটন
জি-২৬, দক্ষিণাপণ কমপ্লেক্স
২, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৬৮
☎২৪২৩-৭৪৩২/৭৬১১
www.tamilnadu-tourism.com

ত্রিপুরা পর্যটন
ত্রিপুরা ভবন
১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট. কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৫৭০৩/৩৮৫৬
এইচ সি-১০, সেক্টর-৩, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ১০৬
☎২৩৩৪-০২১৩
www.tripuratourism.in

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল পর্যটন
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮২-১৭১৫
darjeeling.gov.in
www.darjeelingnews.net

দিল্লি পর্যটন
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৬৩১৫/১৭১৫
www.delhitourism.com

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
ট্যুরিজম সেন্টার
৩/২, বি বা দী বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৪৩-৭২৬০, ৪৪০১-২৬৫৯-৬২,
৯০৫১০-৫৭২৭২, ৯৮৩৬৭-৬৯১৯৬
www.westbengaltourism.gov.in

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার
আর্য ম্যানসন, ৭ম তল, কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২৩৭-০০৬০/০০৬১
www.wbfdc.com

বিহার পর্যটন
নীলকান্ত ভবন
২৬বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬
☎৯৮৩০০-৪৫২৩৫
www.tourismbihar.org

মধ্যপ্রদেশ পর্যটন
চিত্রকূট, রুম নম্বর ৭, সিক্সথ ফ্লোর
২৩০এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০
☎২২৮৭-৫৮৫৫, ২২৮৩-৩৫২৬,
৩২৯৭-৯০০০
www.madhyapradeshtourism.com

মিজোরাম পর্যটন
মিজোরাম হাউস
আইজল-৭৯৬ ০০১
মিজোরাম
☎(০৩৮৯) ২৩৩৪৪৭৪, ২৩৩৪৫৭৭
mizoramtourism.nic.in

মেঘালয় পর্যটন
১২০, শান্তিপল্লি, ইস্টার্ন বাইপাস
কলকাতা-৭০০ ০৪২
☎২৪৪১-১৯৩৭, ২২৪১-২১৫৯
megtourism.gov.in

মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগম
এক্সপ্রেস টাওয়ার, দশম তল
নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বই-৪০০ ০২১
☎(০২২) ২২০৪-৪০৪০, ২২৮৪-৫৬৭৮
www.maharashtratourism.gov.in

রাজস্থান ট্যুরিজম
কমার্স হাউস, প্রথম তল
২, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২১৩-২৭৪০, ৯৮৩৬০-১০২৩৫
www.rtdc.in
www.rajasthantourism.gov.in

সিকিম পর্যটন
সিকিম কমার্স হাউস
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮১-৭৯০৫/৫৩২৮
www.sikkim.gov.in

হিমাচল প্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
২এইচ, ইলেক্ট্রনিক্স সেন্টার (২য় তল)
১/১এ, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎২২১২-৬৩৬১, ২২১২-৯০৭২
www.himachaltourism.nic.in

বনের পাতা

স্পেক্ট্যাকলড বেয়ার

তথ্য ও মূর্তি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ আমেরিকাবাসী দ্বিতীয় বৃহত্তম স্তন্যপায়ী এবং ভল্লুক পরিবারের একমাত্র সদস্য হল স্পেক্ট্যাকলড বেয়ার। উত্তরে ভেনেজুয়েলা থেকে দক্ষিণে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত আন্দিজ পর্বতের প্রায় পুরো বিস্তৃতি জুড়েই দেখা মেলে বলে, 'আন্দিয়ান বেয়ার' নামেও এদের ডাকা হয়। ভল্লুক পরিবারের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় স্পেক্ট্যাকলড বেয়ার অনেক বেশি নিরামিশাষী। ফল, অর্কিড, গাছের ছাল, নরম কচি পাতা আর বিভিন্নরকম গুল্ম এদের খাদ্যতালিকার সিংহভাগ জুড়ে থাকে। অন্যান্য তৃণভোজীদের পক্ষে খাওয়া এবং হজমের পক্ষে দুরূহ এমন বেশ কিছু উদ্ভিদও এই ভল্লুকদের খেতে দেখা গেছে। পাখি, সরীসৃপ, পোকামাকড় আর ছোট থেকে মাঝারি মাপের স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরও এরা মাঝে মাঝে খেয়ে থাকে। এশিয়ার ব্ল্যাক বেয়ার আর মালয়ান সান বেয়ারের মতো আন্দিয়ান বেয়ারও গাছে চড়তে ওস্তাদ এবং বাসা বানিয়ে থাকে। যতদূর জানা যায়, এরা প্রধানত একাকী এবং শান্তিপ্রিয় প্রাণী। নিতান্তই নিরুপায় না হলে আক্রমণ করে না।

প্রধানত ফসল নষ্ট আর গবাদি পশুশিকার করার জন্য স্পেক্ট্যাকলড বেয়ারদের মানুষের হাতে মরতে হয়। চামড়া, মাংস, নখ, চর্বি আর গল ব্লাডার সংগ্রহের জন্যও এদের শিকার করা হয়। জাগুয়ার আর পুমা ছাড়া আন্দিয়ান বেয়ারের প্রাকৃতিক শত্রু প্রায় নেই বললেই চলে। চাষের জমির প্রসার এবং খনিজ আহরণের জন্য বাসস্থান ধ্বংসের বিপদই এই ভল্লুকদের প্রধান বিপদ। সংরক্ষিত প্রাণী হিসেবে ঘোষিত হলেও আইন তেমন কঠোর নয়। এদের জীবনযাত্রা অনেকাংশে অজ্ঞাত থাকায় সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির সার্থকতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত নন। ফলে একই সঙ্গে অনিশ্চিত স্পেক্ট্যাকলড বেয়ারের ভবিষ্যতও।

মাথা, ধড় ও লেজ: ১৩০-২০০ সেন্টিমিটার।

ওজন: ৬০-১৭৫ কিলোগ্রাম।

বাসস্থান: ২৫০-৪,৭০০ মিটার উচ্চতার পার্বত্য অরণ্য এবং পার্বত্য ঘাসজমি।

তথ্যচিত্র

কুলিক

চোখে দেখার ছবি, টুকে রাখার তথ্য

পশ্চিমবঙ্গের কুলিক পক্ষীনিবাস এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বার্ড স্যাংচুয়ারি। আনুমানিক ১৩০ হেক্টর জমির ওপর শিশু, কদম, ইউক্যালিপটাস, জারুল ইত্যাদি বহু গাছে সমৃদ্ধ এই বনাঞ্চল পক্ষীকুলের নিরাপদ আশ্রয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার সদর শহর রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় থেকে দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে, এলাকার একমাত্র নদী কুলিকের কোল ঘেঁষে এই বার্ড স্যাংচুয়ারি, যা কুলিক ফরেস্ট নামে সমধিক পরিচিত।

কুলিক নদীর ধারে এই ঘন বনাঞ্চলে সারা বছর দেখা যায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, হোয়াইট ব্রেস্টেড ওয়াটার হেন, গ্রে ওয়াগটেল, এশিয়ান কোয়েল, উড স্যান্ডপাইপার, গ্রেটার কুকাল, বি-ইটার, ব্রাউন শ্রাইক, ব্লু থ্রোটেড বারবেট, বিভিন্ন প্রজাতির ময়না, ব্ল্যাক হুডেড ওরিওল, মুনিয়া, প্যাডিফিল্ড পিপিট, জাঙ্গল ব্যাবলার, রেড হুইস্কার্ড বুলবুল, ওরিয়েন্টাল ম্যাগপাই রবিন, কমন আয়োরা, রুফাস ট্রিপাই, রেড ওয়াটেলড ল্যাপউইং, প্যারাকিট ইত্যাদি বহু পাখি।

গ্রীষ্মের শুরুতেই এই পক্ষীরালয়ে ভিড় জমায় ক্যাটল ইগ্রেট, গ্রেট ইগ্রেট, লিটল ইগ্রেট, ইন্টারমিডিয়েট ইগ্রেট, লিটল করমোর‍্যান্ট, নাইট হেরন, পন্ড হেরন। গভীর অরণ্যে উঁচু ডালে তারা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, ছোট্ট ছানাদের লালনপালন করে। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ তারা উড়তে শিখে যায় ও খাবার সংগ্রহও করতে পারে। তবে এই স্যাংচুয়ারিতে ব্যাপক হারে ভিড় জমায় এশিয়ান ওপেনবিল। বর্ষার সময় এই পক্ষীনিবাস ও তৎসংলগ্ন এলাকায় তারা তাদের ঠিকানা খুঁজে নেয়। বড়সড় এই পাখিদের ভিড়ে সমস্ত বনাঞ্চল সাদা হয়ে যায়। পছন্দমতো সঙ্গিনী খুঁজে নেওয়ার পর এরা ব্যস্ত হয়ে যায় সংসার-ধর্ম পালনে অর্থাৎ আশপাশের গাছ থেকে পাতা ডাল দিয়ে তাদের পছন্দমতো গাছের ডালে তারা বাসা বানায়। জুলাই-আগস্ট-এর মধ্যেই স্ত্রী পাখিরা সাধারণত ২-৪টি করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার পরে স্ত্রী ও পুরুষ পাখিরা সদা সতর্ক হয়ে সদ্যোজাত শাবকদের পাহারা দেয়। নিকটবর্তী জলাভূমি, খেত থেকে শামুক, ছোট মাছ, পতঙ্গ, ব্যাঙাচি, পোকামাকড় এমনকি ছোট সাপও শিকার করে আনে বাচ্চাদের খাওয়াতে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই পরম স্নেহ ও পরিচর্যায় এরা বেড়ে ওঠে। অক্টোবর মাসে বাবা-মায়ের সতর্ক প্রহরায় ও সাহায্যে এরা অল্প অল্প উড়তে শেখে এবং তারপর নিজেরাই অল্পবিস্তর খাবার সংগ্রহ করতে শেখে। নভেম্বরের মধ্যে এরা পূর্ণ যৌবন পায় এবং সকল বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এই সমস্ত প্রজাতির পাখিদের এই পক্ষীনিবাসে আসা, বংশবিস্তার করে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সংখ্যাটা চমকে যাওয়ার মতো হলেও সত্যি— ৬০,০০০-৭০,০০০।

শীতের মরশুমে এই স্যাংচুয়ারি বিভিন্ন রঙে ভরে ওঠে। রায়গঞ্জ ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি হল এমন একটা পক্ষীরালয় যার কোনও অফ সিজন নেই। বছরের যে-কোনও সময়ে আসতে পারেন, উঁচু

টাওয়ারে উঠে ক্যামেরায় চোখ রাখুন, হতাশ হবেন না।

রায়গঞ্জ ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারিতে পাখি তো দেখবেনই, আর দেখবেন নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার। ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার অপূর্ব সেনের তোলা প্রজাপতি ও বিভিন্ন পাখির অপরূপ সব ছবি আপনাকে মুগ্ধ করবে। স্থানীয় অ্যামেচার ক্লাব 'নর্থ বেঙ্গল ফটোগ্রাফি ক্লাব'-এর স্থায়ী প্রদর্শনীতে দেখতে পাবেন সদস্যদের তোলা স্থানীয় পাখিদের অনন্য সব মুহূর্ত।

কীভাবে যাবেন

১৩১৪৫ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি কলকাতা টার্মিনাল থেকে প্রতিদিন সন্ধে সাড়ে ৭টায় ছেড়ে রায়গঞ্জ পৌঁছয় পরদিন ভোর সাড়ে ৫টায়। এছাড়া ধর্মতলা থেকে বাসেও রায়গঞ্জ পৌঁছতে পারেন। রায়গঞ্জ থেকে কুলিক ৩ কিলোমিটার। রিকশা পাওয়া যায়। এছাড়া হাওড়া, শিয়ালদা থেকে মালদা যায় ১৩১৫৩ গৌড় এক্সপ্রেস, ১৩৪৬৫ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (রবি বাদ), ১৩০১১ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ১৩১৬৩ হাটেবাজারে এক্সপ্রেস, ৫৩০০৩ মালদা টাউন ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ছাড়াও নিউ জলপাইগুড়ি এবং গুয়াহাটিগামী সমস্ত ট্রেন। মালদা থেকে কুলিক ৭৩ কিলোমিটার। এখান থেকে গাড়িভাড়া করেও চলে আসতে পারেন।

কোথায় থাকবেন

এখানে থাকার জন্য রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের রায়গঞ্জ ট্যুরিস্ট লজ (☎৯৭৩৩০-০৮৭৯১), নন-এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা। এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা, ডিলাক্স এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা। এছাড়া রয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ বাংলো, রায়গঞ্জ (☎২৫২২৭২) এবং সেচ দপ্তরের বাংলো।

প্রাইভেট হোটেল: আনন্দ (☎২৫২০৬২), ভাড়া ৪০০ টাকা। নটরাজ (☎২৫২০০৭), ভাড়া ২৬০-৬০০ টাকা।

রায়গঞ্জের এস টি ডি কোড: ০৩৫২৩।

তথ্য ও চিত্র: গৌতমকুমার দত্ত

দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হল শ্রীনগরের টিউলিপ গার্ডেন। ডাললেকের তীরে ১৫ হেক্টর এলাকা জুড়ে থাকা এই টিউলিপ বাগান এশিয়ার বৃহত্তম। জম্মু-কাশ্মীর ফ্লোরিকালচার ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, ৮০টি প্রজাতির ১৫ লক্ষ টিউলিপ এবার পাপড়ি মেলেছে এই বাগানে। এর মধ্যে ২৪টি নতুন প্রজাতি এবারেই আনা হয়েছে নেদারল্যান্ডস থেকে। ছবি: পি টি আই।

মালদায় সরকারি প্যাকেজ ট্যুর

মালদায় বিশেষ প্যাকেজ ট্যুর চালু করল রাজ্য পর্যটন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে একদিনের ভ্রমণ। মালদা ট্যুরিস্ট লজ থেকে যাত্রা শুরু। মাথাপিছু খরচ ৪০০ টাকা। প্যাকেজ ট্যুরের কথা ঘোষণা করে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরি জানান, আপাতত মালদার বহুল পরিচিত পর্যটনস্থলগুলি এই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জগজ্জীবনপুরের বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ দেখিয়ে আনার ব্যবস্থাও সংযোজিত হবে শীঘ্রই। তিনি আরও জানান, মালদা থেকে গঙ্গাবক্ষে বিহারও চালু হবে। গঙ্গাবক্ষে ঘুরিয়ে আনা হবে নবদ্বীপ, কাটোয়া, মায়াপুর ও হাজারদুয়ারি।

এভারেস্ট ছুঁতে চললেন পাঁচ বাঙালি

দমদমের টুসি দাসের পেশা ডিম বিক্রি। হাওড়ার কোনার বাসিন্দা ছন্দা গায়েনের একটা ছোট দোকান আছে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার মণিদীপা দত্ত পেশায় শিক্ষিকা। দেবাশিস নন্দী বেসরকারি সংস্থার কর্মী। কলকাতার শ্যামপুকুর থানার ওসি উজ্জ্বল রায়।

এই বাঙালিরাই গিয়েছেন বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানে। নেপাল হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রুট ধরে তাঁরা অভিযান করছেন। অভিযাত্রীদের পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অভিযান শুরু হয়েছে ৪ এপ্রিল। তাঁদের এভারেস্ট শীর্ষে পদার্পণের সম্ভাব্য তারিখ ১০ মে। নেমে আসতে লাগবে আরও ১৫ দিন। সঙ্গের এভারেস্ট অভিযানের ছবিটি তুলেছেন বসন্ত সিংহ রায়।

হেলিকপ্টারে কলকাতা দর্শন

চালু হল হেলিকপ্টারে কলকাতা দেখানোর ব্যবস্থা। সম্প্রতি বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে সূচনা হল 'কলকাতা দর্শন' নামের এই প্রমোদ উড়ানের। দশ মিনিটের জয় রাইড। খরচ ২,০০০ টাকা। পরিষেবা দেবে ছয় আসনের বেল ৪০৭ হেলিকপ্টার।

তামিলনাড়ুর নতুন আকর্ষণ ওয়েলিংটন

তামিলনাড়ুতে কুন্নুরের কাছেই ওয়েলিংটন শহর। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। তবে পর্যটকদের কাছে এতদিন উন্মুক্ত ছিল না এ-শহর। এবার সেই উদ্যোগই নিয়েছে সেনাবাহিনী। ওয়েলিংটনে রয়েছে নয়নাভিরাম এক লেক। তাতে সাধারণ মানুষের বোটিং করার সুযোগ চালু হয়েছে। ওয়েলিংটন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ব্রিগেডিয়ার এস সুরেশ কুমার জানিয়েছেন, ওয়েলিংটন লেককে ঘিরেই পর্যটনস্থল গড়ে তোলা হবে। প্রাথমিকভাবে তৈরি হবে লেকের পাড়-ঘেঁষা এক রেস্তোরাঁ এবং শিশুদের পার্ক।

কেরালায় সি-প্লেন

পর্যটকদের জন্য এবার সি-প্লেন চালু হতে চলেছে কেরালায়। সে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী এ পি অনিল কুমার এখবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই জলে নামতে পারে এমন ছোট বিমান কেরালার বিভিন্ন পর্যটকপ্রিয় স্থানে পরিষেবা দেবে। কোচির বোলগাট্টি আইল্যান্ডে এই পরিষেবা শুরু করার ব্যাপারে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে বলে তিনি জানান।

মধ্যপ্রদেশে একগুচ্ছ বাজেট হোটেল

মধ্যপ্রদেশের তীর্থস্থানগুলিতে স্বল্পমূল্যের একগুচ্ছ হোটেল গড়ে তুলতে চলেছে রাজ্যের সরকার। সরকারি সূত্রের খবর, বাজেট হোটেল গড়ে তোলা হবে অমরকন্টক, মহেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, চিত্রকূট, উজ্জয়িনী, ওরছা, মৈহার, পান্না, মান্ডলা, মুলতাই, সালকানপুর ও মণ্ডলেশ্বরে।

অমরনাথ যাত্রা শুরু ২৮ জুন, নাম নথিভুক্তি চলছে

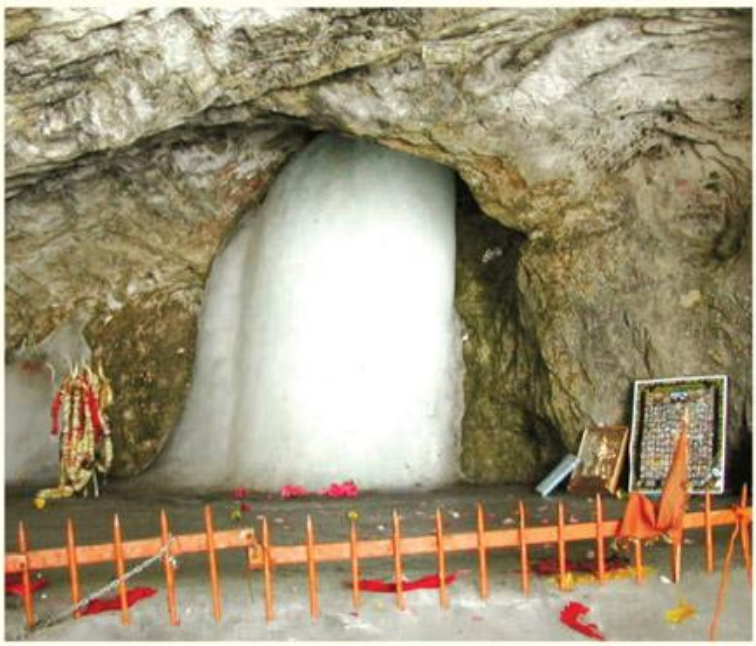

এবারের অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে ২৮ জুন। ২১ আগস্ট যাত্রার শেষ দিন। যাত্রায় অংশ নিতে আগ্রহীদের নাম নথিভুক্তিকরণ চলছে। ১৩ থেকে ৭৫ বছর বয়স থাকলে এই যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, প্রতি বছরই অমরনাথ যাত্রার আয়োজন করে থাকে জম্মু-কাশ্মীর সরকার। ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পার্বত্য গুহায় তুষার শিবলিঙ্গ দর্শন শুধুই পবিত্র তীর্থযাত্রা হিসেবে নয়, দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিকূল আবহাওয়া পেরিয়ে অসাধারণ নৈসর্গিক শোভা প্রত্যক্ষ করতে করতে এগিয়ে চলার অসাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যও অমরনাথ যাত্রায় অংশ নেন বহু মানুষ। যাত্রায় অংশ নিতে চাইলে অনুমতি নিতে হবে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের থেকে। আর তার জন্য নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আবেদনের ফর্ম পাবেন এই ওয়েবসাইট থেকে www.amarnathyatra.org

দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট যেসব ডাক্তারের থেকে পাবেন তার তালিকাও দেওয়া আছে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে। ফর্ম জমা দেওয়া যাবে পশ্চিমবঙ্গে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আলিপুর, বারাসাত, বহরমপুর, হাওড়া, মালদা, মেদিনীপুর ও তমলুক শাখায়, ইয়েস ব্যাঙ্কের আসানসোল, বর্ধমান, ডালহৌসি, দুর্গাপুর ও হাওড়া শাখায়, জম্মু-কাশ্মীর ব্যাঙ্কের কলকাতা মেইন (ডালহৌসির স্টিফেন হাউস ও মল্লিক বাজারে অবস্থিত) শাখায় এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বীরভূম, হুগলি, জলপাইগুড়ি, কল্যাণী ও খড়্গপুর শাখায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কার ওমাহায় হেনরি ডুওরলি চিড়িয়াখানায় ৩ মাস আগে জন্ম হয় এই পাঁচ সিংহশাবকের। ফেসবুকে একটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের নামকরণ করা হয়েছে তাজ, জসিরি, কায়া, লীলা ও জুরি। ৩০ মার্চ ছবিটি প্রকাশ করেছে পি টি আই।

প্রবীণ নাগরিকদের হোটেলে ছাড়

প্রবীণ নাগরিকদের হোটেল ও রিসর্ট বুকিংয়ে বিশেষ ছাড় দেবে মহারাষ্ট্র পর্যটন। ৬৫ বছরের বেশি বয়স্করা মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগমের পর্যটকাবাসে থাকার খরচে ২০ শতাংশ ছাড় পাবেন। সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত থাকার জন্য আগাম বুকিং করলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। একইসঙ্গে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি ছাত্রছাত্রীদের দলবদ্ধ শিক্ষামূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রেও বিশেষ ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে মহারাষ্ট্র পর্যটন।

জাপানে উভচর বাস

জাপানের রাজধানী টোকিওতে চালু হল অভিনব এক উভচর বাস। নাম স্কাই ডাক। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১০০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে স্থলে আর জলে যেতে পারে ঘণ্টায় ১৩ কিলোমিটার গতিতে। ১২ মিটার লম্বা ও আড়াই মিটার চওড়া বাসটিতে সফর করতে পারেন ৩২ জন যাত্রী। মূলত পর্যটকদের জন্যই পরিষেবা দিচ্ছে স্কাই ডাক। যাত্রা শুরু করছে টোকিওর সুমিদায় বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার টোকিও স্কাই ট্রি-এর কাছ থেকে। পরিচালনায় টোকিওর হিনোমারু বাস সার্ভিস কোম্পানি। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই কোবে শহরেও চালু হবে এই পরিষেবা।

ব্যাঙ্গালোর-তিরুপতি উড়ান

এবার গ্রীষ্মে ব্যাঙ্গালোর ভ্রমণ শেষে এক ঘণ্টায় পৌঁছে যেতে পারেন তিরুপতি। সৌজন্যে এয়ার ইন্ডিয়া। সপ্তাহে তিনদিন ব্যাঙ্গালোর-তিরুপতি উড়ান পরিষেবা দেবে তারা। সোম, বুধ, শুক্র ব্যাঙ্গালোর থেকে বিমান উড়বে বিকেল ৪টেয়। ফিরতি উড়ান তিরুপতি থেকে মিলবে এই তিনদিনেই বিকেল সাড়ে ৫টায়।

বোলপুরের অদূরে হোলি মেলা উপলক্ষে আদিবাসী নৃত্যোৎসব।
২৯ মার্চ পি টি আইয়ের ছবি।

দোতলা চলমান রেস্তোরাঁ মুম্বইয়ে

দোতলা এক ভ্রাম্যমান রেস্তোরাঁ চালু হল মুম্বইয়ে। নাম 'দ্য মুভিং কার্ট'। আসলে এটি একটি বিলাসবহুল বাস। একতলায় রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বসার ব্যবস্থা। আসন ২০টি। দোতলায় খোলা ছাদ। সেখানেও ২০টি বসার আসন রয়েছে। চলমান বাসে বসেই শহর দেখতে দেখতে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে। মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভে মেরিন প্লাজা হোটেলের সামনে থেকে প্রতিদিনই যাত্রা শুরু করবে এই চলমান রেস্তোরাঁ। নরিম্যান পয়েন্ট থেকে ইউ-টার্ন করে চৌপট্টি ঘুরে আবার যাত্রাশুরুর স্থলে ফিরেই ভ্রমণ শেষ। দেড় ঘণ্টার সফর। বেলা ১টা, রাত ৮টা ও রাত ১০টায় সফর শুরু। নিরামিষ খাবার নিলে খরচ পড়বে মাথাপিছু ১,২০০ টাকা। আমিষ খাবার নিলে খরচ জনপ্রতি ১,৪০০ টাকা। অনলাইন বুকিং করা যাবে এই ওয়েবসাইটে: http://themovingcart.com

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▸ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
Traveller
To be launched shortly
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে
হাতে হাতে নিয়ে যান
দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি:
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে
বিশ্বভ্রমণ

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

'ভ্রমণ'-এর ৯টি সাধারণ সংখ্যা (২৫ টাকা), একটি পুজোর গাইড সংখ্যা (৯০ টাকা) ও একটি শারদীয়া সংখ্যা (৯০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'ভ্রমণ'-এর দুটি বিশেষ সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

দুটি বিশেষ সংখ্যা পাঠানোর ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য—

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৪১০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,০৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,২৩০ টাকা।

সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৪৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৫৬০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,৩৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,৭০০ টাকা।

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

টাকা বা ড্রাফট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 94332-17491, 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** subscription@swarnakshar.in

গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending □ Rs. 360 □ Rs. 410 □ Rs. 460 □ Rs. 560 □ Rs. 1,080 □ Rs. 1,230 □ Rs. 1,380 □ Rs. 1,700 towards my subscription to BHRAMAN for □ One year □ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:.....

Address:.....

.....

.....

Bank Draft No.:..... Date:..... Bank:.....

Branch:..... Signature & Date:..... Phone No.:.....

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
মানি অর্ডার/ড্রাফট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- ✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓ **অনলাইনও গ্রাহক হতে পারেন। লগ অন করুন:** www.swarnakshar.in
- ✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Subscribe online: www.swarnakshar.in
ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ ফ্যাক্স: ২২৮৭ ৬৪৪৮ ই-মেল: chhelebela@swarnakshar.in

প্রতি মাসের ছেলেবেলা পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছেও পাওয়া যাবে।

BHRAMAN □ Vol. 21 No. 3 □ 1 April 2013 □ Rs. 25 RN. 53133/93 □ Postal Regn. No. KOL RMS/218/2013-2015

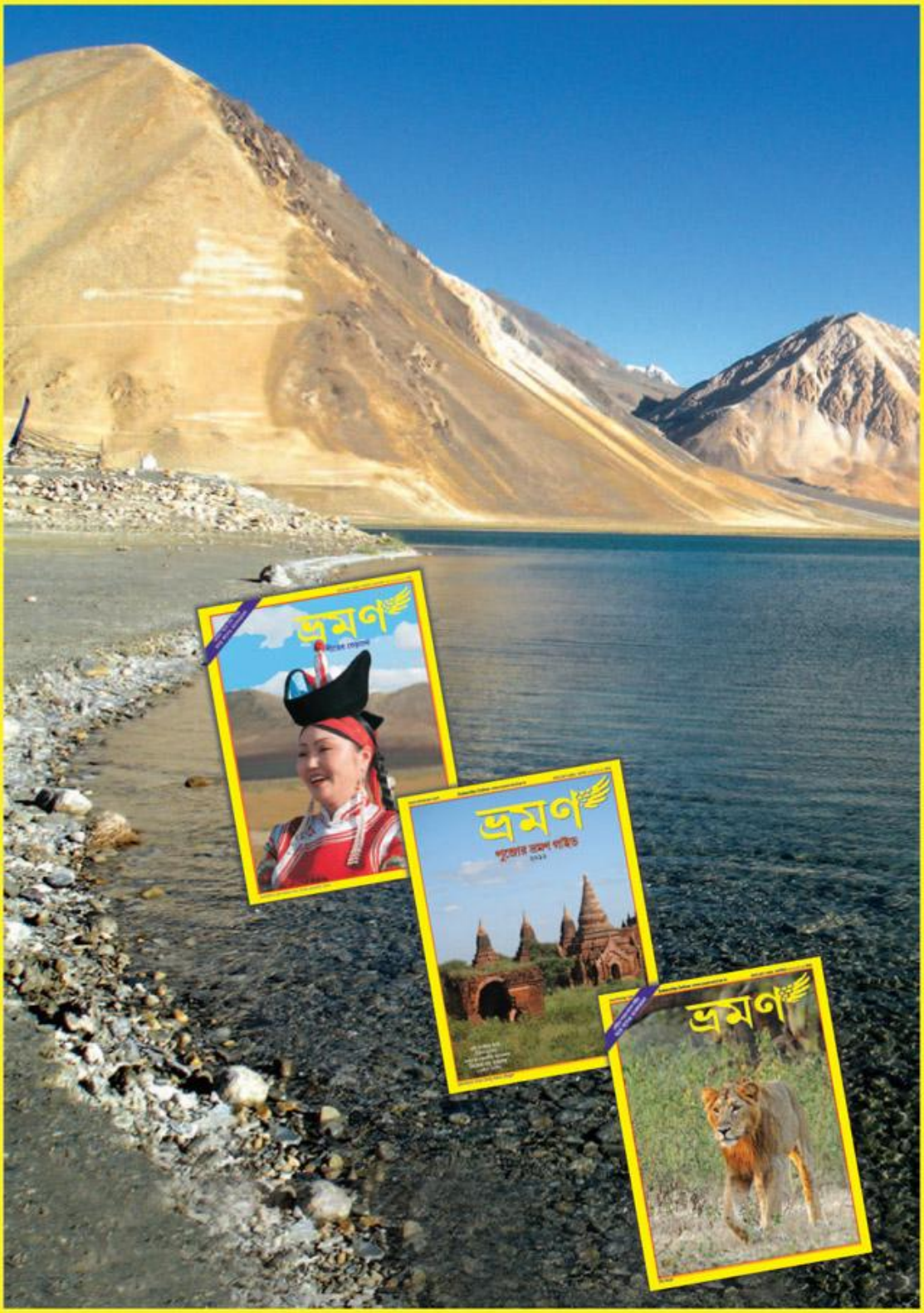

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com

The most read travel magazine in India*

*Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4